॥ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

॥শ্রীমদ্ভগবদগীতা॥

॥শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত॥

অনুবাদ : জগদীশচন্দ্র ঘোষ

BA OM

॥ওঁ তৎ সৎ॥

॥অথ শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ্যক্রমঃ॥

॥শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ॥

শুদ্ধভাবে পূর্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প ও আসনাদি শুদ্ধির পর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠে করন্যাস করিবে। মন্ত্র যথা–

ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদগীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঃ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতি বীজম্। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি শক্তিঃ, অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ইতি কীলকম্।

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্জ্জনী স্পর্শ করতঃ– নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্র পড়িয়া পুনরায় ঐরূপে তর্জ্জনী স্পর্শ করতঃ– ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ইতি তর্জনীভ্যাং নমঃ।

BANGLADARSHAN.COM

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করতঃ– অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করতঃ– নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করতঃ– পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তের করতল দ্বারা বামহস্তের করতলকে বেষ্ঠন করিতে করিতে– নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এই মন্ত্র পাঠ করিবে ও বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল দ্বারা হাততালি দিতে হইবে। ইতি করন্যাসঃ।

অতঃপর অঙ্গন্যাস করিবে। মন্ত্র যথা– নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইতি হৃদয়ায় নমঃ। এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করতঃ– ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ইতি শিরসে স্বাহা। এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে, তৎপরে– অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈ বষট্। এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া শিখা স্পর্শ করিবে, তৎপরে– নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ইতি কবচায় হুম্। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কবচ স্পর্শ করিবে, তৎপরে– পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া নেত্রদ্বয় ও ভ্রূ-মধ্য স্পর্শ করিবার পর– নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চেতি অস্ত্রায় ফট্। এই মন্ত্রটি পাঠ করতঃ হাততালি দিবে। ইতি অঙ্গন্যাসঃ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থংপাঠে বিনিয়োগঃ।

তৎপরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতঃ “ধ্যান”-এর শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া গীতা অধ্যায়ন করিবে।

BANGLADARSHAN.COM

॥অথ ধ্যানম॥

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদগীতে ভবদ্বেষিণীম্॥ ১

হে জননী ভগবদগীতে মহাভারতের মধ্যে প্রাচীন মুনি ব্যাসদেব কর্তৃক গ্রথিত স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণকর্তৃক পার্থকে উপলক্ষ্য করিয়া সম্যক্‌রূপে বিজ্ঞাপিত পুনর্জন্মনাশকারিণী অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী অষ্টাদশাধ্যায়রূপিণী ভগবতী তোমাকে আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছি। ১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥ ২

বিকশিত পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট মহাবুদ্ধি ব্যাসদেব তোমার নমস্কার। তোমাকর্তৃক মহাভারতরূপ তৈলদ্বারা পরিপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত হইয়াছে। ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥ ৩

BANGLADARSHAN.COM

শরণাগতের পক্ষে পারিজাত বা কল্পবৃক্ষ তুল্য তাড়নার নিমিত্ত বেত্রদণ্ডধৃতহস্ত অপিচ জ্ঞানমুদ্রাবিশিষ্ট-হস্ত, গীতারূপ অমৃত দোহনকারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। ৩

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৪

সমস্ত উপনিষৎ গাভীস্বরূপ, দোহনকর্তা, অর্জুন বৎসতুল্য, পণ্ডিত ব্যক্তি পানকর্তা, গীতার অমৃতস্বরূপ বাণী উৎকৃষ্ট দুগ্ধসদৃশ। ৪

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥ ৫

বসুদেবের পুত্র, কংস ও চাণূর দৈত্যের বিনাশক দেবকীর পরম আনন্দপ্রদ জগদ্‌গুরু দীপ্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী।
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈর্বতকে কেশবে॥ ৬

ভীষ্ম ও দ্রোণ যে যুদ্ধরূপ নদের তট, জয়দ্রথ যার জল, গান্ধারীর পুত্রগণ যাতে নীলোৎপল, শল্য যাতে কুম্ভীর, কৃপাচার্য যাতে প্রবাহস্বরূপ, কর্ণ যার বেলাভূমি, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ যাতে ঘোর মকরসদৃশ, দুর্যোধন যার আবর্ত, সেই রণনদী, কেশব কর্ণধার নিশ্চিতরূপে পাণ্ডবেরা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৬

পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে॥ ৭

অমল কলিকলুষনাশক গীতার উপদেশরূপ সুগন্ধযুক্ত নানা আখ্যানরূপ কেশরবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের বাণী দ্বারা প্রবোধিত জগতে সর্বদা সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ কর্তৃক সানন্দে পুনঃ পুনঃ পীয়মান পরাশরনন্দন বেদব্যাসের বাক্য-সরোবরে জাত মহাভারতরূপ পদ্ম আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত হোক। ৭

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥ ৮

যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে পর্বত অতিক্রম করায়, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি। ৮

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবে-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ৯

BANGLADARSHAN.COM

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও বায়ু দিব্য স্তবদ্বারা যাঁকে স্তুতি করেন, সামবেদগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদদ্বারা যাঁর স্তুতিগান করেন, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত তদ্গত চিত্তে যাঁহাকে দর্শন করেন, দেবতা ও অসুরগণ যাঁহার শেষ জানেন না, সেই দেবতাকে নমস্কার। ৯

:প্রণাম:

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

॥প্রথম অধ্যায়॥

॥অর্জুনবিষাদ-যোগ॥

॥ধৃতরাষ্ট্র উবাচ॥

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১-১॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়, পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ সমবেত হইয়া কি করিলেন? ১-১

॥সঞ্জয় উবাচ॥

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।

আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ১-২॥

সঞ্জয় কহিলেন, তখন রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ব্যূহাকারে সজ্জিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য সমীপে যাইয়া এই কথা বলিলেন। ১-২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।

ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ১-৩

BANGLADARSHAN.COM

গুরুদেব, আপনার ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র কর্তৃক ব্যূহবদ্ধ পাণ্ডবদিগের এই বিশাল সৈন্যদল দেখুন। ১-৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।

যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ১-৪

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ১-৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।

সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ॥ ১-৬

এই সেনার মধ্যে ভীমার্জুনের সমকক্ষ মহাধনুর্ধারী বহু বীরপুরুষ রহিয়াছেন। সাত্যকি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবান্ কাশীরাজ, কুন্তিভোজ পুরুজিৎ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রা-পুত্র (অভিমন্যু), দ্রৌপদীর পুত্রগণ (প্রতিবিন্ধ্যাদি)-ইঁহারা সকলেই মহারথী। ১-৪-৫-৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ১-৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমার সৈন্যমধ্যেও যে সকল প্রধান সেনানায়ক আছেন তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার সম্যক্ অবগতির জন্য তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি। ১-৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।

অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥ ১-৮

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র এবং জয়দ্রথঃ। ১-৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ॥ ১-৯

আমার জন্য জীবন ত্যাগে প্রস্তুত আরও অনেক নানাশস্ত্রধারী বীরপুরুষ আছেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ। ১-৯

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।

পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১-১০

ভীষ্মকর্তৃক সম্যক্ রক্ষিত আমাদের সেনা অপরিমিত। আর ভীমকর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবদের সেনা পরিমিত (অপেক্ষাকৃত অল্প)। ১-১০

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি॥ ১-১১

আপনারা সকলেই স্ব স্ব বিভাগানুসারে সমস্ত ব্যূহদ্বারে অবস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকেই সকল দিক্ হইতে রক্ষা করিতে থাকুন। ১-১১

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১-১২

BANGLADARSHAN.COM

তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ তাঁহার (দুর্যোধনের) আনন্দ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১-১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।

সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১-১৩

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহসা বাদিত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১-১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১-১৪

অনন্তর শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দিব্য-শঙ্খ-ধ্বনি করিলেন। ১-১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।

পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১-১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১-১৬

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ভীমকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। ১-১৫-১৬

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১-১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১-১৮

হে রাজন্, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা, অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রা পুত্র-ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন। ১-১৭-১৮

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্॥ ১-১৯

সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ও তৎপক্ষীয়গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ১-১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ১-২০

হে রাজন্, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগকে যুদ্ধোদ্‌যোগে অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ১-২০

॥অর্জুন উবাচ॥

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ১-২১

BANGLADARSHAN.COM

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ১-২২

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।

ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ১-২৩

অর্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত, যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইঁহাদিগকে যে পর্যন্ত আমি দর্শন করি, সে পর্যন্ত (তুমি) উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর, এই যুদ্ধ-ব্যাপারে কাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে আমি দেখি ; দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামনায় যাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন সেই সকল যুদ্ধার্থিগণকে আমি দেখি। ১-২১-২২-২৩

॥সঞ্জয় উবাচ॥

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ১-২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ১-২৫

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত, অর্জুনকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণ এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, “হে অর্জুন, সমবেত কুরুগণকে দেখ।” ১-২৪-২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথপিতামহান্।

আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।

শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥ ১-২৬

তখন অর্জুন উভয় সেনার মধ্যেই অবস্থিত পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ ও সুহৃদগণকে দেখিলেন। ১-২৬

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ১-২৭

সেই কুন্তীপুত্র অর্জুন বন্ধুবান্ধবদিগকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া নিতান্ত করুণার্দ্র হইয়া বিষাদপূর্বক এই কথা বলিলেন। ১-২৭

॥অর্জুন উবাচ॥

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ১-২৮

অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধেচ্ছু এই সকল স্বজনদিগকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ১-২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ১-২৯

BANGLADARSHAN.COM

আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে ; হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম জ্বালা করিতেছে। ১-২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ১-৩০

হে কেশব, আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না ; আমার মন যেন ঘুরিতেছে ; আমি দুর্লক্ষণসকল দেখিতেছি। ১-৩০

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ১-৩১

যুদ্ধে স্বজনদিগকে নিহত করিয়া আমি মঙ্গল দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ, আমি জয়লাভ করিতে চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখভোগও চাহি না। ১-৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥ ১-৩২

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥ ১-৩৩

মাতুলাঃ শ্বশুরা পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥ ১-৩৪

হে গোবিন্দ, যাঁহাদিগের জন্য রাজ্য ভোগ সুখাদি কামনা করা যায় সেই আচার্য, পিতৃব্য-পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও কুটুম্বগণ যখন ধনপ্রাণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও যুদ্ধার্থে উপস্থিত, তখন আমাদের রাজ্যেই বা কি কাজ ? আর সুখভোগ বা জীবনেই বা কি কাজ ? হে মধুসূদন, যদি ইঁহারা আমাকে মারিয়াও ফেলেন, তথাপি আমি ইঁহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ১-৩২-৩৩-৩৪

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন॥ ১-৩৫

হে কৃষ্ণ, পৃথিবীর রাজত্বের কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্য রাজ্যের জন্যই বা দুর্যোধনাদিকে বধ করিলে আমাদের কি সুখ হইবে ? ১-৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ১-৩৬

যদিও ইঁহারা আততায়ী (এবং আততায়ী শাস্ত্রমতে বধ্য), তথাপি এই আচার্যাদি গুরুজনকে বধ করিলে আমরা পাপভাগীই হইব। অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বধ করিতে পারি না। হে মাধব, স্বজন বধ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ? ১-৩৬

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ১-৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥ ১-৩৮

BANGLADARSHAN.COM

যদিও ইঁহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক দেখিতেছেন না, কিন্তু হে জনার্দন, আমরা কুলক্ষয়-জনিত দোষ দেখিয়াও সে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না কেন ? ১-৩৭-৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত॥ ১-৩৯

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয় ; এবং ধর্ম নষ্ট হইলে সমগ্র কুল অধর্মে অভিভূত হয়। ১-৩৯

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ১-৪০

হে কৃষ্ণ, কুল অধর্মে অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশীয়), কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। ১-৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ১-৪১

বর্ণসঙ্কর, কুলনাশকারীদের এবং কুলের নরকের কারণ হয়। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ার লোপ হওয়াতে ইঁহাদের পিতৃপুরুষ নরকে পতিত হয়। (সদগতি প্রাপ্ত হয় না)। ১-৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ১-৪২

কুলনাশকারীদের বর্ণসঙ্করকারক ঐ দোষে সনাতন জাতিধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্মাদিও উৎসন্ন যায়। ১-৪২

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ১-৪৩

হে জনার্দন, যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদের নিয়ত নরকে বাস হয়, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ১-৪৩

অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।

যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ১-৪৪

হায়, আমরা রাজ্যসুখ-লোভে স্বজনগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ১-৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।

ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ১-৪৫

আমি শস্ত্রত্যাগ করিয়া প্রতিকারে বিরত হইলে যদি শস্ত্রধারী দুর্যোধনাদি আমাকে যুদ্ধে বধ করে, তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হইবে। ১-৪৫

॥সঞ্জয় উবাচ॥

BANGLADARSHAN.COM

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ১-৪৬

সঞ্জয় কহিলেন, শোকাকুলিত অর্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধমধ্যে ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। ১-৪৬

প্রথম অধ্যায়-বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

অর্জুনবিষাদযোগ

এই অধ্যায়ের নাম 'সৈন্যদর্শন' বা 'অর্জুন-বিষাদ' যোগ। ইহাতে তত্ত্বকথা কিছু নাই, কিন্তু কাব্যাংশে ইহা অতুলনীয়। কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ আরব্ধপ্রায়, উভয়পক্ষীয় সুসজ্জিত সৈন্যগণ ব্যূহবদ্ধ হইয়া পরস্পর সম্মুখীন, যোদ্ধৃগণ মহোৎসাহে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল শস্ত্রসম্পাত আরম্ভ হইল। তখন অর্জুনের মহানির্বেদ উপস্থিত। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। কৃপাবিষ্ট অর্জুনের মোহভাব কাব্যতুলিকায় নিঃস্বার্থ উদার করুণরসে অনুরঞ্জিত, যেমন চিত্তমোহকর তেমন প্রাণস্পর্শী।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অর্জুনবিষাদ-যোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

॥দ্বিতীয় অধ্যায়॥

॥সাংখ্যযোগ॥

॥সঞ্জয় উবাচ॥

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ২-১

সঞ্জয় বলিলেন, তখন মধুসূদন কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণলোচন বিষণ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ২-১

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।

অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন॥ ২-২

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জুন, এই সঙ্কট সময়ে অনার্যজনোচিত স্বর্গহানিকর, অকীর্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ? ২-২

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ২-৩

BANGLADARSHAN.COM

হে পার্থ, কাতর হইও না। এইরূপ পৌরুষহীনতা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া (যুদ্ধার্থে) উত্থিত হও। ২-৩

॥অর্জুন উবাচ॥

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ২-৪

অর্জুন বলিলেন, হে শত্রুমর্দন মধুসূদন, আমি যুদ্ধকালে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত কিরূপে বাণের দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব ? (অর্থাৎ তাঁহারা আমার শরীরে বাণ নিক্ষেপ করিলেও আমি গুরুজনের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারিব না)। ২-৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্॥ ২-৫

মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়ঃ। কেননা গুরুজনদিগকে বধ করিয়া ইহলোকে যে অর্থকাম ভোগ করিব তাহা ত (গুরুজনের) রুধির-লিপ্ত। ২-৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।

যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ২-৬

আমরা জয়ী হই অথবা আমাদিগকে ইহারা জয় করুক, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, যাহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত। ২-৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ২-৭

(গুরুজনদিগকে বধ করিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব এইরূপ চিন্তাপ্রযুক্ত) চিত্তের দীনতায় আমি অভিভূত হইয়াছি ; প্রকৃত ধর্ম কি এ সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে ; যাহা আমার ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া তাহা বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন, আমাকে উপদেশ দাও। (আমাকে আর তুমি সখা বলিয়া মনে করিও না, আমি তোমার শিষ্য)। ২-৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।

অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ২-৮

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ২-৮

॥সঞ্জয় উবাচ॥

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ২-৯

সঞ্জয় কহিলেন, শত্রুতাপন অর্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে এইরূপ বলিয়া 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন (নীরব রহিলেন)। ২-৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ২-১০

BANGLADARSHAN.COM

হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র), হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপ্রাপ্ত অর্জুনকে হাসিয়া এই কথা বলিলেন। ২-১০

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ২-১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন, যাহাদিগের জন্য শোক করার কোন কারণ নাই তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা কি মৃত কি জীবিত, কাহারও জন্য শোক করেন না। ২-১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্॥ ২-১২

আমি পূর্বে ছিলাম না, বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপতিগণ ছিলেন না, এমন নহে (অর্থাৎ সকলেই ছিলাম)। আর, পরে আমরা সকলে থাকিব না তাহাও নহে (অর্থাৎ পরেও সকলে থাকিব)। ২-১২

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ২-১৩

জীবের এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য কালের গতিতে উপস্থিত হয়। তেমনি কালের গতিতে দেহান্তর-প্রাপ্তিও হয়। জ্ঞানিগণ তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না। ২-১৩

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ২-১৪

হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়াদির সংযোগেই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখ প্রদান করে। সেগুলির একবার উৎপত্তি হয়, আবার বিনাশ হয়, সুতরাং ওগুলি অনিত্য। অতএব সে সকল সহ্য কর। ২-১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ২-১৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি এই সকল বিষয়স্পর্শ-জনিত সুখদুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, উহাতে বিচলিত হন না, তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন। ২-১৫

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ২-১৬

অসৎ বস্তুর ভাব (সত্ত্বা, স্থায়িত্ব) নাই, সৎবস্তুর অভাব (নাশ) নাই ; তত্ত্বদর্শিগণ এই সদসৎ উভয়েরই চরম দর্শন করিয়াছেন (স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন)। ২-১৬

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥ ২-১৭

যিনি এই সকল (দৃশ্য জগৎ) ব্যাপিয়া আছেন তাঁহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই এই অব্যয় স্বরূপের বিনাশ করিতে পারে না। ২-১৭

BANGLADARSHAN.COM

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ২-১৮

দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (কিন্তু) আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় (স্বপ্রকাশ)। অতএব, হে অর্জুন, যুদ্ধ কর (আত্মার অবিনাশিতা ও দেহাদির নশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া কাতরতা ত্যাগ কর। স্বধর্ম পালন কর)। ২-১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ২-১৯

যে আত্মাকে হন্তা বলিয়া জানে এবং যে উহাকে হত বলিয়া মনে করে, তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না। ইনি হত্যা করেন না, হতও হন না। ২-১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২-২০

এই আত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না। ইনি অন্যান্য জাত বস্তুর ন্যায় জন্মিয়া অস্তিত্ব লাভ করেন না অর্থাৎ ইনি সৎরূপে নিত্য বিদ্যমান। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না। ২-২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২-২১

যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া জানেন, হে পার্থ, সে পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হত্যা করেন বা করান ? ২-২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২-২২

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। ২-২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২-২৩

শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না। ২-২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২-২৪

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য বলিয়া কথিত হন। ২-২৪

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২-২৫

অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নয়। ২-২৫

BANGLADARSHAN.COM

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২-২৬

আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মা সর্বদা দেহের সঙ্গে জন্মে এবং দেহের সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, তথাপি, হে মহাবাহো, তোমার শোক করা উচিত নয়। ২-২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২-২৭

যে জন্মে তাহার মরণ নিশ্চিত, যে মরে তাহার জন্ম নিশ্চিত ; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়। ২-২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২-২৮

হে ভারত (অর্জুন), জীবগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং বিনাশান্তে অব্যক্ত থাকে। তাহাতে শোক বিলাপ কি ? ২-২৮

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২-২৯

কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ কিছু বলিয়া বোধ করেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্যবৎ কিছু বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা ইনি আশ্চর্যবৎ কিছু, এই প্রকার কথাই শুনেন। কিন্তু শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারেন না। ২-২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২-৩০

হে ভারত, জীবসকলের দেহে আত্মা সর্বদাই অবধ্য, অতএব কোন প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা উচিত নহে। ২-৩০

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ২-৩১

স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার ভীত-কম্পিত হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্যযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই। ২-৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ২-৩২

হে পার্থ, এই যুদ্ধ আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছে, ইহা মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ। ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরাই ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন। ২-৩২

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ২-৩৩

আর যদি তুমি ধর্ম্যযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করিয়া তুমি পাপযুক্ত হইবে। ২-৩৩

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ২-৩৪

BANGLADARSHAN.COM

আরও দেখ, সকল লোকে চিরকাল তোমার অকীর্তি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক, অর্থাৎ অকীর্তি অপেক্ষা মরণও শ্রেয়ঃ। ২-৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ২-৩৫

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধে বিরত হইতেছ, (দয়াবশতঃ নহে), সুতরাং যাঁহারা তোমাকে বহু সম্মান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লঘূতা প্রাপ্ত হইবে। ২-৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ২-৩৬

তোমার শত্রুরাও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য কথা বলিবে ; তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখকর আর কি আছে ? ২-৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ২-৩৭

যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গ পাইবে, জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে, সুতরাং হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর। ২-৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ২-৩৮

অতএব সুখদুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও। এইরূপ করিলে পাপভাগী হইবে না। ২-৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ২-৩৯

হে পার্থ, তোমাকে এতক্ষণ সাংখ্যনিষ্ঠা-বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ দিলাম, এক্ষণ যোগবিষয়ক জ্ঞান শ্রবণ কর (যাহা এক্ষণ বলিতেছি) ; এই জ্ঞান লাভ করিলে কর্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে। ২-৩৯

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ২-৪০

ইহাতে (নিষ্কাম কর্মযোগে) আরব্ধ কর্ম নিষ্ফল হয় না এবং (ত্রুটিবিচ্যুতি-জনিত) পাপ বা বিঘ্ন হয় না, এই ধর্মের অল্প আচরণও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে। ২-৪০

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ২-৪১

ইহাতে (এই নিষ্কাম কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (নিষ্কাম ভাবে কর্ম করিয়াই ত্রাণ পাইব এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) একই হয় অর্থাৎ একনিষ্ঠ থাকে, নানাদিকে ধাবিত হয় না। কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের (অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের) বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত (সুতরাং নানাদিকে ধাবিত হয়)। ২-৪১

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ২-৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্চর্যগতিং প্রতি॥ ২-৪৩
ভোগৈশ্চর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ২-৪৪

BANGLADARSHAN.COM

হে পার্থ, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কর্মকাণ্ডের স্বর্গফলাদি প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে অনুরক্ত, তাহারা বলে বেদোক্ত কাম্যকর্মাত্মক ধর্ম ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, স্বর্গই তাহাদের পরম পুরুষার্থ, তাহারা ভোগৈশ্চর্য লাভের উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক আপাতমনোরম বেদবাক্য বলিয়া থাকে। এই সকল শ্রবণ-রমণীয় বাক্যদ্বারা অপহৃতচিত্ত, ভোগৈশ্চর্য আসক্ত ব্যক্তিগণের কার্যাকার্য-নির্ণায়ক বুদ্ধি এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না (ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না)। ২-৪২-৪৩-৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ২-৪৫

হে অর্জুন, বেদসমূহ ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও তুমি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগ-ক্ষেমরহিত ও আত্মবান্ হও। ২-৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ২-৪৬

ব্যাপীকূপতড়াগাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক বিস্তীর্ণ মহাজলাশয়ে সেই সমস্তই সিদ্ধ হয় ; সেইরূপ বেদোক্ত কাম্যকর্মসমূহে যে ফল লাভ হয়, ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের সেই সমস্তই লাভ হয়। ২-৪৬

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ ২-৪৭

কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নাই। কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ২-৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ২-৪৮

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া, ফলাসক্তি বর্জন করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করিয়া তুমি কর্ম কর। এইরূপ সমত্ব-বুদ্ধিকেই যোগ কহে। ২-৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ২-৪৯

হে ধনঞ্জয়, কেবল বাহ্যকর্ম বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা নিতান্তই নিকৃষ্ট, অতএব তুমি সমত্ববুদ্ধির আশ্রয় লও ; যাহারা ফলের উদ্দেশ্যে কর্ম করে, তাহারা দীন, কৃপার পাত্র। ২-৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।

তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ২-৫০

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মী ইহলোকেই সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করেন, সুতরাং তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর, কর্মে কৌশলই যোগ। ২-৫০

BANGLADARSHAN.COM

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।

জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ২-৫১

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম করিলেও কর্মজনিত ফলে আবদ্ধ হন না, সুতরাং তাঁহারা জন্মরূপ বন্ধন অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বপ্রকার উপদ্রবরহিত বিষ্ণুপদ বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। ২-৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ২-৫২

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহনকানন অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ২-৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ২-৫৩

লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ ফলকথা শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চল হইয়া থাকিবে তখন তুমি (সাম্যবুদ্ধিরূপ) যোগ প্রাপ্ত হইবে। ২-৫৩

॥অর্জুন উবাচ॥

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ২-৫৪

অর্জুন কহিলেন, হে কেশব, যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহার লক্ষণ কি ? স্থিতধী ব্যক্তি কিরূপ কথা বলেন ? কিরূপে অবস্থান করেন ? কিরূপে চলেন ? ২-৫৪

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ২-৫৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ, যখন কেহ সমস্ত মনোগত কামনা বর্জন করিয়া আপনাতেই আপনি তুষ্ট থাকেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। ২-৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ২-৫৬

যিনি দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য, যাঁহার অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা যায়। ২-৫৬

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ২-৫৭

যিনি দেহ-জীবনাদি সকল বিষয়েই মমতাশূন্য, তত্তৎ বিষয়ে শুভ-প্রাপ্তিতে সন্তোষ বা অশুভ-প্রাপ্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ২-৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ২-৫৮

BANGLADARSHAN.COM

কচ্ছপ যেমন কর-চরণাদি অঙ্গসকল সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তেমনি যিনি রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সংহরণ করিয়া লন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ২-৫৮

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ

রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ ২-৫৯

ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়োপভোগ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু সেই পরম পুরুষকে দেখিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়-বাসনা নিবৃত্ত হয়। ২-৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ২-৬০

হে কৌন্তেয়, প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ সংযমে যত্নশীল, বিবেকী পুরুষেরও চিত্তকে বলপূর্বক হরণ করে (বিষয়াসক্ত করে)। ২-৬০

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ২-৬১

যিনি আমার অনন্যভক্ত তিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া অবস্থান করেন। তাদৃশ সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিরই ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয়, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ২-৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ২-৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ২-৬৩

বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা অর্থাৎ সেই বিষয় লাভের অভিলাষ জন্মে, সেই কামনা কোন কারণে প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হইলে প্রতিরোধকের প্রতি ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ, ঘটে। ২-৬২-৬৩

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২-৬৪

কিন্তু যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ যাহার মন নিজের বশবর্তী, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা বিষয় উপভোগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ২-৬৪

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥ ২-৬৫

চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে এই পুরুষের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয় ; যেহেতু প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্র উপাস্যে (ঈশ্বরে) স্থিতি লাভ করে। ২-৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ২-৬৬

BANGLADARSHAN.COM

যিনি অযুক্ত অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত অসমাহিত ও ইন্দ্রিয় অবশীভূত, তাঁহার আত্ম-বিষয়া বুদ্ধিও হয় না, চিন্তাও হয় না। যাঁহার (আত্ম-বিষয়া) চিন্তা নাই, তাঁহার শান্তি নাই, যাঁহার শান্তি নাই, তাঁহার সুখ কোথায়। ২-৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ২-৬৭

মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্রিয়গণের যেটিকে অনুবর্তন করে, সেই একটি ইন্দ্রিয়ই, যেমন বায়ু জলের উপরিস্থিত নৌকাকে বিচলিত করে, তদ্রূপ উহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ২-৬৭

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ২-৬৮

হে মহাবাহো, (যখন ইন্দ্রিয়াধীন মন এবং মনের অধীন প্রজ্ঞা) সেই হেতু, যাহার ইন্দ্রিয় সর্বপ্রকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে। ২-৬৮

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ২-৬৯

সাধারণ প্রাণিগণের পক্ষে যাহা (আত্মনিষ্ঠা) নিশাস্বরূপ, তাহাতে (আত্মনিষ্ঠাতে) সংযমী ব্যক্তি জাগ্রত থাকেন ; যাহাতে (বিষয়-নিষ্ঠাতে) অজ্ঞ প্রাণিসাধারণ জাগরিত থাকে, আত্মদর্শী মুনিদিগের তাহা (বিষয়নিষ্ঠা) রাত্রিস্বরূপ। ২-৬৯

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ২-৭০

যেমন নদ-নদীর জলে পরিপূরিত প্রশান্ত সমুদ্রে অপর জলরাশি আসিয়া প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ যে মহাত্মাতে বিষয়সকল প্রবেশ করিয়াও কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ উৎপন্ন করে না, তিনি শান্তিলাভ করেন, যিনি ভোগকামনা করেন, তিনি শান্তি পান না। ২-৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ২-৭১

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। ২-৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি। ২-৭২

হে পার্থ, ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান) এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের আর মোহ হয় না, মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় থাকিয়া তিনি ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্মে মিলনরূপ মোক্ষ লাভ করেন। ২-৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়ের-বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

সাংখ্যযোগ

এই অধ্যায়ের নবম শ্লোক পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়োক্ত অর্জুন-বিষাদ ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা (১-৯), একাদশ শ্লোক হইতে আত্মতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানেই প্রকৃত গীতারম্ভ। আত্মীয় গুরুজনাদির নিধনাশঙ্কায় শোককাতর অর্জুনকে শ্রীভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, আত্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ কাহারও মৃত্যুতে শোক করেন না, কেননা প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই। দেহের বিনাশ হয় সত্য, কিন্তু আত্মা দেহাতিরিক্ত অবিনাশী নিত্য বস্তু, উহার বিনাশ নাই। আত্মার পক্ষে মৃত্যু অর্থ দেহান্তর-প্রাপ্তি, উহা অবস্থার পরিবর্তন মাত্র, বিনাশ নহে। দেহাত্ম-বিবেক অর্থাৎ দেহের নশ্বরতা ও আত্মার অবিনাশিতা বিষয়ে জ্ঞানোপদেশই এ কয়েকটি শ্লোকের বর্ণিত বিষয় (১০-৩০), এইরূপ ধর্ম-শাস্ত্রীয় লৌকিক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে (৩১-৩৭), কিন্তু এ সকল কথায় অর্জুনের-চিত্ত প্রবুদ্ধ হইতেছে না। তাঁহার সংশয় এই-আত্মা অবিনাশী বলিয়া কি লোকহত্যায় পাপ হয় না ? মানিলাম, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম কর্তব্যকর্ম তাই বলিয়া রাজ্যলাভ কামনায় গুরুজনাদি বধ করিতে হইবে। অর্জুনের মনোভাব বুঝিয়া শ্রীভগবান্ অপূর্ব কর্মযোগের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তুমি রাজ্যলাভ কামনায় যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবে অবশ্যই তজ্জনিত কর্মফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি ফল কামনা বর্জন করিয়া লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিতে পার, তজ্জন্য পাপভাগী হইবে না। এই সমত্বই যোগ, এই সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগই বুদ্ধিযোগ, এই সাম্যবুদ্ধিযুক্ত কর্মই নিষ্কাম কর্ম। তুমি পাপপুণ্য, স্বর্গনরকাদির কথা বলিতেছ। এ সকল কাম্যকর্মের ফল। কাম্যকর্মের নানাবিধ ফলকথাশ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তোমার বিক্ষিপ্তবুদ্ধি যখন পরমেশ্বরে সমাহিত হইবে, তখন তোমার বিষয়ে আসক্তি বিদূরিত হইবে, তোমার প্রজ্ঞা স্থির হইবে, তুমি যোগে সিদ্ধ হইবে (৩৮-৫৩) ; যিনি বিষয়বাসনা, আত্মাভিমান ও মমত্ব-বুদ্ধি বর্জনপূর্বক ঈশ্বর চিন্তায় একনিষ্ঠ, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হন না। এই অবস্থার নামই ব্রাহ্মীস্থিতি। এই অবস্থা লাভ করিয়া সাধক নিষ্কামভাবে যথাধিকার কর্ম করিয়াও মৃত্যুকালে ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন (৫৪-৭২)।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে সাংখ্যযোগ কহে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

BANGLADARSHAN.COM

॥তৃতীয় অধ্যায়॥

॥কর্মযোগ॥

॥অর্জুন উবাচ॥

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ৩-১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেণ বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ৩-২

অর্জুন বলিলেন, হে জনার্দন, যদি তোমার মতে কর্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব, আমাকে হিংসাত্মক কর্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ ? বিমিশ্রবাক্যদ্বারা কেন আমার মনকে মোহিত করিতেছ ? যাহা দ্বারা আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারি, সেই একটি (পথ) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। ৩-১-২

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩-৩

BANGLADARSHAN.COM

হে অনঘ, ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে ইহা পূর্বে বলিয়াছি। সাংখ্যদিগের জন্য জ্ঞানযোগ এবং কর্মীদিগের জন্য কর্মযোগ। ৩-৩

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৩-৪

কর্মচেষ্টা না করিলেই পুরুষ নৈষ্কর্ম্যলাভ করিতে পারে না, আর (কামনাত্যাগ ব্যতীত) কর্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না। ৩-৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩-৫

কেহই কখনও ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, কেননা, প্রকৃতির গুণে অবশ হইয়া সকলেই কর্ম করিতে বাধ্য হয়। ৩-৫

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৩-৬

যে ভ্রান্তমতি হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অবস্থিতি করে, অথচ মনে মনে ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল স্মরণ করে, সে মিথ্যাচারী। ৩-৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৩-৭

কিন্তু যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৩-৭

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥ ৩-৮

তুমি নিয়ত কর্ম কর ; কর্মশূন্যতা অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম না করিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না। ৩-৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩-৯

যজ্ঞার্থ যে কর্ম তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম মনুষ্যের বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়, তুমি সেই উদ্দেশ্যে (যজ্ঞার্থ) অনাসক্ত হইয়া কর্ম কর। ৩-৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ৩-১০

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বর্ধিত হও ; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক। ৩-১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্ স্যথ॥ ৩-১১

BANGLADARSHAN.COM

এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে (ঘৃতাহুতি প্রদানে) সংবর্ধনা কর, সেই দেবগণও (বৃষ্ট্যাদি দ্বারা) তোমাদিগকে সংবর্ধিত করুন ; এইরূপে পরস্পরের সংবর্ধনা দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। ৩-১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ৩-১২

যেহেতু, দেবগণ যজ্ঞাদিদ্বারা সংবর্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রদত্ত অন্নপানাদি যজ্ঞাদি দ্বারা তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ভোগ করে সে নিশ্চয়ই চোর (দেবস্বাপহারী)। ৩-১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ৩-১৩

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন অর্থাৎ দেবতা অতিথি প্রভৃতিকে অন্নাদি প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন। যে পাপাত্মারা কেবল আপন উদরপূরণার্থ অন্ন পাক করে, তাহারা পাপরাশিই ভোজন করে। ৩-১৩

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥ ৩-১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৩-১৫
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ৩-১৬

প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ হইতে মেঘ জন্মে, কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি, কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিও এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভুত ; সেই হেতু সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইরূপে প্রবর্তিত জগচ্চক্রের যে অনুবর্তন না করে, (অর্থাৎ যে যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা এই সংসার-চক্র পরিচালনের সহায়তা না করে) সে ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ও পাপজীবন ; হে পার্থ, সে বৃথা জীবন ধারণ করে। ৩-১৪-১৫-১৬

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ৩-১৭

কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, যিনি কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার নিজের কোন প্রকার কর্তব্য নাই। ৩-১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।

ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ৩-১৮

যিনি আত্মারাম তাঁহার কর্মানুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম হইতে বিরত থাকারও কোন প্রয়োজন নাই। সর্বভূতের মধ্যে কাহারও আশ্রয়ে তাঁহার প্রয়োজন নাই (তিনি কাহারও আশ্রয়ে সিদ্ধকাম হইবার আবশ্যকতা রাখেন না)। ৩-১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ ৩-১৯

অতএব তুমি আসক্তিশূন্য হইয়া সর্বদা কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর, কারণ অনাসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। ৩-১৯

BANGLADARSHAN.COM

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥ ৩-২০

জনকাদি মহাত্মারা কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম করা কর্তব্য। ৩-২০

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ ৩-২১

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, অপর সাধারণেও তাহাই করে। তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া বা কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুবর্তন করে। ৩-২১

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ ৩-২২

হে পার্থ, ত্রিলোক মধ্যে আমার করণীয় কিছু নাই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি আমি কর্মানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত আছি। ৩-২২

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ৩-২৩

হে পার্থ, যদি অনলস হইয়া কর্মানুষ্ঠান না করি, তবে মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্তী হইবে (কেহই কর্ম করিবে না)। ৩-২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।

সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ৩-২৪

যদি আমি কর্ম না করি তাহা হইলে এই লোকসকল উৎসন্ন হইয়া যাইবে। আমি বর্ণ-সঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু হইব এবং ধর্মলোপহেতু প্রজাগণের বিনাশের কারণ হইব। ৩-২৪

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ৩-২৫

হে ভারত, অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া যেরূপ কর্ম করিয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনাসক্ত চিত্তে লোকরক্ষার্থে সেইরূপ কর্ম করিবেন। ৩-২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্ত সমাচরন্॥ ৩-২৬

জ্ঞানীরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত হইয়া সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন। ৩-২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩-২৭

প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা সর্বতোভাবে কর্মসকল সম্পন্ন হয়। যে অহঙ্কারে মুগ্ধচিত্ত সে মনে করে আমিই কর্তা। ৩-২৭

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ৩-২৮

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু হে মহাবাহো, যিনি সত্ত্বরজস্তমগুণ ও মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির বিভাগ ও উহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম-বিভাগতত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনি ইন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত আছে ইহা জানিয়া কর্মে আসক্ত হন না, কর্তৃত্বাভিমান করেন না। ৩-২৮

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ। ৩-২৯

যাহারা প্রকৃতির গুণে মোহিত তাহারা দেহেন্দ্রিয়াদি কর্মে আসক্তিযুক্ত হয় ; সেই সকল অল্পবুদ্ধি মন্দমতিদিগকে জ্ঞানিগণ কর্ম হইতে বিচালিত করিবেন না। ৩-২৯

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩-৩০

কর্তা ঈশ্বর, তাঁহারই উদ্দেশে ভৃত্যবৎ কর্ম করিতেছি, এইরূপ বিবেক-বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া কামনাশূন্য ও মমতাশূন্য হইয়া শোকত্যাগপূর্বক তুমি যুদ্ধ কর। ৩-৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥ ৩-৩১

যে মানবগণ শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩-৩১

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩-৩২

যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিগণকে সর্বজ্ঞান-বিমূঢ় ও বিনষ্ট বলিয়া জানিও। ৩-৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবাননপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩-৩৩

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুসরণ করে ; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে কি করিবে ? ৩-৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।

তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩-৩৪

সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। ঐ রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না ; উহারা জীবের শত্রু (অথবা শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকারক)। ৩-৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ ৩-৩৫

স্বধর্ম কিঞ্চিদ্দোষবিশিষ্ট হইলেও উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা বিপজ্জনক। ৩-৩৫

॥অর্জুন উবাচ॥

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরষঃ।

অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩-৩৬

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ, লোকে কাহাদ্বারা প্রযুক্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপাচরণ করে ? ৩-৩৬

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩-৩৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন, ইহা কাম, ইহাই ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন, ইহা দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র। ইহাকে সংসারে শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩-৩৭

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।

যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩-৩৮

যেমন ধূমদ্বারা বহ্নি আবৃত থাকে, মলদ্বারা দর্পণ আবৃত হয়, জরায়ুদ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। ৩-৩৮

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩-৩৯

হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু এই দুষ্পূরণীয় অগ্নিতুল্য কামদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। ৩-৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৩-৪০

ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি ইহারা কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্থান বলিয়া কথিত হয়। কাম ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবকে মুগ্ধ করে। ৩-৪০

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৩-৪১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই হেতু তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান-বিনাশী পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট কর (বা পরিত্যাগ কর)। ৩-৪১

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৩-৪২

ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। ৩-৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৩-৪৩

হে মহাবাহো, এইরূপে বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, আত্মাকে আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর এবং দুর্ণিবার শত্রু কামকে বিনাশ কর। ৩-৪৩

তৃতীয় অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

কর্মযোগ

BANGLADARSHAN.COM

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় আত্মসংযম এবং কামনা ও অহঙ্কার বর্জনাদির উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞতাই—এই অবস্থাই—ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান। সর্বকামনা বর্জনপূর্বক সাম্যবুদ্ধি লাভ করিলেই তো জীবের মোক্ষলাভ হয়, কর্মের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—কর্মযোগে যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহাও সমত্ব বুদ্ধি বা সম্যক্ জ্ঞানের ফলে, এই জন্যই তোমাকে কর্মোপদেশ দিতেছি অথচ সাম্যবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছি, উহা ব্যতীত কর্ম নিষ্কাম হয় না। নিষ্কাম কর্মের তিনটি লক্ষণ মনে রাখিও—(১) সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, (২) ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন, (৩) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ। সুতরাং সর্ম কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ও মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্বক যুদ্ধ কর। স্বধর্ম পালন কর। স্বধর্ম অঙ্গহীন হইলেও পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে কামনার বশবর্তী হইয়া পাপ আচরণ করে, স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করে, কর্তব্যভ্রষ্ট হয়। তুমি ইন্দ্রিয়সকল সংযমপূর্বক আত্মাকে আত্মজ্ঞানের প্রয়োগেই নিশ্চল করিয়া আত্মনিষ্ঠ হও, তাহা হইলেই কামনা জয় করিতে পারিবে, নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

কর্ম-মাহাত্ম্য ও কর্ম-প্রেরণাই এই অধ্যায়ের প্রধান বর্ণিত বিষয়, সুতরাং এই অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

॥চতুর্থ অধ্যায়॥

॥জ্ঞানযোগ॥

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ৪-১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই অব্যয়যোগ আমি সূর্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য (স্বপুত্র) মনুকে এবং মনু (স্বপুত্র) ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন। ৪-১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ৪-২

এইরূপে পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত ছিলেন। হে পরন্তপ, ইহলোকে সেই যোগ দীর্ঘকালবশে নষ্ট হইয়াছে। ৪-২

স এবায়াং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৪-৩

BANGLADARSHAN.COM

তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্য সেই পুরাতন যোগ অদ্য তোমাকে বলিলাম ; কারণ, ইহা উত্তম গুহ্য তত্ত্ব। ৪-৩

॥অর্জুন উবাচ॥

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪-৪

অর্জুন বলিলেন—আপনার জন্ম পরে, বিবস্বানের জন্ম পূর্বে ; সুতরাং আপনি যে পূর্বে ইহা বলিয়াছিলেন তাহা কিরূপে বুঝিব ? ৪-৪

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৪-৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে ; আমি সে সকল জানি, হে পরন্তপ, তুমি জান না। ৪-৫

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪-৬

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ায় আবির্ভূত হই। ৪-৬

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪-৭

হে ভারত (অর্জুন), যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়ে নিজেকে সৃষ্টি করি (দেহ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হই)। ৪-৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪-৮

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৪-৮

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥ ৪-৯

হে অর্জুন, আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্বার আর জন্মপ্রাপ্ত হন না—তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৪-৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ৪-১০

বিষয়ানুরাগ ভয় ও ক্রোধ বর্জন করিয়া, আমাতে একাগ্রচিত্ত ও আমার শরণাপন্ন হইয়া, আমার জন্মকর্মের তত্ত্বালোচনা রূপ জ্ঞানময় তপস্যাদ্বারা পবিত্র হইয়া অনেকে আমার পরমানন্দভাবে চিরস্থিতি লাভ করিয়াছেন। ৪-১০

BANGLADARSHAN.COM

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ৪-১১

হে পার্থ, যে আমাকে যে-ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে অর্থাৎ মনুষ্যগণ যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, সকল পথেই আমাতে পৌঁছিতে পারে। ৪-১১

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ৪-১২

ইহলোকে যাহারা কর্মসিদ্ধি কামনা করে তাহারা দেবতা পূজা করে, কেননা মনুষ্যলোকে কর্মজনিত ফললাভ শীঘ্রই পাওয়া যায়। ৪-১২

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ ৪-১৩

বর্ণচতুষ্টয় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি উহার সৃষ্টিকর্তা হইলেও আমাকে অকর্তা ও বিকাররহিত বলিয়াই জানিও। ৪-১৩

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।

ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ৪-১৪

কর্মসকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, কর্মফলে আমার স্পৃহাও নাই, এইরূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনি কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না। ৪-১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।

কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥ ৪-১৫

এইরূপ জানিয়া (অর্থাৎ আত্মাকে অকর্তা, অভোক্তা মনে করিয়া) পূর্ববর্তী মোক্ষাভিলাষিগণ কর্ম করিয়াছেন ; তুমিও পূর্ববর্তিগণের পূর্ব পূর্ব কালে আচরিত কর্মসকল কর। ৪-১৫

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।

তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ৪-১৬

কর্ম কি, কর্মশূন্যতাই বা কি, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও মোহ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। অতএব কর্ম কি, (এবং অকর্ম কি) তাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা জানিলে অশুভ হইতে (সংসারবন্ধন হইতে) মুক্ত হইবে। ৪-১৬

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।

অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥ ৪-১৭

বিহিত কর্মেরও বুঝিবার বিষয় আছে, বিকর্ম বা অবিহিত কর্মেরও বুঝিবার বিষয় আছে, অকর্ম বা কর্মত্যাগ সম্বন্ধেও বুঝিবার বিষয় আছে ; কেননা কর্মের গতি (তত্ত্ব) দুর্জ্ঞেয় (পরের শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। ৪-১৭

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ ৪-১৮

যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনি যোগী, তিনি সর্বকর্মকারী। ৪-১৮

BANGLADARSHAN.COM

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ৪-১৯

যাঁহার সমস্ত কর্মচেষ্টাই ফলতৃষ্ণা ও কর্তৃত্বাভিমান-বর্জিত, সুতরাং যাঁহার কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তিকে জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। ৪-১৯

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।

কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ৪-২০

যিনি কর্মে ও কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি সদা আপনাতেই পরিতৃপ্ত, যিনি কোন প্রয়োজনে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না (অর্থাৎ তাঁহার কর্ম অকর্মে পরিণত হয়)। ৪-২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪-২১

যিনি কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত, যিনি সর্বপ্রকার দান উপহারাদি গ্রহণ বর্জন করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি কেবল শরীরদ্বারা কর্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হন না। (কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না)। ৪-২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে॥ ৪-২২

যিনি প্রার্থনা ও বিশেষ চেষ্টা না করিয়া যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, মাৎসর্যশূন্য সুতরাং বৈরবিহীন, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম করিয়াও কর্মফলে আবদ্ধ হন না। ৪-২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ৪-২৩

যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, রাগদ্বেষাদি-মুক্ত, যাঁহার চিত্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিবিষ্ট বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত, যিনি যজ্ঞার্থ (অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ যজ্ঞস্বরূপ) কর্ম করেন, তাঁহার কর্মসকল ফলসহ বিনষ্ট হইয়া যায়, ঐ কর্মের কোন সংস্কার থাকে না (অর্থাৎ তাহার কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না)। ৪-২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ৪-২৪

অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ কর্মে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন। ৪-২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।

ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ৪-২৫

অন্য কোন কোন যোগিগণ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অপর কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে (পূর্বোক্ত ব্রহ্মার্পণরূপ) যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন (অর্থাৎ সর্বকর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করেন)। ৪-২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ৪-২৬

BANGLADARSHAN.COM

অন্যে সংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে রূপরসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করেন, ইহার নাম সংযমযজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্য। অন্যে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহকে আহুতি দেন – অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তিনি রাগদ্বেষশূন্যচিত্তে অনাসক্তভাবে থাকেন। মুমুক্ষু নির্লিপ্ত সংসারীরা এই যজ্ঞ করেন ; ইহাকে বলা যায় ইন্দ্রিয়যজ্ঞ। ৪-২৬

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ৪-২৭

অন্য কেহ (ধ্যানযোগিগণ) সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম ও সমস্ত প্রাণকর্মকে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রদীপিত আত্মসংযম বা সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে হোম করেন অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ইহাদের সমস্ত কর্ম নিরোধ করিয়া আত্মানন্দসুখে মগ্ন থাকেন। ইহার নাম আত্মসংযম বা সমাধি-যজ্ঞ। ৪-২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৪-২৮

কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ যোগরূপ যজ্ঞ করেন, কোন কোন দৃঢ়ব্রত যতিগণ বেদাভ্যাসরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বেদার্থপরিজ্ঞানরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ৪-২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥৪-২৯

আবার অন্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি প্রদান করেন, [কেহ কেহ] প্রাণে অপানের আহুতি দেন, অপর কেহ পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণে আহুতি দেন। ৪-২৯

সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥ ৪-৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৪-৩১

এই যজ্ঞবিদ্‌গণ সকলেই যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন ; যাঁহারা অমৃতস্বরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যে কোনরূপ যজ্ঞই করে না, তাহার ইহলোকই নাই, পরলোক ত দূরের কথা (অর্থাৎ ইহলোকেই তাহার কোন সুখ হয় না, পরলোকে আর কি হইবে ?)। ৪-৩০-৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।

কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৪-৩২

এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মের মুখে বিস্তৃত (বিহিত) আছে, এ সকলই কর্মজ অর্থাৎ কায়িক, বাচিক বা মানসিক এই তিন প্রকার কর্ম হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিও ; এইরূপ জানিলে মুক্তিলাভ করিবে। ৪-৩২

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।

সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৪-৩৩

হে পরন্তপ, দ্রব্যসাধ্য দৈবযজ্ঞাদি হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; কেননা, ফল-সহিত সমস্ত কর্ম নিঃশেষে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। ৪-৩৩

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৪-৩৪

BANGLADARSHAN.COM

গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণামদ্বারা, নানা বিষয় প্রশ্নদ্বারা এবং গুরুসেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর, জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন। ৪-৩৪

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।

যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৪-৩৫

হে পাণ্ডব, যাহা জানিলে পুনরায় এরূপ (শোকাদি-জনিত) মোহ প্রাপ্ত হইবে না, যে জ্ঞানদ্বারা সমস্ত ভূতগ্রাম স্বীয় আত্মাতে এবং অনন্তর আমাতে দেখিতে পাইবে। ৪-৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।

সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৪-৩৬

যদি তুমি সমুদয় পাপী হইতেও অধিক পাপাচারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ তরণীদ্বারা সমুদয় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ৪-৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৪-৩৭

হে অর্জুন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তেমন জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্মরাশিকে ভস্মসাৎ করে। ৪-৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৪-৩৮

ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছু নাই। কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ সেই জ্ঞান কালসহকারে আপনিই অন্তরে লাভ করেন। ৪-৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৪-৩৯

যিনি শ্রদ্ধাবান্, একনিষ্ঠ সাধন-তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ পরম শান্তি লাভ করেন। ৪-৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪-৪০

অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই। ৪-৪০

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।

আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪-৪১

নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা যাঁহার কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়াছে, আত্মদর্শনরূপ জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ অপ্রমাদী আত্মবিদ্ পুরুষকে কর্মসকল আবদ্ধ করিতে পারে না অর্থাৎ তিনি কর্ম করিলেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না (তিনি জীবন্মুক্তস্বরূপ)। ৪-৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।

ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪-৪২

অতএব হে ভারত, অজ্ঞানজাত হৃদয়স্থ এই তোমার সংশয়রাশিকে আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর ; উঠ, যুদ্ধ কর। ৪-৪২

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্থ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ

জ্ঞানযোগ

তৃতীয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন, এই অব্যয় যোগ আমি আদি ক্ষত্রিয় রাজা বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলাম। এই যোগ কালে লুপ্ত হইয়াছিল, অদ্য সেই পুরাতন যোগ তোমাকে আমি বলিলাম। এই প্রসঙ্গে অর্জুনের প্রশ্নক্রমে শ্রীভগবান্ নিজ অবতার-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহ ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমার লীলাতত্ত্বের সম্যক্ অবধারণ করিলে মানবের কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী, সকাম-উপাসক, নিষ্কাম উপাসক যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। প্রকৃতিভেদ বশতইঃ সংসারে কর্মবৈচিত্র্য ও উপাসনা-পদ্ধতির বিভিন্নতা হয়। এই প্রকৃতিভেদ অনুসারেই আমি বর্ণভেদ বা কর্মভেদ করিয়াছি, তাহাতেই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি। আমি উহার কর্তা হইলেও উহাতে লিপ্ত হই না বলিয়া আমি অকর্তা। আমার এই নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতা বুঝিতে পারিলে মানুষ নিষ্কাম কর্মের মর্ম বুঝিতে পারে, তাহার কর্মও নিষ্কাম হয়। বস্তুতঃ যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, রাগদ্বেষাদিমুক্ত, যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত, তিনি ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ বা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করিলেও তাঁহার কর্মফলের সহিত নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, উহা বন্ধনের কারণ হয় না। এই ত্যাগমূলক কর্মকেই ‘যজ্ঞ’ বলে। অধিকারী ভেদে বিবিধ যজ্ঞের বা সাধনপদ্ধতির বিধান আছে। দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানের প্রয়োজন ও মাহাত্ম্য সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন, এই হেতু ইহার নাম জ্ঞানযোগ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

॥পঞ্চম অধ্যায়॥

॥সন্ন্যাসযোগ॥

॥অর্জুন উবাচ॥

সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।

যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ৫-১

অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, তুমি কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ উভয়ই বলিতেছ, এই উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর সেই একটি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। ৫-১

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ৫-২

শ্রীভগবান্ কহিলেন, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। ৫-২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৫-৩

হে মহাবাহো, যিনি কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, রাগ-দ্বেষও করেন না, তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী জানিও ; তাদৃশ রাগ-দ্বেষাদি-দ্বন্দ্বশূন্য শুদ্ধচিত্ত পুরুষ অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। ৫-৩

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৫-৪

অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না। ইহার একটি সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে উভয়ের ফল (মোক্ষ) লাভ হয়। ৫-৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।

একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫-৫

সাংখ্যগণ যে স্থান লাভ করেন কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে একরূপ দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী। ৫-৫

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।

যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৫-৬

হে মহাবাহো, কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ হয়, কিন্তু কর্মযোগযুক্ত সাধক অচিরেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৫-৬

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৫-৭

যিনি কর্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতের আত্মাই যাঁহার আত্মস্বরূপ, এরূপ সম্যগ্‌দর্শী পুরুষ কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হন না। ৫-৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৫-৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৫-৯

কর্মযোগে যুক্ত তত্ত্বদর্শী পুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কার্য করিয়াও মনে করেন, ইন্দ্রিয়সকলই ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি কিছুই করি না (ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম করিলেও কর্তৃত্বাভিমান-বর্জনহেতু তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না)। ৫-৮-৯

BANGLADARSHAN.COM

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৫-১০

যিনি ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম স্থাপনপূর্বক ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জলসংসৃষ্ট থাকিয়াও জলদ্বারা লিপ্ত হয় না। ৫-১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ৫-১১

কর্মযোগিগণ ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন। ৫-১১

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ৫-১২

নিষ্কাম কর্মযোগিগণ কর্মফল ত্যাগ করিয়া সর্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ স্থিরা শান্তি লাভ করেন। সকাম বহির্মুখ ব্যক্তিগণ কামনাবশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। ৫-১২

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥ ৫-১৩

জিতেন্দ্রিয় পুরুষ (কর্মযোগী) মনে মনে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বারযুক্ত দেহে সুখে বাস করেন, তিনি কিছু করেন না, অন্যকেও কিছু করান না। ৫-১৩

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ৫-১৪

প্রভু (আত্মা) লোকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কর্ম সৃষ্টি করেন না, সুখদুঃখরূপ কর্মফলসম্বন্ধও রচনা করেন না, কিন্তু প্রকৃতিই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ৫-১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ৫-১৫

সর্বব্যাপী আত্মা কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না ; অজ্ঞানকর্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জীব মোহপ্রাপ্ত হয়। ৫-১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।

তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ৫-১৬

কিন্তু যাহাদের আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের সেই আত্মজ্ঞান সূর্যবৎ পরম তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ সূর্য যেরূপ তমোনাশ করিয়া সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করেন, সেইরূপ আত্মজ্ঞান জীবের সমস্ত মোহ দূর করিয়া পরম পুরুষকে প্রকাশ করিয়া দেয়। ৫-১৬

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ৫-১৭

BANGLADARSHAN.COM

যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সেই পরম পুরুষেই নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাতেই যাঁহাদের আত্মভাব, তাঁহাতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা, তিনিই যাঁহাদের পরমগতি এবং অনুরক্তির বিষয়, তাঁহাদের আর পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না, কারণ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের সংসার-কারণ অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে। ৫-১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ৫-১৮

বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গো, হস্তী ও কুক্কুরে আত্মবিৎ পণ্ডিতগণ সমদর্শী। ৫-১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ৫-১৯

যাঁহাদিগের মন সাম্যে অবস্থিত অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বৈষম্য-রহিত, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই এই জনম-মরণরূপ সংসার অতিক্রম করেন ; যেহেতু, ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ, সুতরাং সেই সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৫-১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ৫-২০

ঈদৃশ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, সর্বপ্রকার মোহবর্জিত এবং এই ব্রহ্মেই অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে ভাবিত ; সুতরাং তিনি প্রিয়বস্তু লাভেও হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় সমাগমেও উদ্বিগ্ন হন না (তিনি শুভাশুভ, প্রিয়াপ্রিয় ইত্যাদি দ্বন্দ্ববর্জিত)। ৫-২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ৫-২১

বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত পুরুষ আত্মায় যে আনন্দ আছে তাহা লাভ করেন, তিনি অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করেন। ৫-২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ৫-২২

হে অর্জুন, বিষয়ভোগজনিত যে সকল সুখ, সে সকল নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু এবং আদি ও অন্তবিশিষ্ট (ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য), বিবেকী ব্যক্তি উহাতে রত হন না। ৫-২২

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ৫-২৩

যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্বে এই সংসারে থাকিয়াই কামক্রোধজাত বেগ প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী পুরুষ। ৫-২৩

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ৫-২৪

যাঁহার অন্তরে (আত্মাতেই) সুখ, যাঁহার অন্তরে (আত্মাতেই) আরাম ও শান্তি, যাঁহার অন্তরেই আলোক, সেই যোগী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ৫-২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৫-২৫

BANGLADARSHAN.COM

যাঁহারা নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত, সর্বভূতহিতে রত, সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। ৫-২৫

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ৫-২৬

কামক্রোধবিমুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মদর্শী যতিগণের ব্রহ্মনির্বাণ নিকটেই, চারিদিকেই বর্তমান, অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যেই বাস করেন। ৫-২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বর্হিবাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ৫-২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ৫-২৮

বাহ্যবিষয়সমূহ মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রুমধ্যে স্থাপন করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি সমান করিয়া, উহাদিগকে নাসামধ্যে রাখিয়া যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন এবং যিনি মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছাভয়ক্রোধবর্জিত ও আত্মমননশীল তিনি সর্বদাই মুক্ত। ৫-২৭-২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ৫-২৯

মুক্ত যোগিপুরুষ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যাসমূহের ভোক্তা সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্বলোকের সুহৃদ্ জানিয়া পরম শান্তি লাভ করেন। ৫-২৯

পঞ্চম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

সন্ন্যাসযোগ

এ পর্যন্ত শ্রীভগবান্ নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশপ্রসঙ্গে অনেক বার জ্ঞানেরও প্রশংসা করিয়াছেন। জ্ঞানেই সকল কর্মের পরিসমাপ্তি ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। ইহাতে সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানযোগের অনুশীলনই কর্তব্য, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ৪।৪২ শ্লোকে স্পষ্টই কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন ; সুতরাং অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কর্মত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া জ্ঞানযোগের অনুশীলন অথবা নিষ্কাম কর্ম-যোগের অনুশীলন ইহার মধ্যে যেটি শ্রেয়স্কর তাহাই আমাকে বল।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপদ। তন্মধ্যে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেও সন্ন্যাসেরই ফল পাওয়া যায় ; অধিকন্তু, উহাতে লোকরক্ষা বা বিশ্বকর্মও সম্পন্ন হয়। ফলাফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্তৃত্বাভিমান বর্জনপূর্বক নিষ্কামভাবে বিশ্বকর্ম সম্পন্ন করাই কর্মযোগ। যিনি এই যোগযুক্ত, তিনি অচিরে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

ঈদৃশ যোগযুক্ত তত্ত্বদর্শী পুরুষ ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম করিলেও কর্তৃত্বাভিমান বর্জনহেতু তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না। তাঁহার দেহাদি কর্ম করে বটে, কিন্তু তিনি ত দেহ নন, তিনি দেহী অর্থাৎ আত্মা ; আত্মা নির্লিপ্ত, তিনি কাহারও কর্তৃত্ব, কর্ম বা সুখ-দুঃখাদি কর্মফল সৃষ্টি করেন না, কাহারও পাপপুণ্যও গ্রহণ করেন না, কেননা তাঁহাতে শুভাশুভ পাপপুণ্যাদি দ্বন্দ্ব নাই। বদ্ধজীব কর্মের সহিত অহংবুদ্ধি (‘আমি করি’ এই ভাব) সংযোগ করে বলিয়াই পাপপুণ্যভোগী হয়, মোহপ্রাপ্ত হয়, আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারে না ; অহংবুদ্ধিই অজ্ঞান, উহা বিদূরিত হইলেই আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়।
আত্মার স্বাভাবিক নির্মল জ্ঞান ও আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ হৃদগত করিয়া তাঁহাকে সর্বলোকের মহেশ্বর ও সর্বভূতের সুহৃদ্ জানিয়া পরমা শান্তি লাভ করেন।

BANGLADARSHAN.COM

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ সন্ন্যাস ও কর্মযোগের তুলনা আলোচনা করা হইয়াছে, এই হেতু সাধারণতঃ ইহাকে সন্ন্যাসযোগ বলা হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

॥ষষ্ঠ অধ্যায়॥

॥অভ্যাসযোগ॥

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ৬-১

শ্রীভগবান্ বলিলেন, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। যিনি যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম ত্যাগ করিয়াছেন অথবা সর্ববিধ শারীরকর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি নহেন। ৬-১

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।

ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ৬-২

হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাই যোগ বলিয়া জানিও, কেননা, সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না। ৬-২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।

যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৬-৩

BANGLADARSHAN.COM

যোগে আরোহণেচ্ছু মুনির পক্ষে নিষ্কামকর্মই যোগ-সিদ্ধির কারণ, যোগারূঢ় হইলে চিত্তের সমতাই ব্রাহ্মীস্থিতিতে নিশ্চল থাকিবার কারণ। ৬-৩

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে।

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৬-৪

যখন সাধক সর্বসঙ্কল্প ত্যাগ করায় রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং কর্মে আসক্ত হন না, তখন তিনি যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হন। ৬-৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৬-৫

আত্মার দ্বারাই আত্মাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিবে না (নিম্নদিকে যাইতে দিবে না) ; কেননা, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। ৬-৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।

অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬-৬

যে আত্মাদ্বারা আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। অজিতাত্মার আত্মা শত্রুবৎ অপকারে প্রবৃত্ত হয়। ৬-৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৬-৭

জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষশূন্য ব্যক্তির পরমাত্মা শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, অথবা মান-অপমান প্রাপ্ত হইলেও সমাহিত থাকে (অর্থাৎ অবিচলিতভাবে আপন সম-শান্ত-স্বরূপে অবস্থান করে)। ৬-৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৬-৮

যাঁহার চিত্ত শাস্ত্রাদির উপদেশজাত জ্ঞান ও উপদিষ্ট তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিনি বিষয় সন্নিধানেও নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়, মৃৎপিণ্ড, পাষাণ ও সুবর্ণখণ্ডে যাঁহার সমদৃষ্টি, ঈদৃশ যোগীকে যুক্ত (যোগসিদ্ধ) বলে। ৬-৮

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৬-৯

সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকলের প্রতি যাঁহার সমান বুদ্ধি তিনিই প্রশংসনীয়, অর্থাৎ যিনি সর্ববিষয়ে সকলের প্রতি রাগদ্বেষশূন্য, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৬-৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ৬-১০

যোগী একাকী নির্জন স্থানে থাকিয়া সংযতদেহ, সংযতচিত্ত, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া চিত্তকে সতত সমাধি অভ্যাস করাইবেন। ৬-১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ৬-১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ৬-১২

BANGLADARSHAN.COM

পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করিবে ; আসন যেন অতি উচ্চ অথবা অতি নিম্ন না হয়। কুশের উপরে ব্যাঘ্রাদির চর্ম এবং তাহার উপর বস্ত্র পাতিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হয় ; সেই আসনে উপবেশন করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবে। ৬-১১-১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ৬-১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ৬-১৪

শরীর (মেরুদণ্ড), মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ও নিশ্চলভাবে রাখিয়া সুস্থির হইয়া আপনার নাসাগ্রবর্তী আকাশে দৃষ্টি রাখিবে, এদিক্ ওদিক্ তাকাইবে না ; (এইরূপে উপবেশন করিয়া) প্রশান্ত-চিত্ত, ভয়বর্জিত, ব্রহ্মচর্যশীল হইয়া মনঃসংযমপূর্বক মৎপরায়ণ মদগতচিত্ত হইয়া সমাধিস্থ হইবে। ৬-১৩-১৪

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ৬-১৫

পূর্বোক্ত প্রকারে নিরন্তর মনঃসমাধান করিতে করিতে মন একাগ্র হইয়া নিশ্চল হয়। এইরূপ স্থিরচিত্ত যোগী নির্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করেন। এই শান্তি আমাতেই স্থিতির ফল। ৬-১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।

ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ ৬-১৬

হে অর্জুন, কিন্তু যিনি অত্যধিক আহার করেন অথবা যিনি একান্ত অনাহারী, তাঁহার যোগ হয় না ; অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীলেরও যোগসমাধি হয় না। ৬-১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ৬-১৭

যিনি পরিমিতরূপ আহার-বিহার করেন, পরিমিতরূপ কর্মচেষ্টা করেন, পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখনিবর্তক হয়। ৬-১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ৬-১৮

যখন চিত্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই অবস্থিতি করে, তখন যোগী সর্বকামনাশূন্য হন। ঈদৃশ যোগী পুরুষই যোগসিদ্ধ বলিয়া কথিত হন। ৬-১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।

যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ৬-১৯

নির্বাত প্রদেশে স্থিত দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, আত্মবিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের উহাই দৃষ্টান্ত। ৬-১৯

BANGLADARSHAN.COM

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ৬-২০

যে অবস্থায় যোগাভ্যাসদ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত (সর্ববৃত্তিশূন্য, নিষ্ক্রিয়) হয় এবং যে অবস্থায় আত্মাদ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দেখিয়া পরিতোষ লাভ হয় (তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিও)। ৬-২০

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ৬-২১

ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য যে নিরতিশয় সুখ (আত্মানন্দ), যোগী যে অবস্থায় তাহাই অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে। ৬-২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ৬-২২

যে অবস্থা লাভ করিলে যোগী অন্য কোন লাভ ইহা অপেক্ষা অধিক সুখকর বলিয়া বোধ করেন না এবং যে অবস্থায় স্থিতি লাভ করিলে মহাদুঃখেও বিচালিত হন না (তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে)। ৬-২২

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥ ৬-২৩

এইরূপ অবস্থায় (চিত্তবৃত্তিনিরোধে) দুঃখসংযোগের বিয়োগ হয়, এই দুঃখবিয়োগই যোগশব্দবাচ্য। এই যোগ নির্বেদশূন্যচিত্তে অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্তব্য। ৬-২৩

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ৬-২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ৬-২৫

সঙ্কল্পজাত কামনাসমূহকে বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা (চক্ষুরাদি) ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া, ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা মন ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করিবে এবং এইরূপ নিরুদ্ধ মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া (আত্মাকারবিশিষ্ট করিয়া) কিছুই ভাবনা করিবে না। ৬-২৪-২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ৬-২৬

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, অতএব অস্থির হইয়া উহা যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে উহাকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতেই স্থির করিয়া রাখিবে। ৬-২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ৬-২৭

এইরূপ যোগসিদ্ধ পুরুষ চিত্তবিক্ষেপক রজোগুণবিহীন এবং চিত্তলয়ের কারণ তমোগুণ বর্জিত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করেন, ঈদৃশ প্রশান্তচিত্ত যোগীকে নির্মল সমাধি-সুখ আশ্রয় করে। ৬-২৭

BANGLADARSHAN.COM

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ৬-২৮

এইরূপে সদা মনকে সমাহিত করিয়া নিষ্পাপ হওয়ায় যোগী ব্রহ্মানুভবরূপ নিরতিশয় সুখ লাভ করেন। ৬-২৮

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬-২৯

এইরূপ যোগযুক্ত পুরুষ সর্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ৬-২৯

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬-৩০

যিনি আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং আমাতে সর্বভূত অবস্থিত দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। ৬-৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।

সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৬-৩১

যে যোগী সমত্ববুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন। ৬-৩১

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬-৩২

হে অর্জুন, সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, যে ব্যক্তি আত্মসাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী, সেই যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত। ৬-৩২

॥অর্জুন উবাচ॥

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।

এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৬-৩৩

অর্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন, তুমি এই যে সমত্বরূপ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, মন যেরূপ চঞ্চল তাহাতে এই সমত্বভাব স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ হয় না। ৬-৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৬-৩৪

হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপজনক, মহাশক্তিশালী (বিচারবুদ্ধি বা কোনরূপ মন্ত্রৌষধিরও অজেয়), দৃঢ় (লৌহবৎ কঠিন, অনমনীয়), এই হেতু আমি মনে করি বায়ুকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যেরূপ দুঃসাধ্য, মনকে নিরোধ করাও সেইরূপ দুষ্কর। ৬-৩৪

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬-৩৫

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, উহাকে নিরোধ করা দুষ্কর, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়। ৬-৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৬-৩৬

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই তাহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহাই আমার মত, কিন্তু বিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া সতত যত্ন করিলে চিত্ত বশীভূত হয় এবং যোগ লাভ হইতে পারে। ৬-৩৬

॥অর্জুন উবাচ॥

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৬-৩৭

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ, যিনি প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যত্নের শিথিলতাবশতঃ যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হওয়ায় যোগসিদ্ধি লাভে অসমর্থ হয়, তিনি কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হন ? ৬-৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৬-৩৮

হে মহাবাহো, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগমার্গে অকৃতকার্য হওয়াতে মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হন, এবং কাম্যকর্মের ত্যাগহেতু স্বর্গাদি হইতেও বঞ্চিত হন, সুতরাং ভোগ ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থদ্বয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় (মেঘখণ্ড যেমন মূল মেঘরাশি হইতে ছিন্ন হইয়া অপর মেঘরাশি প্রাপ্ত না হইলে মধ্যস্থলে বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ) নষ্ট হন না কি ? ৬-৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যু পপদ্যতে॥ ৬-৩৯

হে কৃষ্ণ, তুমি আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন করিয়া দাও, কেননা, তুমি ভিন্ন আমার এই সংশয়ের অপনেতা আর কেহ নাই। ৬-৩৯

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৬-৪০

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে কি পরলোকে কোথাও বিনাশ নাই। কারণ, হে বৎস, কল্যাণকর্মকারী পুরুষ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ৬-৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৬-৪১

যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যকর্মকারীদিগের প্রাপ্য স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহু বৎসর বাস করিয়া পরে সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৬-৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৬-৪২

BANGLADARSHAN.COM

পক্ষান্তরে যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান্ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। জগতে ঈদৃশ জন্ম অতি দুর্লভ (যেমন ব্যাসতনয় শুকদেবের)। ৬-৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৬-৪৩

হে কুরুনন্দন, যোগভ্রষ্ট পুরুষ সেই জন্মে পূর্বজন্মের অভ্যস্ত মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধি লাভ করেন এবং মুক্তিলাভের জন্য পুনর্বার যত্ন করেন। ৬-৪৩

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥ ৬-৪৪

তিনি অবশ হইয়াই পূর্বজন্মের যোগাভ্যাসজনিত শুভ-সংস্কারবশতঃ যোগমার্গে আকৃষ্ট হন। যিনি কেবল যোগের স্বরূপ-জিজ্ঞাসু, তিনিও বেদোক্ত কাম্যকর্মাদির ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন (যিনি যোগের স্বরূপ জানিয়া যোগাভ্যাস-পরায়ণ তাঁহার আর কথা কি ?)। ৬-৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৬-৪৫

সেই যোগী পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর যত্ন করেন, ক্রমে যোগাভ্যাসদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া বহু জন্মের চেষ্টায়, সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম গতি লাভ করেন। ৬-৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকা যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন॥ ৬-৪৬

যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত ; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। ৬-৪৬

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬-৪৭

যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদগতচিত্তে আমার ভজনা করেন, সকল যোগীর মধ্যে তিনিই আমার সহিত যোগে সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত, ইহাই আমার অভিমত অর্থাৎ ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ যোগীই শ্রেষ্ঠ সাধক। ৬-৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

অভ্যাসযোগ

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে সংক্ষেপে ধ্যানযোগের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে এই ধ্যানযোগের প্রক্রিয়া ও ধ্যানযোগীর লক্ষণ বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা কর্মযোগের অঙ্গস্বরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই কারণেই শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কর্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হয় না, কামনা ত্যাগই যোগের মূল কথা ; সুতরাং যিনি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন, তিনিও সন্ন্যাসী, তিনিও যোগী। যিনি বিষয়সন্নিধানেও নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় তাঁহাকেই যোগযুক্ত বলা যায়। সর্ববিষয়ে সমচিত্ততাই যোগের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

BANGLADARSHAN.COM

নির্জন পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করিয়া ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিবে। যোগাভ্যাসে প্রথমতঃ সর্বপ্রকার কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিবে। এই প্রকার যোগযুক্ত পুরুষ সর্বত্র সমদর্শন লাভ করিয়া আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন ; কিন্তু এই আত্মদর্শনই যোগের চরম ফল নয়, গীতোক্ত যোগী কেবল আত্মারাম নন, তিনি ভক্তোত্তম। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে যোগী সর্বভূতানুকম্পী হইয়া সতত সর্বভূতের হিত সাধনে রত থাকেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত।

চঞ্চল মনকে নিরোধ করা একান্ত দুঃসাধ বটে, কিন্তু দৃঢ় অভ্যাস ও তীব্র বৈরাগ্যদ্বারা উহা সাধন করা যায়। যোগীদের মধ্যে যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনিই শ্রেষ্ঠতম, প্রকৃত পক্ষে গীতোক্ত যোগী একাধারে আত্মজ্ঞানী, নিষ্কাম কর্মী ও পরম ভক্ত।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ধ্যানযোগ বা সমাধি-যোগের প্রক্রিয়া ও ধ্যানযোগীর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন- সংবাদে অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

॥সপ্তম অধ্যায়॥

॥জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ॥

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ৭-১

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ, তুমি আমাতে আসক্তচিত্ত এবং একমাত্র আমার শরণাপন্ন হইয়া যোগযুক্ত হইলে যেরূপে আমার সর্ববিভূতিসম্পন্ন সমগ্র স্বরূপ নিঃসংশয়ে জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর। ৭-১

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।

যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ৭-২

আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ মৎস্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান বিশেষরূপে বলিতেছি। উহা জানিলে শ্রেয়োমার্গে পুনরায় জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। ৭-২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৭-৩

BANGLADARSHAN.COM

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে হয় ত এক জন মদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করে। আবার, যাঁহারা যত্ন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন মনে করেন, তাঁহাদিগেরও সহস্রের মধ্যে হয়ত এক জন আমার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন। (অর্থাৎ যাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী বলে তাঁহাদিগেরও সহস্র জনের মধ্যে হয়ত এক জন আমার প্রকৃত স্বরূপ জানেন। উহা অতি গুহ্য বিষয়)। ৭-৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭-৪

ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এইরূপে আমার প্রকৃতি অষ্ট ভাগে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৭-৪

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৭-৫

এই পূর্বোক্ত অষ্টবিধা প্রকৃতি আমার অপরা প্রকৃতি। ইহা ভিন্ন জীবরূপা চেতনাত্মিকা আমার পরা প্রকৃতি আছে জানিও ; হে মহাবাহো, সেই পরা প্রকৃতি দ্বারা জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। ৭-৫

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৭-৬

সমস্ত ভূত এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও। সুতরাং আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ।
(সুতরাং আমি প্রকৃতপক্ষে জগতের কারণ)। ৭-৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭-৭

হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমার্থ-তত্ত্ব অন্য কিছু নাই ; সূত্রে মণিসমূহের ন্যায় সর্বভূতের অধিষ্ঠানস্বরূপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ রহিয়াছে। ৭-৭

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্যয়োঃ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৭-৮

হে কৌন্তেয়, জলে আমি রস, শশিসূর্যে আমি প্রভা, সর্ববেদে আমি ওঙ্কার, আকাশে আমি শব্দ, মনুষ্যমধ্যে আমি পৌরুষরূপে বিদ্যমান আছি। ৭-৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৭-৯

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতে জীবন, এবং তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপ। ৭-৯

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ৭-১০

হে পার্থ, আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও। আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজস্বরূপ। ৭-১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ৭-১১

BANGLADARSHAN.COM

হে ভরতর্ষভ, আমিই বলবান্‌দিগের কামরাগরহিত বল (অর্থাৎ স্বধর্মানুষ্ঠানসমর্থ সাত্ত্বিক বল) এবং প্রাণিগণের ধর্মের অবিরোধী কাম (অর্থাৎ দেহ-ধারণাদির উপযোগী শাস্ত্রানুমত বিষয়াভিলাষ)। ৭-১১

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।

মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭-১২

শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষদর্পলোভাদি রাজসিক ভাব, শোকমোহাদি তামসিক ভাব, এই সকলই আমা হইতে জাত। কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি (অর্থাৎ জীবের ন্যায় সেই সকলের অধীন নহি), কিন্তু সে সকল আমাতে আছে (অর্থাৎ তাহারা আমার অধীন)। ৭-১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭-১৩

এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা (সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা) সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, এ-সকলের অতীত অক্ষয় আনন্দস্বরূপ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না। ৭-১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭-১৪

এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার মায়া নিতান্ত দুস্তরা। যাঁহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করেন, তাঁহারাই কেবল এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ৭-১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ৭-১৫

পাপকর্মপরায়ণ বিবেকশূন্য নরাধমগণ মায়াদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া আসুর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে ভজনা করে না। ৭-১৫

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ৭-১৬

হে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন, যে সকল সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা চতুর্বিধ আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। ৭-১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ৭-১৭

ইঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তিনি সতত আমাতেই যুক্তচিত্ত এবং একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান্। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়। ৭-১৭

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ৭-১৮

ইঁহারা সকলেই মহান্। কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, ইহাই আমার মত ; যেহেতু, মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্বোৎকৃষ্ট গতি যে আমি, সেই আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ৭-১৮

BANGLADARSHAN.COM

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭-১৯

জ্ঞানী ভক্ত অনেক জন্মের পর ‘বাসুদেবই সমস্ত’ এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন ; এইরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ। ৭-১৯

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ৭-২০

(স্ত্রী-পুত্র ধনমানাদি বিবিধ) কামনাদ্বারা যাহাদের বিবেক অপহৃত হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ কামনা-কলুষিত স্বভাবের বশীভূত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতাদের আরাধনায় ব্রতোপবাসাদি যে সকল নিয়ম আছে, তাহা পালন করিয়া অন্য দেবতার ভজনা করিয়া থাকে। (আমার ভজনা করে না)। ৭-২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ৭-২১

যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে যে যে দেবমূর্তি অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি (অন্তর্যামিরূপে) সে সকল ভক্তের সেই সেই দেবমূর্তিতে ভক্তি অচলা করিয়া দেয়। ৭-২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ৭-২২

সেই দেবোপাসক মৎবিহিত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবমূর্তির অর্চনা করিয়া থাকে এবং সেই দেবতার নিকট হইতে নিজ কাম্যবস্তু লাভ করিয়া থাকে, সেই সকল আমাকর্তৃকই বিহিত (কেননা সেই সকল দেবতা আমারই অঙ্গস্বরূপ)। ৭-২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ৭-২৩

কিন্তু অল্পবুদ্ধি সেই দেবোপাসকগণের আরাধনালব্ধ ফল বিনাশশীল ; দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন। ৭-২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ৭-২৪

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ না জানায় অব্যক্ত আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যবৎ ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে। ৭-২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ৭-২৫

আমি যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। অতএব মূঢ় এই সকল লোক জন্মমরণরহিত আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। ৭-২৫

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ ৭-২৬

হে অর্জুন, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান পদার্থকে জানি। কিন্তু আমাকে কেহই জানে না। ৭-২৬

BANGLADARSHAN.COM

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ৭-২৭

হে ভারত, হে পরন্তপ, সৃষ্টিকালে অর্থাৎ স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলেই প্রাণিগণ রাগদ্বেষজনিত শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বকর্তৃক মোহ প্রাপ্ত হইয়া হতজ্ঞান হয়। (সুতরাং আমাকে জানিতে পারে না)। ৭-২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।

তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ৭-২৮

কিন্তু পুণ্যকর্ম দ্বারা যাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই সকল দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্ত ধীরব্রত ব্যক্তি আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন। ৭-২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।

তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥ ৭-২৯

যাঁহারা আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যত্ন করেন, তাঁহারা সেই সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্মবিষয় এবং সমস্ত কর্মতত্ত্ব অবগত হন। ৭-২৯

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।

প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৭-৩০

যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে (অর্থাৎ আমার এই সকল বিভিন্ন বিভাবসহ সমগ্র আমাকে) জানেন, সেই সকল ব্যক্তি আমাতে আসক্তচিত্ত হওয়ায় মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন ; মরণকালে মূর্ছিত হইয়াও আমাকে বিস্মৃত হন না। সুতরাং মদ্ভভক্তগণের মুক্তিলাভের কোন বিঘ্ন নাই। ৭-৩০

সপ্তম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে, যোগিগণের মধ্যে যিনি মদগতচিত্তে আমাকে ভজনা করেন, তিনিই যুক্ততম। এই আমি কে ? তাঁহার সমগ্র স্বরূপ কি ? কি ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করিতে হয়, ভজনা করিতে হয়, সেই সকল গূঢ় রহস্য এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বলা হইয়াছে।

পরমেশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব বর্ণন আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমার দুই প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি। আমার অপরা প্রকৃতি বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-এই অষ্ট ভাগে বিভক্ত। আমার পরা প্রকৃতি জীবভূতা। উহাই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে। যাহারা আমার শরণাপন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই সুদুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে পারে। চতুর্বিধ সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী।

ইঁহাদিগের মধ্যে আমার জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। আবার অনেকে স্ত্রী-পুত্র, ধন, মানাদি কামনা করিয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে। সেই দেবতাগণ আমারই অঙ্গস্বরূপ। সেই দেবতাগণের নিকট হইতে তাহারা যে কাম্যবস্তু লাভ করিয়া থাকে, তাহা আমিই দিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদের সেই আরাধনালব্ধ ফল বিনাশশীল। যাঁহারা মদগতচিত্ত হইয়া জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যত্ন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞস্বরূপ আমার বিভিন্ন স্বরূপ জানিতে পারেন এবং মৃত্যুকালেও আমাকে স্মরণ করিয়া সদগতি লাভ করেন।

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের স্বরূপ (জ্ঞান) এবং উহা অনুভবের উপায় (বিজ্ঞান) এই দুই বিষয় প্রধানতঃ আলোচনা করা হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ বলে।

BANGLADARSHAN.COM

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

॥অষ্টম অধ্যায়॥

॥অক্ষরব্রহ্ম-যোগ॥

॥অর্জুন উবাচ॥

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ৮-১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ৮-২

অর্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম কি ? কর্ম কি ? অধিভূত কাহাকে বলে আর অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ? অধিযজ্ঞ কি ? এ দেহে তিনি কি প্রকারে চিন্তনীয় ? হে মধুসূদন, অন্তকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কিরূপে তোমাকে জানিতে পারেন ? ৮-১-২

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৮-৩

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীভগবান্ কহিলেন, পরম অক্ষর যে বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম ; স্বভাবই অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়। আর ভূতগণের উৎপত্তিকারক যে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ (অথবা, মতান্তরে সৃষ্টি ব্যাপার) তাহাই কর্মশব্দবাচ্য। ৮-৩

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৮-৪

হে নরশ্রেষ্ঠ, বিনাশশীল দেহাদি বস্তুই অধিভূত ; পুরুষই অধিদৈবত। এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ। ৮-৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৮-৫

যিনি অন্তকালেও আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই। ৮-৫

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৮-৬

যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তকালে দেহত্যাগ করেন, হে কৌন্তেয়, তিনি সর্বদা সেই ভাবে তন্ময়চিত্ত থাকায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হন। ৮-৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৮-৭

অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর (স্বধর্ম পালন কর), আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিশ্চিতই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৮-৭

অভ্যাসযোগ-যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮-৮

হে পার্থ, চিত্তকে অন্য বিষয়ে যাইতে না দিয়া পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা উহাকে স্থির করিয়া সেই দিব্য পরমপুরুষের ধ্যান করিতে থাকিলে সাধক সেই পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। ৮-৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৮-৯
প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৮-১০

সেই পরমপুরুষ, সর্বজ্ঞ, অনাদি, সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যবৎ স্বপর-প্রকাশক, প্রকৃতির অতীত, যিনি মৃত্যুকালে মনকে একাগ্র করিয়া ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ভ্রুযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৮-৯-১০

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ৮-১১

বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, অনাসক্ত যোগিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করেন, সেই পরম পদ প্রাপ্তির উপায় সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি। ৮-১১

BANGLADARSHAN.COM

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ৮-১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৮-১৩

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া (ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া), মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া, প্রাণকে ভ্রুযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া, আত্মসমাধিরূপ যোগে অবস্থিত হইয়া, ওঁ এই ব্রহ্মাত্মক একাক্ষর উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ৮-১২-১৩

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮-১৪

যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া চিরদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুখলভ্য। ৮-১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ৮-১৫

পূর্বোক্ত মদ্‌ভক্তগণ আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। যেহেতু তাঁহারা (মৎপ্রাপ্তিস্বরূপ) পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। ৮-১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮-১৬

হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক হইতেই লোকসকল ফিরিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ৮-১৬

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।

রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ৮-১৭

মনুষ্যের গণনায় চতুর্যুগসহস্র পর্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি দিন এবং ঐরূপ চতুর্যুগসহস্র পর্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি রাত্রি, ইহা যাঁহারা জানেন তাঁহারাই প্রকৃত অহোরাত্রবেত্তা অর্থাৎ দিবারাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব জানেন। ৮-১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ৮-১৮

ব্রহ্মার দিবসের আগমে অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে সকল ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়। আবার রাত্রিসমাগমে সেই অব্যক্ত কারণেই লয়প্রাপ্ত হয়। ৮-১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।

রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ৮-১৯

হে পার্থ, এই সেই ভূতগণই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয়প্রাপ্ত হয়, দিবাসমাগমে আবার অবশ ভাবে (অর্থাৎ স্ব স্ব কর্মের বশীভূত হইয়া) প্রভবতি (প্রাদুর্ভূত হয়)। ৮-১৯

BANGLADARSHAN.COM

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ৮-২০

কিন্তু সেই অব্যক্তেরও (প্রকৃতির) অতীত যে নিত্য অব্যক্ত পদার্থ আছেন, তিনি সকল ভূতের বিনাশ হইলেও বিনষ্ট হন না। ৮-২০

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৮-২১

যাহা অব্যক্ত অক্ষর নামে কথিত হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠ গতি বলে, যাহা পাইলে পুনরায় ফিরিতে হয় না, তাহাই আমার পরম স্থান বা স্বরূপ ; (অর্থাৎ আমিই পরম গতি, তদ্‌ভিন্ন জন্ম অতিক্রম করিবার উপায় নাই)। ৮-২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ৮-২২

হে পার্থ, সকল ভূতই যাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহাদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই পরম পুরুষকে একমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই লাভ করা যায়, আর কিছুতে নহে। ৮-২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ৮-২৩

হে ভরতর্ষভ, যে কালে (মার্গে) গমন করিলে যোগিগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না এবং যে কালে (মার্গে) গমন করিলে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন, তাহা বলিতেছি। ৮-২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ৮-২৪

অগ্নির্জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস, এই সময় (এই দেবতাগণের লক্ষিত পথে গমন করিয়া) ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৮-২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ ৮-২৫

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এই সময়ে অর্থাৎ এই সকল দেবতাগণের লক্ষিত পথে গমন করিয়া কর্মী পুরুষ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় কর্মফল ভোগ করতঃ পুনরায় সংসারে পুনরাবৃত্ত হন। ৮-২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥ ৮-২৬

জগতের শুক্ল (প্রকাশময়) ও কৃষ্ণ (অন্ধকারময়) এই দুইটি পথ অনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ। একটি দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, অপরটি দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয়। ৮-২৬

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ৮-২৭

হে অর্জুন, (মোক্ষ ও সংসার-প্রাপক) এই মার্গদ্বয় অবগত হইয়া যোগী পুরুষ মোহগ্রস্থ হন না (সংসার-প্রাপক কাম্য কর্মে লিপ্ত হন না, মোক্ষ-প্রাপক মার্গ অবলম্বন করেন), অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্বদা যোগযুক্ত হও, ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত কর। ৮-২৭

BANGLADARSHAN.COM

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।

অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ৮-২৮

বেদাভ্যাসে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানাদিতে যে সকল পুণ্যফল নির্দিষ্ট আছে, এই তত্ত্ব জানিয়া যোগী পুরুষ সে সকল অতিক্রম করেন এবং উৎকৃষ্ট আদ্যস্থান (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। ৮-২৮

অষ্টম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

অক্ষরব্রহ্ম-যোগ

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমার আশ্রিত ভক্তগণের ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব অধিগত হয় এবং অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহ আমাকে জানিলে, মৃত্যুকালেও আমার বিস্মরণ হয় না। এক্ষণ অর্জুন এই তত্ত্বগুলি কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই, আমার নির্গুণ অক্ষর ভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব ; নানা বিভূতিসম্পন্ন বিশ্বস্রষ্টারূপে আমার যে সগুণ-স্বভাব বা বিভাব তাহাই অধ্যাত্মতত্ত্ব, বিশ্বসৃষ্টিই আদি কর্মতত্ত্ব, আমার সৃষ্ট ভূতপ্রপঞ্চই অধিভূত, ভূতসমূহে অধিষ্ঠানচৈতন্যরূপে বর্তমান পুরুষই অধিদৈবত, উহাও আমিই। সৃষ্টিরক্ষার্থ জীবের যে কর্ম তাহাই যজ্ঞ এবং আমিই অধিযজ্ঞরূপে উহার নিয়ন্তা ও ফলভোক্তা (৩-৪)। বস্তুতঃ এ সকলই আমি, জীবের কর্মও আমারই কর্ম, আমাকে জানিলে এ সকলই জানা যায়, এইরূপে সমগ্র আমাকে জানিলেই মুক্তি হয়।

এই প্রসঙ্গে অর্জুন আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মৃত্যুকালে ভগবান্‌কে কিরূপে স্মরণ করিয়া সদগতি লাভ করা যায়। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, মৃত্যুকালে যে যে-ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং আমাকে স্মরণ করিয়া প্রস্থান করিলে আমাকেই পাইবে। চিরজীবন আমার স্মরণ-মনন অভ্যস্ত না হইলে মৃত্যুকালে আমার স্মরণ হয় না, সুতরাং সর্বদাই আমাকে চিন্তা করিবে এবং যুদ্ধাদি স্বধর্মানুষ্ঠানও করিবে। তাহা হইলে সদগতি লাভ সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা নাই।

যিনি মৃত্যুকালে মনকে একাগ্র করিয়া যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ভ্রুযুগলের মধ্যে ধারণপূর্বক ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া এবং মনকে নিরুদ্ধ করিয়া সেই অক্ষর পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনিই সদগতি লাভ করেন। আমার যে ভক্ত অনন্যচিত্তে সতত আমাকে স্মরণ করেন, আমি তাঁহার পক্ষে সুখলভ্য হই। ব্রহ্মলোক হইতেও লোকের পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম করেন, তাঁহাদেরও পুণ্যক্ষয়ে তথা হইতে পুনরায় সংসারে ফিরিতে হয়। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহারা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রহ্মোপাসনা ও মৃত্যুকালেও ব্রহ্মচিন্তার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, এই জন্য ইহাকে অক্ষরব্রহ্ম যোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অক্ষরব্রহ্ম-যোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

BANGLADARSHAN.COM

॥নবম অধ্যায়॥

॥রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ॥

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ৯-১

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তুমি অসূয়াশূন্য, দোষদর্শী নও। তোমাকে এই অতি গুহ্য বিজ্ঞানসহিত ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান বলিতেছি, ইহা জ্ঞাত হইলে তুমি সংসারদুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। ৯-১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥ ৯-২

ইহা রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য অর্থাৎ সকল বিদ্যা ও গুহ্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; ইহা সর্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র, সর্বধর্মের ফলস্বরূপ, প্রত্যক্ষ বোধগম্য। সুখসাধ্য এবং অক্ষয় ফলপ্রদ। ৯-২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৯-৩

BANGLADARSHAN.COM

হে পরন্তপ, এই ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ আমাকে পায় না। তাহারা মৃত্যুময় সংসার-পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ৯-৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৯-৪

আমি অব্যক্তস্বরূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত, আমি কিন্তু তৎসমুদয়ে অবস্থিত নহি। ৯-৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৯-৫

তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর। এই ভূতসকলও আমাতে স্থিতি করিতেছে না ; আমি ভূতধারক ও ভূতপালক, কিন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহি। ৯-৫

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৯-৬

যেমন সর্বত্র গমনশীল মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত, ইহা জানিও। ৯-৬

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৯-৭

হে কৌন্তেয়, কল্পের শেষে (প্রলয়ে) সকল ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে আসিয়া বিলীন হয় এবং কল্পের আরম্ভে ঐ সকল পুনরায় আমি সৃষ্টি করি। ৯-৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৯-৮

আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়া স্বীয় স্বীয় প্রাক্তনকর্মনিমিত্ত স্বভাববশে জন্মমৃত্যু-পরবশ ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি। ৯-৮

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥ ৯-৯

হে ধনঞ্জয়, আমাকে কিন্তু সেই সকল কর্ম আবদ্ধ করিতে পারে না। কারণ, আমি সেই সকল কর্মে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত। ৯-৯

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ততে॥ ৯-১০

হে কৌন্তেয়, আমার অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করে, এই হেতুই জগৎ (নানারূপে) বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৯-১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯-১১

অবিবেকী ব্যক্তিগণ সর্বভূত-মহেশ্বর স্বরূপ আমার পরম ভাব না জানিয়া মনুষ্য-দেহধারী বলিয়া আমার অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ৯-১১

BANGLADARSHAN.COM

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ৯-১২

এই সকল বিবেকহীন ব্যক্তি বুদ্ধিভ্রংশকরী তামসী ও রাজসী প্রকৃতির বশে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ; উহাদের আশা ব্যর্থ, কর্ম নিষ্ফল, জ্ঞান নিরর্থক এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত। ৯-১২

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ৯-১৩

কিন্তু হে পার্থ, সাত্ত্বিকী প্রকৃতি-প্রাপ্ত মহাত্মগণ অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে সর্বভূতের কারণ এবং অব্যয়স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন। ৯-১৩

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ৯-১৪

তাঁহারা যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত হইয়া ভক্তিপূর্বক সর্বদা আমার কীর্তন এবং বন্দনা করিয়া নিত্য সমাহিত চিত্তে আমার উপাসনা করেন। ৯-১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ৯-১৫

কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করেন। কেহ কেহ অভেদ ভাবে (অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকের অভেদ চিন্তাদ্বারা), কেহ কেহ পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ (দাস্যাদি ভাবে), কেহ কেহ সর্বময় সর্বাত্মা আমাকে নানাভাবে (অর্থাৎ ব্রহ্মা রুদ্রাদি নানা দেবতারূপে) উপাসনা করেন। ৯-১৫

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ স্বধাহমহমৌষধম্।

মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ৯-১৬

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি হোমাদি-সাধন ঘৃত, আমি অগ্নি, আমিই হোম। ৯-১৬

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ৯-১৭

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ ; যাহা কিছু জ্ঞেয় এবং পবিত্র বস্তু তাহা আমি। আমি ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ স্বরূপ। ৯-১৭

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ৯-১৮

আমি গতি, আমি ভর্তা, আমি প্রভু, আমি শুভাশুভ-দ্রষ্টা, আমি স্থিতি-স্থান, আমি রক্ষক, আমি সুহৃৎ, আমি স্রষ্টা, আমি সংহর্তা, আমি আধার, আমি লয়স্থান এবং আমিই অবিনাশী বীজস্বরূপ। ৯-১৮

তপাম্যহমং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ৯-১৯

BANGLADARSHAN.COM

হে অর্জুন, আমি (আদিত্যরূপে) উত্তাপ দান করি, আমি ভূমি হইতে জল আকর্ষণ করি, আমি পুনর্বার জল বর্ষণ করি ; আমি জীবের জীবন, আমিই জীবের মৃত্যু ; আমি সৎ (অবিনাশী অব্যক্ত আত্মা), আমিই অসৎ নশ্বর ব্যক্ত জগৎ। ৯-১৯

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ৯-২০

ত্রিবেদোক্ত যজ্ঞাদি-কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া যজ্ঞশেষে সোমরস পানে নিষ্পাপ হন এবং স্বর্গলাভকামনা করেন, তাঁহারা পবিত্র স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া দিব্য দেবভোগসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। ৯-২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালাং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ৯-২১

তাঁহারা তাঁহাদের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে কামনাভোগ-পরবশ এই ব্যক্তিগণ যাগযজ্ঞাদি বেদোক্ত ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন। ৯-২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯-২২

অনন্যচিত্ত হইয়া আমার চিন্তা করিতে করিতে যে ভক্তগণ আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সমস্ত ভক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তুর সংস্থান এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণ করিয়া থাকি। ৯-২২

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ ৯-২৩

হে কৌন্তেয়, যাহারা অন্য দেবতায় ভক্তিমান্ হইয়া শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে তাঁহাদের পূজা করে, তাহারাও আমাকেই পূজা করে, কিন্তু অবিধিপূর্বক অর্থাৎ যাহাতে সংসার-নিবর্তক মোক্ষ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে তাহা না করিয়া। ৯-২৩

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাঽতশ্চ্যবন্তি তে॥ ৯-২৪

আমিই সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা। কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থরূপে জানে না বলিয়া সংসারে পতিত হয়। ৯-২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ ৯-২৫

ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যাঁহারা পিতৃগণের পূজা করেন তাঁহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, যাঁহারা যক্ষরক্ষাদি ভূতগণের পূজা করেন তাঁহারা ভূতলোক প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা আমাকে পূজা করেন তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৯-২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯-২৬

যিনি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু ভক্তিপূর্বক দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া থাকি। ৯-২৬

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯-২৭

BANGLADARSHAN.COM

হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাকে অর্পণ করিও। ৯-২৭

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ৯-২৮

এইরূপ সর্বকর্ম আমাতে সমর্পণ করিলে শুভাশুভ কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ-রূপ যোগে যুক্ত হইয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ৯-২৮

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯-২৯

আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সে সকল ভক্তেই অবস্থান করি। ৯-২৯

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৯-৩০

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত (অনন্য-ভজনশীল) হইয়া আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে। যেহেতু তাহার অধ্যবসায় উত্তম। ৯-৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৯-৩১

ঈদৃশ দুরাচার ব্যক্তি শীঘ্র ধর্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে ; হে কৌন্তেয়, তুমি সর্বসমক্ষে নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে, আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না। ৯-৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৯-৩২

হে পার্থ, স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র অথবা যাঁহারা পাপযোনিসম্ভূত অন্ত্যজ জাতি, তাঁহারাও আমার আশ্রয় লইলে নিশ্চয়ই পরমগতি প্রাপ্ত হন। ৯-৩২

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৯-৩৩

পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ যে পরম গতি লাভ করিবেন তাহাতে আর কথা কি আছে ? অতএব তুমি (এই রাজর্ষি-দেহ লাভ করিয়া) আমার আরাধনা কর। কারণ এই মর্ত্যলোক অনিত্য এবং সুখশূন্য। ৯-৩৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৯-৩৪

তুমি সর্বদা মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমাতে ভক্তিমান্ হও, আমার পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে মন সমাহিত করিতে পারিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ৯-৩৪

নবম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

BANGLADARSHAN.COM

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ

অষ্টম অধ্যায়ে পরমেশ্বরের নির্গুণ অক্ষর স্বরূপের বর্ণনা আছে এবং ভক্তিদ্বারাই সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায় ইহাও বলা হইয়াছে (৮।২২), কিন্তু অক্ষর ব্রহ্ম কিরূপে ভক্তির বিষয় হইতে পারে তাহা স্পষ্টীকৃত করা হয় নাই। এই অধ্যায়ে সেই ভক্তিযোগই বিস্তারিত উপদেশ করিবেন বলিয়া প্রথমেই শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, ইহা সুখসাধ্য এবং প্রত্যক্ষাবগম্য, ইহাই সর্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ, সর্বগুহ্যতম বিদ্যা।

এই ভক্তিতত্ত্বের অবতারণার পূর্বে শ্রীভগবান্ আপনার নির্গুণ-সগুণ স্বরূপ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আমি অব্যক্ত মূর্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছি, আমি নির্গুণ নিঃসঙ্গ বলিয়া কিছুতেই লিপ্ত নহি অথচ আমি প্রকৃতি দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করি, আমিই সর্বভূতমহেশ্বর, আমি জীবের “গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।” আমার যে সকল ভক্ত অনন্যমনে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহাদের যোগক্ষেম অর্থাৎ দেহাদি রক্ষার্থ প্রয়োজনিয় যাহা কিছু আমিই নির্বাহ করিয়া থাকি, তজ্জন্য যাগযজ্ঞাদি বা দেবতাদির আরাধনার প্রয়োজন হয় না।

আমার পূজার্চনায় বহুব্যয়সাধ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই। আমার ভক্ত ভক্তিসহ আমাকে যাহা অর্পণ করেন আমি তাহাই গ্রহণ করি। আমার ভক্ত যাহা কিছু করেন সমস্তই আমাতে অর্পণ করেন। এইরূপ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করিলে তাহাতে কর্মবন্ধন হয় না। আমার নিকট পাপী ও পুণ্যবানে পার্থক্য নাই। উচ্চনীচ সকলেই আমার কৃপা সমানভাবে লাভ করিতে পারে। অতএব তুমি আমাতে ভক্তিমান্ হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা এবং বিস্তারিত রূপে ভক্তিমার্গের আলোচনা করা হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ বলা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

॥দশম অধ্যায়॥

॥বিভূতি-যোগ॥

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।

যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১০-১

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো, তুমি আমার বাক্য শ্রবণে প্রীতি লাভ করিয়াছ, আমি তোমার হিতার্থ পুনরায় উৎকৃষ্ট কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ১০-১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥ ১০-২

কি দেবগণ, মহর্ষিগণ, কেহই আমার প্রভাব বা উৎপত্তির বিষয় জ্ঞাত নহেন। কেননা আমি দেব ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারেই আদিকারণ। ১০-২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০-৩

BANGLADARSHAN.COM

যিনি জানেন যে আমার আদি নাই, জন্ম নাই, আমি সর্বলোকের মহেশ্বর, মনুষ্যমধ্যে তিনি মোহশূন্য হইয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন। ১০-৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।

সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ ১০-৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥ ১০-৫

বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্তব্য বিষয়ে অব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, রাগদ্বেষাদি বিষয়ে সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপঃ, দান এবং যশ ও অযশ, প্রাণিগণের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব (অবস্থা) আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০-৪-৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।

মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ১০-৬

ভৃগু প্রভৃতি সপ্তমহর্ষি, তাঁহাদের পূর্ববর্তী চারি জন মহর্ষি (অথবা সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ) এবং স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ, ইঁহারা সকলেই আমার মানসজাত এবং আমার জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিসম্পন্ন ; জগতের সকল প্রজা তাঁহাদিগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ১০-৬

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০-৭

যিনি আমার এই বিভূতি (ভৃগু-মন্বাদি) এবং যোগৈশ্বর্য যথার্থরূপে জানেন, তিনি মৎভক্তিলক্ষণ স্থির যোগ লাভ করেন এবং আমাতেই সমাহিতচিত্ত হন, তাহাতে সংশয় নাই। ১০-৭

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ১০-৮

আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ। আমা হইতে সমস্ত প্রবর্তিত হয় ; বুদ্ধিমান্‌গণ ইহা জানিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া আমার ভজনা করেন। ১০-৮

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০-৯

যাঁহাদিগের চিত্ত আমাতেই অর্পিত, যাঁহার্দের প্রাণ মদ্‌গত (আমাকে ভিন্ন যাঁহারা প্রাণধারণে অসমর্থ), এইরূপ ভক্তগণ পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া এবং সর্বদা আমার কীর্তন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহাদের আর কোন অভাব থাকে না, সুতরাং তাঁহারা পরম প্রেমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ১০-৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০-১০

যাঁহারা সতত আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, সেই সকল ভক্তকে আমি ঈদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। ১০-১০

BANGLADARSHAN.COM

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০-১১

আমার সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁহাদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি। ১০-১১

॥অর্জুন উবাচ॥

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১০-১২

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১০-১৩

অর্জুন বলিলেন, (আপনি) তুমি পরব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ ও অসিত, দেবল এবং ব্যাস প্রভৃতি আপনাকে নিত্য-পুরুষ, স্বয়ংপ্রকাশ, আদিদেব, জন্মরহিত ও সর্বব্যাপী বিভু বলেন। তুমি স্বয়ংও আমাকে তাহাই বলিতেছ। ১০-১২-১৩

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১০-১৪

হে কেশব, তুমি যাহা আমাকে বলিতেছ সে সকল সত্য বলিয়া মানি ; কারণ, হে ভগবন্, কি দেব, কি দানব, কেহই তোমার প্রভাব (বা আবির্ভাবতত্ত্ব) জানেন না (আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য উহা কি বুঝিব ?)। ১০-১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১০-১৫

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, তুমি আপনি আপন জ্ঞানে আপন স্বরূপ জান। (তোমার স্বরূপ আর কেহ জানে না)। ১০-১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বংব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১০-১৬

তুমি যে যে বিভূতিদ্বারা সর্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ তাহা তুমিই বলিতে সমর্থ। সে সকল বিস্তৃতরূপে আমাকে কৃপাপূর্বক বল। ১০-১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১০-১৭

হে যোগিন্, কি প্রকারে সতত চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারি ? হে ভগবন্, আমি তোমাকে কোন্ কোন্ পদার্থে কি ভাবে চিন্তা করিব, তাহা বল। ১০-১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১০-১৮

BANGLADARSHAN.COM

হে জনার্দন, তুমি পুনরায় তোমার যোগৈশ্বর্য ও বিভূতি-সকল আমাকে বিস্তৃতরূপে বল। যেহেতু তোমার অমৃতোপম বচন শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ১০-১৮

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১০-১৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আচ্ছা, আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতিসকল তোমাকে বলিতেছি। কারণ, আমার বিভূতি-বাহুল্যের অন্ত নাই। (সুতরাং সংক্ষেপে বলিতেছি)। ১০-১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ১০-২০

হে অর্জুন, সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা (প্রত্যক্ চৈতন্য) আমিই। আমিই সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারস্বরূপ (অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কর্তা)। ১০-২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।

মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ১০-২১

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য। মরুৎগণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। ১০-২১

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ১০-২২

বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন এবং ভূতগণের আমি চেতনা (জ্ঞানশক্তি)। ১০-২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।

বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ১০-২৩

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আমি কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু। ১০-২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ১০-২৪

হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের প্রধান বৃহস্পতি জানিও। আমি সেনানায়কগণের মধ্যে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর। ১০-২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ১০-২৫

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দসকলের মধ্যে একাক্ষর ওঁকার, যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়। ১০-২৫

BANGLADARSHAN.COM

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।

গন্ধৈবাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ১০-২৬

আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে কপিলমুনি। ১০-২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ১০-২৭

অশ্বগণের মধ্যে অমৃতার্থ সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাঃ বলিয়া আমাকে জানিও ; এবং হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া আমাকে জানিও। ১০-২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ১০-২৮

আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, আমি প্রাণিগণের উৎপত্তি-হেতু কন্দর্প ; এবং আমি সর্পগণের মধ্যে বাসুকি। ১০-২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।

পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ১০-২৯

নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি জলদেবতা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা এবং ধর্মাধর্ম ফলদানের নিয়ন্তৃগণ মধ্যে আমি যম। ১০-২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ১০-৩০

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। ১০-৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।

ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ১০-৩১

বেগবান্‌দিগের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা। ১০-৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ১০-৩২

হে অর্জুন, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই আদি, মধ্য ও অন্ত (উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকর্তা) আমি, বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা ; তার্কিকগণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক তর্কসমূহের মধ্যে আমি বাদ (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বিচার)। ১০-৩২

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ১০-৩৩

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, আমিই অক্ষয় কালস্বরূপ, এবং আমিই সমুদয় কর্মফলের বিধানকর্তা। ১০-৩৩

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ১০-৩৪

সংহর্তাদিগের মধ্যে আমি সর্বসংহারক মৃত্যু, ভবিষ্য প্রাণিগণেরও আমি উদ্ভবস্বরূপ ; নারীগণের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—এই সকল দেবতাস্বরূপ, অর্থাৎ ঐ সকল আমারই বিভূতি। ১০-৩৪

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ১০-৩৫

আমি সামবেদোক্ত মন্ত্রসকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী ; আমি বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস এবং ঋতুসকলের মধ্যে বসন্ত ঋতু। ১০-৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।

জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ১০-৩৬

আমি বঞ্চনাকারিগণের দ্যূতক্রীড়া, আমি তেজস্বিগণের তেজঃ, বিজয়ী পুরুষের জয়, উদ্যোগী পুরুষের উদ্যম এবং সাত্ত্বিক পুরুষের সত্ত্বগুণ। ১০-৩৬

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ১০-৩৭

আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে কবি শুক্রাচার্য। ১০-৩৭

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যনাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ১০-৩৮

আমি শাসনকর্তৃগণের দণ্ড, জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের সামাদি নীতি, গুহ্য বিষয়ের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান। ১০-৩৮

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।

ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ১০-৩৯

হে অর্জুন, সর্বভূতের যাহা বীজস্বরূপ তাহাই আমি, আমা ব্যতীত উদ্ভূত হইতে পারে চরাচরে এমন পদার্থ নাই। ১০-৩৯

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।

এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ১০-৪০

হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত নাই। আমি এই যাহা কিছু বিভূতি বিস্তার বলিলাম, তাহা আমার বিভূতিসকলের সংক্ষেপ বা দিগ্‌দর্শন মাত্র। ১০-৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽহংশসম্ভবম্॥ ১০-৪১

যাহা যাহা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন, অথবা অতিশয় শক্তিসম্পন্ন, তাহাই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে। ১০-৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ১০-৪২

BANGLADARSHAN.COM

অথবা হে অর্জুন, তোমার এত বহু বিভূতিবিস্তার জানিয়া প্রয়োজন কি ? (এক কথায় বলিতেছি) আমি এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি। ১০-৪২

দশম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

বিভূতি-যোগ

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের ব্যক্তরূপ বিশেষভাবে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথমে শ্রীভগবান্ বলিলেন—যিনি আমার সকল বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য জানেন তিনি মৎভক্তিলক্ষণ যোগ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। যাঁহারা আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন তাঁহাদিগকে আমি ঈদৃশ বুদ্ধিযোগ দান করি যাহাদ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ ভক্তিতত্ত্ব বলা শেষ করিলে, অর্জুন বলিলেন—তোমার তত্ত্ব তুমিই জান। তোমার বিভূতিসমূহ আমাকে বিস্তারিত বল। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বহুবিধ বিভূতি বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন, আমার বিভূতির অন্ত নাই, সর্বভূতের যাহা বীজস্বরূপ তাহাই আমি। আমি সর্বভূতের আদি, অন্ত ও মধ্য। যাহা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত বা শ্রীসম্পন্ন, যাহা অতিশয় শক্তিসম্পন্ন, তাহাতেই আমার শক্তির সামান্য প্রকাশ জানিবে। সংক্ষেপে এই জানিয়া রাখ যে, আমি একাংশে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি। আমার পূর্ণ মহিমা, সমগ্র স্বরূপ, জীবের অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়।

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের বিভূতিসমূহই বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে বিভূতি-যোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে বিভূতি-যোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

॥একাদশ অধ্যায়॥

॥বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ॥

॥অর্জুন উবাচ॥

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।

যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১১-১

অর্জুন বলিলেন, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বর্ণনা করিলে তাহাতে আমার এই মোহ বিদূরিত হইল। ১১-১

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।

ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ১১-২

হে কমললোচন, ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য—এ সকলই তোমার নিকট হইতে সবিস্তারে আমি শুনিলাম। ১১-২

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ১১-৩

BANGLADARSHAN.COM

হে পরমেশ্বর, তুমি আপনার বিষয় যাহা বলিলে তাহা এইরূপই বটে ; হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার (সেই) ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ১১-৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ১১-৪

হে প্রভো, যদি তুমি মনে কর যে আমি সেই রূপ দর্শনের যোগ্য, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অক্ষয় আত্মরূপ প্রদর্শন করাও। ১১-৪

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ১১-৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত, সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট আমার এই অদ্ভুত রূপ দর্শন কর। ১১-৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।

বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত॥ ১১-৬

হে ভারত (অর্জুন), এই আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্‌গণ দর্শন কর ; পূর্বে যাহা কখনও দেখ নাই, তেমন বহুবিধ আশ্চর্য বস্তু দর্শন কর। ১১-৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ১১-৭

হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন, আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত চরাচর সমগ্র জগৎ তুমি দর্শন কর এবং অপর যাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও এখন দেখিয়া লও। ১১-৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ১১-৮

(হে অর্জুন), তুমি তোমার এই চর্মচক্ষুদ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। এজন্য তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি, তদ্দ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক যোগসামর্থ্য দেখ। ১১-৮

॥সঞ্জয় উবাচ॥

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ১১-৯

সঞ্জয় কহিলেন–হে রাজন, মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তৎপর পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন। ১১-৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১১-১০

সেই ঐশ্বরিক রূপে অসংখ্য মুখ, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু, অসংখ্য দিব্য আভরণ এবং অসংখ্য উদ্যত দিব্যাস্ত্র-সকল বিদ্যমান ছিল। ১১-১০

BANGLADARSHAN.COM

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।

সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১-১১

সেই বিশ্বরূপ দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত, দিব্য গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্ত, সর্বাশ্চর্যময় দ্যুতিমান্, অনন্ত ও সর্বতোমুখ (সর্বত্র মুখবিশিষ্ট ছিল)। ১১-১১

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১১-১২

আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সহস্র সূর্যের প্রভা মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হইতে পারে। ১১-১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।

অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১১-১৩

তখন অর্জুন সেই দেবদেহের নানা ভাগে বিভক্ত তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ একত্রস্থিত সমস্ত জগৎ দেখিয়াছিলেন। ১১-১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১১-১৪

সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি অবনতমস্তকে সেই দেবদেবকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন। ১১-১৪

॥অর্জুন উবাচ॥

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্ ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১১-১৫

অর্জুন বলিলেন—হে দেব, তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবগণ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিবিধ সৃষ্ট-পদার্থ, সৃষ্টকর্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, নারদ-সনকাদি দিব্য ঋষিগণ এবং অনন্ত-তক্ষকাদি সর্পগণকে দেখিতেছি। ১১-১৫

অনেক-বাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১১-১৬

অসংখ্য বাহু, উদর, বদন ও নেত্রবিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমাকে সকল দিকেই আমি দেখিতেছি। কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি তোমার আদি, অন্ত, মধ্য কোথাও কিছু দেখিতেছি না। ১১-১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১১-১৭

কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য, অপরিমেয় তোমার অদ্ভুত মূর্তি সর্বদিকে সর্বস্থানে আমি দেখিতেছি। ১১-১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১১-১৮

BANGLADARSHAN.COM

তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্মের প্রতিপালক, তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ, ইহাতে আমার সংশয় নাই। ১১-১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্ অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১১-১৯

আমি দেখিতেছি, তোমার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, তোমার বলৈশ্বর্যের অবধি নাই ; অসংখ্য তোমার বাহু, চন্দ্র-সূর্য তোমার নেত্রস্বরূপ, তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশন জ্বলিতেছে ; তুমি স্বীয় তেজে নিখিল বিশ্বকে সন্তাপিত করিতেছ। ১১-১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।

দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ১১-২০

হে মহাত্মন্, একমাত্র তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল এই অন্তরীক্ষ এবং দিক্‌সকলও ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তোমার এই অদ্ভুত উগ্রমূর্তি দর্শন করিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে। ১১-২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।

স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ১১-২১

ঐ দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন। কেহ কেহ ভীত হইয়া (জয় জয়, রক্ষ রক্ষ ইত্যাদি বাক্যে) কৃতাঞ্জলিপুটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া উত্তম সারগর্ভ স্তোত্রসমূহদ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন। ১১-২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।

গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ১১-২২

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশ মরুৎ, উষ্মপা (পিতৃগণ), গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। ১১-২২

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ১১-২৩

হে মহাবাহো, বহু বহু মুখ, নেত্র, বাহু, উরু, পদ ও উদরবিশিষ্ট এবং বহু বৃহদাকার দন্তদ্বারা ভয়ঙ্করদর্শন তোমার এই সুবিশাল মূর্তি দেখিয়া লোকসকল ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভীত হইয়াছি। ১১-২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ১১-২৪

হে বিষ্ণো, নভস্পর্শী, তেজোময়, বিচিত্রবর্ণ, বিস্ফারিতবদন, অত্যুজ্জ্বল বিশাল নেত্রবিশিষ্ট তোমার রূপ দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে, আমার দেহেন্দ্রিয় বিকল হইতেছে, আমি মনকে শান্ত করিতে পারিতেছি না। ১১-২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ১১-২৫

বৃহৎ দন্তসমূহের দ্বারা ভয়ানকদর্শন, প্রলয়াগ্নিসদৃশ তোমার মুখসকল দর্শন করিয়া আমার দৃষ্টিভ্রম ঘটিতেছে (আমি দিশেহারা হইয়াছি), আমি স্বস্তি পাইতেছি না। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও (আমার ভয় দূর কর)। ১১-২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখৈঃ॥ ১১-২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ১১-২৭

BANGLADARSHAN.COM

[জয়দ্রথাদি] রাজন্যবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সকলে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ঙ্করদর্শন মুখগহ্বরে ধাবিত হইয়া প্রবেশ করিতেছে। কাহারও কাহারও মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং উহা তোমার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। ১১-২৬-২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরাঃ বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥ ১১-২৮

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ এই মনুষ্যলোকের বীরগণ তোমার সর্বতোব্যাপ্ত জ্বলন্ত মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে। ১১-২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ১১-২৯

যেমন পতঙ্গগণ অতি বেগে ধাববান হইয়া মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকল মরণের নিমিত্তই অতি বেগে ধাববান হইয়া তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে। ১১-২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ১১-৩০

তুমি জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা লোকসমূহকে গ্রাস করিয়া বারংবার স্বাদ গ্রহণ করিতেছ। হে বিষ্ণো, সমগ্র জগৎ তোমার তীব্র তেজোরাশিব্যাপ্ত হইয়া প্রতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ১১-৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ১১-৩১

উগ্রমূর্তি আপনি কে, আমাকে বলুন। হে দেববর, আপনাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হউন। আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি কে, কি কার্যে প্রবৃত্ত, বুঝিতেছি না। ১১-৩১

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ১১-৩২

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ কাল ; এক্ষণ এই লোকদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে তাহারা কেহই থাকিবে না। ১১-৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ১১-৩৩

অতএব, তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ; শত্রু জয় করিয়া যশঃ লাভ কর, নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে অর্জুন, আমি ইহাদিগকে পূর্বেই নিহত করিয়াছি। তুমি এখন নিমিত্তমাত্র হও। ১১-৩৩

BANGLADARSHAN.COM

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ১১-৩৪

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরগণকে আমি পূর্বেই নিহত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি সেই হতগণকে নিহত কর ; ভয় করিও না ; রণে শত্রুগণকে নিশ্চয় জয় করিতে পারিবে, যুদ্ধ কর। ১১-৩৪

॥সঞ্জয় উবাচ॥

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃতা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ১১-৩৫

সঞ্জয় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন ; আবার অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রণামপূর্বক গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন। ১১-৩৫

॥অর্জুন উবাচ॥

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ১১-৩৬

অর্জুন কহিলেন—হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্য কীর্তনে সমস্ত জগৎ যে হৃষ্ট হয় এবং তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, ইহা যুক্তিযুক্ত ; রাক্ষসেরা যে তোমার ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ যে তোমাকে নমস্কার করেন, তাহাও আশ্চর্য নহে। ১১-৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥ ১১-৩৭

হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদিকর্তা ; অতএব সমস্ত জগৎ কেন তোমাকে নমস্কার না করিবে ? তুমি সৎ (ব্যক্ত জগৎ), তুমি অসৎ (অব্যক্তা প্রকৃতি) এবং সদসতের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম তাহাও তুমি। ১১-৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ১১-৩৮

হে অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান, তুমি জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমিই পরমধাম ! তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ। ১১-৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ১১-৩৯

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, তুমিই ; পিতামহ ব্রহ্মাও তুমি এবং ব্রহ্মার জনকও (প্রপিতামহ) তুমি। তোমাকে সহস্র বার নমস্কার করি, আবার পুনঃ পুনঃ তোমাকে নমস্কার করি। ১১-৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥ ১১-৪০

তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার করি ; হে সর্বস্বরূপ, সর্বত্রই তুমি, তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার করি ; অনন্ত তোমার বলবীর্য, অসীম তোমার পরাক্রম ; তুমি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সুতরাং তুমিই সমস্ত। ১১-৪০

BANGLADARSHAN.COM

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।

অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ১১-৪১

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ১১-৪২

তোমার এই বিশ্বরূপ এবং ঐশ্বর্যমহিমা না জানিয়া তোমাকে সখা ভাবিয়া অজ্ঞানবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ “হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা”, এইরূপ তোমায় বলিয়াছি ; হে অচ্যুত, আহার, বিহার, শয়ন ও উপবেশনকালে একা অথবা বন্ধুজনসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমার কত অমর্যাদা করিয়াছি ; অচিন্ত্যপ্রভাব তুমি, তোমার নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ১১-৪১-৪২

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।

ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ১১-৪৩

হে অমিতপ্রবাহ, তুমি এই চরাচর সমস্ত লোকের পিতা, তুমি পূজ্য, গুরু ও গুরু হইতে গুরুতর ; ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবে কি প্রকারে ? ১১-৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ১১-৪৪

হে দেব, পূর্বোক্তরূপে আমি অপরাধী, সেই হেতু দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। সকলের বন্দনীয় ঈশ্বর তুমি ; পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ১১-৪৪

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ১১-৪৫

হে দেব, পূর্বে যাহা কখনও দেখি নাই, সেই রূপ দেখিয়া আমার হর্ষ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভয়ে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ; অতএব, তোমার সেই (চিরপরিচিত) পূর্ব রূপটি আমাকে দেখাও ; হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১১-৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥ ১১-৪৬

কিরীটধারী এবং গদা ও চক্রহস্ত তোমার সেই পূর্বরূপই আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্তে, তুমি চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ কর। ১১-৪৬

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥ ১১-৪৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় যোগপ্রভাবেই এই তেজোময়, অনন্ত, আদ্য, বিশ্বাত্মক পরমরূপ তোমাকে দেখাইলাম ; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন পূর্বে কেহ দেখে নাই। ১১-৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ১১-৪৮

BANGLADARSHAN.COM

হে কুরুপ্রবীর, না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, না যজ্ঞবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা, না দানাদি ক্রিয়াদ্বারা, না উগ্র তপস্যা দ্বারা মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন আর কেহ আমার ঈদৃশ রূপ দেখিতে সক্ষম হয়। ১১-৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ১১-৪৯

তুমি আমার এই ঘোর রূপ দেখিয়া ব্যথিত হইও না, বিমূঢ় হইও না ; ভয় ত্যাগ করিয়া প্রীতমনে পুনরায় তুমি আমার পূর্বরূপ দর্শন কর। ১১-৪৯

॥সঞ্জয় উবাচ॥

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ১১-৫০

সঞ্জয় বলিলেন—বাসুদেব অর্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় সেই স্বীয় মূর্তি দেখাইলেন ; মহাত্মা পুনরায় প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করিয়া ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন। ১১-৫০

॥অর্জুন উবাচ॥

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ১১-৫১

অর্জুন বলিলেন—হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শন করিয়া আমি এখন প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ [সুস্থ] হইলাম। ১১-৫১

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১১-৫২

শ্রীভগবান্ বলিলেন–তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, উহার দর্শন লাভ একান্ত কঠিন ; দেবগণও সর্বদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। ১১-৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ১১-৫৩

আমাকে যে রূপে দেখিলে এই রূপ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ, কোন কিছু দ্বারাই দর্শন করা যায় না। ১১-৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ১১-৫৪

হে পরন্তপ, হে অর্জুন, কেবল অনন্যা ভক্তিদ্বারাই ঈদৃশ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারা যায়, সাক্ষাৎ দেখিতে পারা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। ১১-৫৪

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ১১-৫৫

হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমারই কর্মবোধে সমুদয় কর্ম করেন, আমিই যাঁহার একমাত্র গতি, যিনি সর্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য, যাঁহার কাহারও উপর শত্রুভাব নাই, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন। ১১-৫৫

BANGLADARSHAN.COM

একাদশ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

বিশ্বরূপ দর্শন যোগ

পূর্ব অধ্যায়ে শ্রীভগবানের বিভূতি বর্ণনা শ্রবণ করিয়া অর্জুন বলিলেন তুমি পরমেশ্বর, ব্যক্তস্বরূপে বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি বিশ্বরূপ। আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, আমি তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করি। তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ অর্জুনকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া স্বীয় বিশ্বরূপ দেখাইলেন। এই অধ্যায়ে অতুলনীয় বিশ্বরূপেরই বর্ণনা। অনির্বচনীয়, অদৃষ্টপূর্ব, অত্যদ্ভুত সেই বিশ্বরূপ, তাহাতে একত্র সমবস্থিত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্যমান, সেই বিশ্বমূর্তির অংসখ্য উদর, বদন ও নয়ন, অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু তাহাতে বিদ্যমান, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। সেই অপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন, তিনি অবনত মস্তকে সেই দেবদেবকে প্রণাম করিয়া স্তুতি আরম্ভ করিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধব্যাপারে যাহা ঘটিবে শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপে সেই ভবিষ্য-দৃশ্যটিও দেখাইতেছেন।সে কি ভীষণ দৃশ্য। অর্জুন দেখিতেছেন–ভীষ্ম দ্রোণাদি সেনানায়কগণ যাবতীয় যোদ্ধবর্গসহ অগ্নিতে পতঙ্গকুলের ন্যায় দ্রুতবেগে সেই বিরাট্ বিশ্বমূর্তির করাল কবলে প্রবেশ করিতেছেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করিয়া অর্জুন ভীতকম্পিতস্বরে বলিতে লাগিলেন–হে দেববর, উগ্রমূর্তি আপনি কে আমাকে বলুন, আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছি, আপনাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হউন। তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন–আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, আমি এখন সংহারকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শ্রীভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন বলিলেন–তোমার এই উগ্র মূর্তি আমি আর দর্শন করিতে পারি না, আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছি, আমাকে তোমার পূর্বের সৌম্যমূর্তি দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

তখন শ্রীভগবান্ তাঁহার সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়া অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন–যিনি সর্বভূতে বৈরভাবশূন্য, সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া অনন্যভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্বতোভাবে আমার ভজনা করেন এবং নিষ্কামভাবে আমারই কর্মবোধে যথাপ্রাপ্ত নিয়তকর্ম সম্পাদন করেন, আমার ঈদৃশ ভক্তই আমাকে প্রাপ্ত হন।

এই অধ্যায়ে প্রধানত অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ বলা হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

॥দ্বাদশ অধ্যায়॥

॥ভক্তিযোগ॥

॥অর্জুন উবাচ॥

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১২-১

অর্জুন বলিলেন—সতত ত্বদ্‌গতচিত্ত হইয়া যে-সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে ? ১২-১

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ১২-২

শ্রীভগবান্ কহিলেন—যাঁহারা আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধক। ১২-২

যেত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ১২-৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ১২-৪

কিন্তু যাঁহারা সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত এবং সর্বপ্রাণীর হিতপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সেই অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। ১২-৩-৪

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ১২-৫

অব্যক্ত নির্গুণব্রহ্মে আসক্তচিত্ত সেই সাধকগণের সিদ্ধি লাভে অধিকতর ক্লেশ হয়, কারণ দেহধারিগণ অতি কষ্টে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। ১২-৫

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ১২-৬
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ১২-৭

কিন্তু যাঁহারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পিত করিয়া, একমাত্র আমাতেই চিত্ত একাগ্র করিয়া ধ্যাননিরত হইয়া আমার উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে সমর্পিত-চিত্ত সেই ভক্তগণকে আমি অচিরাৎ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। ১২-৬-৭

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ ১২-৮

আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই স্থিত করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১২-৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ১২-৯

হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা চিত্তকে সমাহিত করিয়া আমাকে পাইতে চেষ্টা কর। ১২-৯

BANGLADARSHAN.COM

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১২-১০

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্মপরায়ণ হও (অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তন, পূজাপাঠ ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান কর), আমার প্রীতি সাধনার্থ কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে। ১২-১০

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১২-১১

যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে মদ্‌যোগ অর্থাৎ আমাতে কর্মার্পণরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া সংযতাত্মা হইয়া সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ কর। ১২-১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২-১২

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ত্যাগের পরই শান্তি লাভ হইয়া থাকে। ১২-১২

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১২-১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

ময্যার্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২-১৪

যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না ; যিনি সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও দয়াবান্ ; যিনি সমত্ববুদ্ধি ও অহংকার-বর্জিত, যিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, সদাসন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতস্বভাব, দৃঢ়বিশ্বাসী, যাঁহার মনবুদ্ধি আমাতে অর্পিত, ঈদৃশ মদ্ভক্ত আমার প্রিয়। ১২-১৩-১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১২-১৫

যাঁহা হইতে কোন প্রাণী উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি স্বয়ংও কোন প্রাণী-কর্তৃক উত্যক্ত হন না, এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। ১২-১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২-১৬

যিনি সর্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, শৌচসম্পন্ন, কর্তব্য কর্মে অনলস, পক্ষপাতশূন্য, যাহাকে কিছুতেই মনঃপীড়া দিতে পারে না এবং ফল কামনা করিয়া যিনি কোন কর্ম আরম্ভ করেন না, এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। ১২-১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২-১৭

BANGLADARSHAN.COM

যিনি ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রাপ্য বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি কর্মের শুভাশুভ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছেন, ঈদৃশ ভক্তিমান্ সাধক আমার প্রিয়। ১২-১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১২-১৮

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১২-১৯

যিনি শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত-উষ্ণে, সুখ-দুঃখে সমত্ব-বুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি সর্ববিষয়ে আসক্তি-বর্জিত, স্তুতি বা নিন্দাতে যাঁহার তুল্য জ্ঞান, যিনি সংযতবাক্, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিবর্জিত এবং স্থিরচিত্ত, ঈদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়। ১২-১৮-১৯

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।

শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ১২-২০

যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্বোক্ত অমৃততুল্য ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ভক্তিমান্ আমার অতীব প্রিয়। ১২-২০

দ্বাদশ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

ভক্তিযোগ

ব্যক্ত ও অব্যক্ত উপাসনা। একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিলেন—যিনি সঙ্গবর্জিত ও মৎকর্মপরায়ণ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন। এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমার" অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের উপাসক এবং নির্গুন অক্ষরোপাসক—ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

ভক্তিমার্গে সগুন উপসনার শ্রেষ্ঠতা। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, ভক্তিমার্গে নিত্যযুক্ত হইয়া যাঁহারা আমার সগুণ স্বরূপের উপাসনা করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, এই আমার মত। তবে যাঁহারা সংযতেন্দ্রিয় ও সর্ববিষয়ে সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্বভূতহিতে নিরত থাকিয়া অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তা করেন, তাঁহারাও আমাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অধিকতর আয়াসসাধ্য, সুতরাং তুমি আমার ব্যক্ত স্বরূপে চিত্ত সমাহিত কর।

ব্যক্ত উপাসনার বিবিধ পথ—কর্মফল ত্যাগের শ্রেষ্ঠতা। মন একান্ত চঞ্চল বলিয়া চিত্ত স্থির করা সহজ নহে। যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে অভ্যাস দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আমাতে সমাহিত করিতে চেষ্টা কর। যদি এই অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার প্রীতার্থে আমাতে ভক্তির উৎপাদক যে সকল কর্ম—যেমন সাধুসঙ্গ, ভাগবত শাস্ত্রাদি পাঠ, আমার লীলাকথাদি শ্রবণ, মদ্‌গুণানুকীর্তন, পূজার্চনা ইত্যাদি কর্ম করিয়া যাও। যদি তাহাতেও তুমি অসমর্থ হও, তবে আমাতে কর্মার্পণরূপ যে যোগ তাহা আশ্রয় কর, পরে সংযতচিত্ত হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিতে থাক। ত্যাগ হইতেই পরম শান্তি লাভ হয়, সর্ব বিষয়ে সমত্ববুদ্ধি জন্মে।

ধর্মামৃত। এইরূপ ত্যাগী ভক্তিমান্ কর্মযোগীর লক্ষণ কি এবং তিনি লোক-ব্যবহারে কিরূপ আচরণ করেন তাহা শুন—আমার ভক্ত কাহাকেও দ্বেষ করেন না, তিনি সকলের প্রতিই মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু ও ক্ষমাবান্, তিনি সমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কারবর্জিত, তিনি শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, শুভ-অশুভ, নিন্দা-স্তুতি, হর্ষ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ববর্জিত—সর্বত্র সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন। যিনি মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে এই অমৃততুল্য ধর্মের আচরণ করেন, তিনিই আমার পরমপ্রিয় ভক্ত।

BANGLADARSHAN.COM

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ভক্তিমার্গে সগুণ উপাসনার বর্ণনা করা হইয়াছে, এই হেতু ইহাকে ভক্তিযোগ বলে।

গীতার ৭ম হইতে ১২শ অধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তি-তত্ত্বই নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই হেতু উহাকে ভক্তিকাণ্ড কহে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

॥ত্রয়োদশ অধ্যায়॥

॥ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ॥

॥অর্জুন উবাচ॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।

এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥

অর্জুন কহিলেন–হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এইগুলি জানিতে আমি ইচ্ছা করি।

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ॥ ১৩-১

শ্রীভগবান্ কহিলেন–হে কৌন্তেয়, এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হয় এবং যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন (অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' এইরূপ মনে করেন) তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) ; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবেত্তা পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ১৩-১

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ ১৩-২

BANGLADARSHAN.COM

হে ভারত, সমুদয়, ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই আমার মত। অথবা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই আমার (পরমেশ্বরের) জ্ঞান, ইহাই সর্বসম্মত। ১৩-২

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ১৩-৩

সেই ক্ষেত্র কি, উহা কি প্রকার, উহা কি প্রকার বিকার-বিশিষ্ট এবং ইহার মধ্যেও কি হইতে কি হয়, এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কে এবং তাহার প্রভাব কিরূপ, এইসকল তত্ত্ব সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ১৩-৩

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ১৩-৪

ঋষিগণ কর্তৃক নানা ছন্দে পৃথক্ পৃথক্ নানা প্রকারে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রপদসমূহেও যুক্তিযুক্ত বিচারসহ নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১৩-৪

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ১৩-৫

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ১৩-৬

ক্ষিতি আদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং রূপরসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়

(পঞ্চতন্মাত্র) এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি এই সমুদয়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে। ১৩-৫-৬

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ১৩-৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্। ১৩-৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১৩-৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ ১৩-১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তামজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১৩-১১

শ্লাঘা-রাহিত্য, দম্ভ-রাহিত্য, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, সৎকার্যে একনিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধিতে দুঃখ দর্শন, বিষয়ে বা কর্মে অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে মমত্ববোধের অভাব, ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিত্ততা, আমাতে (ভগবান বাসুদেবে) অনন্যভাবে ঐকান্তিক ভক্তি, পবিত্র নির্জন স্থানে বাস, প্রাকৃত জনসমাজে বিরক্তি, সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন (নিত্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন আলোচনা—এই সকলকে জ্ঞান বলা হয় ; ইহার বিপরীত যাহা, তাহা অজ্ঞান। ১৩-৭-৮-৯-১০-১১

BANGLADARSHAN.COM

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩-১২

যাহা জ্ঞাতব্য বস্তু, যাহা জ্ঞাত হইলে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহা বলিতেছি ; তাহা আদ্যন্তহীন, আমার নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম ; তৎসম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন। ১৩-১২

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩-১৩

সর্বদিকে তাঁহার হস্তপদ, সর্বদিকে তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বদিকে তাঁহার কর্ণ ; এইরূপে এই লোকে সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিতি আছেন। ১৩-১৩

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৩-১৪

তিনি চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশমান অথচ সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত নিঃসঙ্গ অর্থাৎ সর্বসঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারস্বরূপ, নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদি গুণের ভোক্তা বা পালক। ১৩-১৪

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৩-১৫

সর্বভূতের অন্তরে এবং বাহিরেও তিনি, চল এবং অচলও তিনি ; সূক্ষ্মতাবশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয় ; এবং তিনি দূরে থাকিয়াও নিকটে স্থিত। ১৩-১৫

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৩-১৬

তিনি (তত্ত্বতঃ বা স্বরূপতঃ) অপরিচ্ছন্ন হইলেও সর্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন। তাঁহাকে ভূতসকলের পালনকর্তা, সংহর্তা ও সৃষ্টিকর্তা জানিবে। ১৩-১৬

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৩-১৭

তিনি জ্যোতিঃসকলেরও (সূর্যাদিরও) জ্যোতিঃ, তিনি তমের অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত ; তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় তত্ত্ব ; তিনি জ্ঞানের দ্বারা লভ্য ; তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। ১৩-১৭

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তৎ সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৩-১৮

এই প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় কাহাকে বলে সংক্ষেপে কথিত হইল। আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব বা স্বরূপ বুঝিতে পারেন, বা আমার দিব্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। ১৩-১৮

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৩-১৯

BANGLADARSHAN.COM

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকারসমূহ এবং সুখ, দুঃখ, মোহাদি গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে। ১৩-১৯

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ১৩-২০

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ, এবং সুখ-দুঃখ-ভোগ বিষয়ে পুরুষই (ক্ষেত্রজ্ঞ) কারণ বলিয়া উক্ত হন। ১৩-২০

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ১৩-২১

পুরুষ, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন এবং ঐ গুণসমূহের সংসর্গই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়। ১৩-২১

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ১৩-২২

এই দেহে যে পরম পুরুষ আছেন, তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়াও উক্ত হন। ১৩-২২

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ১৩-২৩

যিনি এই প্রকার পুরুষতত্ত্ব এবং বিকারাদি গুণ সহিত প্রকৃতিতত্ত্ব অবগত হন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, পুনরায় জন্মলাভ করেন না অর্থাৎ মুক্ত হন। ১৩-২৩

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥ ১৩-২৪

কেহ কেহ স্বয়ং আপনি আপনাতেই ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন করেন। কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা এবং অন্য কেহ কেহ কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। ১৩-২৪

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ১৩-২৫

আবার অন্য কেহ কেহ এইরূপ আপনা আপনি আত্মাকে না জানিয়া অন্যের নিকট শুনিয়া উপাসনা করেন। শ্রদ্ধাপূর্বক উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসনা করতঃ তাঁহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ১৩-২৫

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ১৩-২৬

হে ভরতর্ষভ, স্থাবর জঙ্গম যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে হইয়া থাকে জানিবে। ১৩-২৬

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ১৩-২৭

BANGLADARSHAN.COM

যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত বিনষ্ট হইলেও যিনি বিনষ্ট হন না, সেই পরমেশ্বরকে যিনি সম্যক্ দর্শন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ১৩-২৭

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ১৩-২৮

যিনি সর্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তিনি আত্মাদ্বারা আত্মাকে হনন করেন না এবং সেই হেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ১৩-২৮

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ ১৩-২৯

প্রকৃতিই সমস্ত প্রকারে সমস্ত কর্ম করেন এবং আত্মা অকর্তা, ইহা যিনি দর্শন করেন তিনিই যথার্থদর্শী। ১৩-২৯

যদা ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ১৩-৩০

যখন তত্ত্বদর্শী সাধক ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব, অর্থাৎ নানাত্ব একস্থ অর্থাৎ এক ব্রহ্মবস্তুতেই অবস্থিত এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই এই নানাত্বের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ১৩-৩০

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ১৩-৩১

হে কৌন্তেয়, অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া এই পরমাত্মা অবিকারী ; অতএব দেহে থাকিয়াও তিনি কিছুই করেন না এবং কর্মফলে লিপ্ত হন না। ১৩-৩১

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ১৩-৩২

যেমন আকাশ সর্ববস্তুতে অবস্থিত থাকিলেও অতি সূক্ষ্মতা-হেতু কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সর্বদেহে অবস্থিত থাকিলেও কিছুতেই লিপ্ত হন না। ১৩-৩২

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ১৩-৩৩

হে ভারত, যেমন সূর্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) সমস্ত ক্ষেত্র বা দেহকে প্রকাশিত করেন। ১৩-৩৩

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ১৩-৩৪

যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং ভূতপ্রকৃতি অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে মোক্ষ কি প্রকার তাহা দর্শন করেন (জানিতে পারেন), তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন। ১৩-৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ

প্রকৃতি ও পুরুষ, দেহ ও আত্মা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইত্যাদি তত্ত্ব এক্ষণে বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছেন। এই সকল বর্ণনা ব্যতিরেখে পরমেশ্বরের সমগ্র স্বরূপ বোধগম্য হয় না।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ– এই ভোগায়তন দেহকেই ক্ষেত্র বলা হয় এবং ‘এই দেহ আমার’ দেহসম্বন্ধ যিনি এইরূপ অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা), প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি। দেহাদি প্রকৃতিরই পরিণাম। প্রকৃতি, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), অহঙ্কার ইত্যাদি ২৪ তত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে উল্লিখিত আছে। সেইগুলি এবং ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি মোট ৩৭টি তত্ত্ব ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার অতিরিক্ত যে একটি তত্ত্ব, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব বা পুরুষ। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন–সর্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। আর প্রকৃতি সম্ভূত সবিকার ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতপক্ষে আমা হইতেই উদ্ভূত ; উহাই আমার অপরা প্রকৃতি আর পুরুষ আমার পরা প্রকৃতি।

জ্ঞানীর লক্ষণ বা জ্ঞানের সাধন– এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। উহাই পরমেশ্বরের জ্ঞান,তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিতে কতকগুলি সদ্‌গুণ আয়ত্ত করিতে হয়, কেবল শাস্ত্রাভ্যাসে বা পরোপদেশ শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। ৭-১১ শ্লোকে অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব ইত্যাদি এই ২০টি সদ্‌গুণের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহাকেই জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ উহাই জ্ঞানের সাধন বা জ্ঞানীর লক্ষণ।

জ্ঞেয় তত্ত্ব–ব্রহ্মস্বরূপ– পূর্বোক্ত গুণরাজির অনুশীলন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা দ্বারা সেই পরম তত্ত্ব জানা যায়। তাহাই জ্ঞেয় বস্তু, তাঁহাকে জানিতে হইবে। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও জ্ঞান-গম্য ; তিনি সকলের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত আছেন।

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক– এই জ্ঞেয় বস্তুই ক্ষেত্রজ্ঞ, পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম এবং প্রকৃতি-সম্ভূত দেহেন্দ্রিয়াদিই ক্ষেত্র। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই সাংখ্যের পুরুষপ্রকৃতি-বিবেক। এই জ্ঞান লাভ হইলেই সংসার ক্ষয় হয়।

আত্মদর্শনের বিবিধ পথ– এক্ষণে এই পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভের চারিটি বিভিন্ন মার্গ কথিত হইতেছে। পাতঞ্জল যোগমার্গে ধ্যান ধারণা সমাধি দ্বারা কেহ কেহ আত্মদর্শন লাভ করেন ; কেহ কেহ জ্ঞানমার্গে আত্মানাত্মবিচারধারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন ; কেহ কেহ কর্মযোগমার্গ অনুসরণ করিয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে পরমেশ্বরার্পণপূর্বক কর্ম করিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করেন ; আবার অনেকে এইরূপে সাক্ষাৎ আত্মদর্শন করিতে না পারিলেও আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া ভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়াও সদ্‌গতি লাভ করেন। গীতায় জ্ঞান-কর্মমিশ্র ভগবদ্-ভক্তির প্রাধান্য থাকিলেও সকল মার্গেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, তাহা গীতায় স্বীকৃত।

উপসংহার–যাহা পিণ্ডে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে– সংক্ষেপে প্রকৃত তত্ত্বকথা হইতেছে এই যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে সৃষ্টি। জগতের নানাত্বের মধ্যে যিনি সেই এক ব্রহ্মসত্তাই উপলব্ধি করেন এবং সেই এক হইতেই এই নানাত্বের অভিব্যক্তি, ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। এই অবস্থাই সর্বভূতাত্মৈক্যজ্ঞান, দেহাত্মবিবেক, পুরুষপ্রকৃতিবিবেক, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সংসার-ক্ষয় ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ-প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ বা পুরুষ-প্রকৃতিবিবেকযোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

BANGLADARSHAN.COM

॥চতুর্দশ অধ্যায়॥

॥গুণত্রয়-বিভাগযোগ॥

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।

যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১৪-১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি পুনরায় জ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞান বলিতেছি, যাহা জানিয়া মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করিয়াছেন। ১৪-১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।

সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ১৪-২

এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্য লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না (অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন)। ১৪-২

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ১৪-৩

BANGLADARSHAN.COM

হে ভারত, প্রকৃতিই আমার গর্ভাধান-স্থান। আমি তাহাতে গর্ভাধান করি, তাহা হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। ১৪-৩

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ১৪-৪

হে কৌন্তেয়, দেব-মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে যে সকল শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহাদের মাতৃস্থানীয়া এবং আমিই গর্ভাধানকর্তা পিতা। ১৪-৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ১৪-৫

হে মহাবাহো, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ দেহমধ্যে অব্যয় আত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে। ১৪-৫

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।

সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ১৪-৬

হে অনঘ, এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল বলিয়া প্রকাশক এবং নির্দোষ ; এই সত্ত্বগুণ সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গদ্বারা আত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে। ১৪-৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।

তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ১৪-৭

হে অর্জুন, রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি উহা হইতে উৎপন্ন হয়। উহা কর্মাসক্তিদ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। ১৪-৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।

প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ১৪-৮

হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞানজাত এবং দেহিগণের ভ্রান্তিজনক। ইহা প্রমাদ (অনবধানতা), আলস্য ও নিদ্রা (চিত্তের অবসাদ) দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। ১৪-৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ১৪-৯

হে ভারত, সত্ত্বগুণ সুখে এবং রজোগুণ কর্মে জীবকে আসক্ত করে। কিন্তু তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদ (কর্তব্যমূঢ়তা বা অনবধানতা) উৎপন্ন করে। ১৪-৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১৪-১০

হে ভারত, সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়, রজোগুণ তমঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয় এবং তমোগুণ রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। ১৪-১০

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুতে॥ ১৪-১১

যখনই এই দেহে শ্রোত্রাদি সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানাত্মক প্রকাশ অর্থাৎ নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন জানিবে যে, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৪-১১

BANGLADARSHAN.COM

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।

রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১৪-১২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, লোভ, সর্বদা কর্মে প্রবৃত্তি এবং সর্ব কর্মে উদ্যম, শান্তি ও তৃপ্তির অভাব, বিষয়স্পৃহা—এইসকল লক্ষণ রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উৎপন্ন হয়। ১৪-১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।

তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৪-১৩

হে কুরুনন্দন, তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বিবেকভ্রংশ, নিরুদ্যমতা, কর্তব্যের বিস্মরণ এবং মোহ বা বুদ্ধি-বিপর্যয়—এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ১৪-১৩

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪-১৪

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যদি জীবের মৃত্যু হয়, তবে তিনি উত্তম তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রাপ্য প্রকাশময় দিব্য লোকসকল প্রাপ্ত হন। ১৪-১৪

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৪-১৫

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্মাসক্ত মনুষ্য-যোনিতে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি মূঢ়-যোনিতে জন্ম হয়। ১৪-১৫

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।

রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৪-১৬

সাত্ত্বিক পুণ্য কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান, তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ১৪-১৬

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৪-১৭

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৪-১৭

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৪-১৮

সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি ঊর্ধ্বলোকে অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে গমন করেন ; রজঃপ্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যলোকে অর্থাৎ ভূলোকে অবস্থান করেন ; এবং প্রমাদ-মোহাদি নিকৃষ্টগুণসম্পন্ন তমঃপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোগামী হয় (তমিস্রাদি নরক বা পশ্বাদি যোনি প্রাপ্ত হয়)। ১৪-১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৪-১৯

যখন দ্রষ্টা জীব গুণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও কর্তা না দেখেন (অর্থাৎ প্রকৃতিই কর্ম করে, আমি করি না, ইহা বুঝিতে পারেন) এবং তিন গুণের অতীত পরম বস্তুকে অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব বা ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন। ১৪-১৯

BANGLADARSHAN.COM

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪-২০

জীব দেহোৎপত্তির কারণভূত এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু জরাদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। ১৪-২০

॥অর্জুন উবাচ॥

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে॥ ১৪-২১

অর্জুন কহিলেন, হে প্রভো, কোন্ লক্ষণের দ্বারা জানা যায় যে জীব ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়াছেন ? তাঁহার আচার কিরূপ ? এবং কি প্রকারে তিনি ত্রিগুণ অতিক্রম করেন ? ১৪-২১

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ১৪-২২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পাণ্ডব, সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ বা জ্ঞান, রজোগুণের ধর্ম কর্ম-প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের ধর্ম মোহ, এই সকল গুণধর্ম প্রবৃত্ত হইলেও যিনি দুঃখবুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না এবং ঐ সকল কার্যে নিবৃত্ত থাকিলেও যিনি সুখবুদ্ধিতে উহা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন। ১৪-২২

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতা।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ১৪-২৩

যিনি উদাসীনের ন্যায় সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন, সত্ত্বাদিগুণকার্য সুখদুঃখাদি কর্তৃক বিচালিত হন না, গুণসকল স্ব স্ব কার্যে বর্তমান আছে, আমার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, ইহা মনে করিয়া যিনি চঞ্চল হন না, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। ১৪-২৩

সমদুঃখসুখ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ১৪-২৪

যাঁহার নিকট সুখদুঃখ সমান, যিনি স্বস্থ অর্থাৎ আত্মরূপেই স্থিত, মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণ যাঁহার নিকট সমান, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় এবং আপনার নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য মনে করেন, যিনি ধীমান্ বা ধৈর্যযুক্ত, তিনিই গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন। ১৪-২৪

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ১৪-২৫

মানে ও অপমানে, শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষে যাঁহার তুল্যজ্ঞান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া যিনি কর্মোদ্যম করেন না, এরূপ ব্যক্তি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। ১৪-২৫

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪-২৬

যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন। ১৪-২৬

BANGLADARSHAN.COM

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।

শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ১৪-২৭

যেহেতু আমি ব্রহ্মের নিত্য অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের, সনাতন ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা (অথবা আমি অমৃত ও অব্যয় ব্রহ্মের, শাশ্বত ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা)। ১৪-২৭

চতুর্দশ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

গুণত্রয়-বিভাগযোগ

সৃষ্টি-রহস্য। এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম, কিন্তু প্রকৃতির স্বয়ং সৃষ্টির সামর্থ্য নাই, পরমেশ্বরের সৃষ্টি-সঙ্কল্পই প্রকৃতিতে গর্ভাধানস্বরূপ ; উহা হইতে ভূতসৃষ্টি। পরমেশ্বর ভূতগণের পিতৃস্বরূপ এবং প্রকৃতি মাতৃ-স্বরূপিণী।

পুরুষের সংসার বন্ধন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির এই তিন গুণ। এই গুণসঙ্গবশতঃ পুরুষের সংসারবন্ধন। মিশ্র সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম সুখ ও জ্ঞান ; উহার ফলে জীব বিষয়-সুখ ও বৈষয়িক জ্ঞানে আবদ্ধ হইয়া বিষয়ে আবদ্ধ হয়। রজোগুণের ধর্ম রাগাত্মক, উহার ফল তৃষ্ণা ও আসক্তি। তমোগুণের ধর্ম মোহ, অজ্ঞান—উহা প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রাদি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। এই তিন গুণ পৃথক্ পৃথক্ থাকে না, অপর দুইটিকে অভিভূত করিয়া কোন একটি প্রবল হয়। গুণত্রয়ের বৈষম্যই সৃষ্টি। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই অব্যক্তাবস্থা বা প্রলয়।

সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ স্বভাবের লক্ষণ। সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশ বা নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রজোগুণ প্রবল হইলে প্রবল বিষয়স্পৃহা, কর্ম-প্রবৃত্তি, অস্থিরতা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। তমোগুণ প্রবল হইলে অনুদ্যম, কর্তব্যের বিস্মৃতি, বুদ্ধি-বিপর্যয় প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। সাত্ত্বিক কর্মের ফল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ, তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান।

ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ ত্রিগুণাতীত হইবার উপায়। দেহে গুণের কার্য চলিতে থাকিলেও যিনি উদাসীনের ন্যায় সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করেন সত্ত্বাদি-গুণকর্ম সুখদুঃখাদি কর্তৃক বিচালিত হন না, তিনিই ত্রিগুণাতীত।

যিনি একনিষ্ঠ ভক্তিযোগ সহকারে ভগবান্ পুরুষোত্তমের ভজনা করেন, তিনিই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। কারণ নির্গুণ ব্রহ্মভাব, শাশ্বত ধর্ম, ঐকান্তিক সুখ, এ সকলেরই একমাত্র আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা তিনিই।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ত্রিগুণতত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে, এই হেতু ইহাকে গুণত্রয়-বিভাগযোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে গুণত্রয়-বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

BANGLADARSHAN.COM

॥পঞ্চদশ অধ্যায়॥

॥পুরুষোত্তম-যোগ॥

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১৫-১

[বেদবিদ্‌গণ] বলিয়া থাকেন যে, [সংসাররূপ] অশ্বত্থের মূল ঊর্ধ্বদিকে এবং শাখাসমূহ অধোগামী ; উহা অবিনাশী ; বেদসমূহ উহার পত্রস্বরূপ ; যিনি এই অশ্বত্থকে জানেন তিনিই বেদবিৎ। ১৫-১

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্যশাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।

অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ১৫-২

সত্ত্বাদিগুণের দ্বারা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিষয়রূপ তরুণপল্লব-বিশিষ্ট উহার শাখাসকল অধোভাগে ও ঊর্ধ্বভাগে বিস্তৃত ; উহার (বাসনারূপ) মূলসমূহ মনুষ্যলোকে অধোভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ মূলসমূহ ধর্মাধর্মরূপ কর্মের কারণ বা প্রসূতি। ১৫-২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা।

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ১৫-৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গত্বা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ১৫-৪

এ সংসারে স্থিত জীবগণ সংসার-বৃক্ষের পূর্বোক্ত ঊর্ধ্বমূলাদি রূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। সেইরূপ উহার আদি, অন্ত এবং স্থিতিও উপলব্ধি করিতে পারে না। এই সুদৃঢ়মূল অশ্বত্থবৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া তৎপর যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, যাঁহা হইতে এই সংসার-প্রবৃত্তির বিস্তার হইয়াছে, ‘আমি সেই আদি পুরুষের শরণ লইতেছি’ এই বলিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে। ১৫-৩-৪

নির্মানমোহো জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ১৫-৫

যাঁহাদের অভিমান ও মোহ নাই, যাঁহারা সংসার-আসক্তি জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্, যাঁহাদের কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহারা সুখদুঃখ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, তাদৃশ বিবেকী পুরুষগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। ১৫-৫

ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ১৫-৬

যে পদ প্রাপ্ত হইলে সাধক আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না, যে পদ সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই আমার পরম স্বরূপ। ১৫-৬

BANGLADARSHAN.COM

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ১৫-৭

আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পাঁচ ইন্দ্রিয়কে সংসারে অর্থাৎ কর্মভূমিতে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ১৫-৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ১৫-৮

যেমন বায়ু পুষ্পাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম কণাসমূহ লইয়া যায় তদ্রূপ যখন জীব এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে প্রবেশ করেন, তখন এই সকলকে (এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে) সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ১৫-৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ১৫-৯

জীবাত্মা কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, নাসিকা এবং মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয়সকল ভোগ করিয়া থাকেন। ১৫-৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১৫-১০

জীব কিরূপে সত্ত্বাদি গুণসংযুক্ত হইয়া দেহে অবস্থিত থাকিয়া বিষয়সমূহ ভোগ করেন, অথবা কিরূপে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হন, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখিতে পান না, কিন্তু জ্ঞানিগণ জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। ১৫-১০

BANGLADARSHAN.COM

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।

যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১৫-১১

সাধনে যত্নশীল যোগিগণ আপনাতে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা অজিতেন্দ্রিয় ও অবিবেকী তাহারা যত্ন করিলেও ইঁহাকে দেখিতে পায় না। ১৫-১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১৫-১২

যে তেজ সূর্যে থাকিয়া সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্রমা ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে। ১৫-১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৫-১৩

আমি পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় বলের দ্বারা ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি। আমি অমৃতরসযুক্ত চন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া ব্রীহি যবাদি ওষধিগণকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকি। ১৫-১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।

প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৫-১৪

আমি বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি) রূপে প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া চর্ব্য চূষ্যাদি চতুর্বিধ খাদ্য পরিপাক করি। ১৫-১৪

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনঞ্চ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫-১৫

আমি অন্তর্যামিরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি, আমা হইতেই প্রাণিগণের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিলোপও সাধিত হয় ; আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য, আমিই আচার্যরূপে বেদান্তের অর্থ-প্রকাশক এবং আমিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বেদার্থ পরিজ্ঞাত হই। ১৫-১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৫-১৬

ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ ইহলোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সর্বভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ বলিয়া কথিত হন। ১৫-১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৫-১৭

অন্য এক উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন, তিনি অব্যয়, তিনি ঈশ্বর। ১৫-১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৫-১৮

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই হেতু আমি লোক-ব্যবহারে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত। ১৫-১৮

BANGLADARSHAN.COM

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ ১৫-১৯

হে ভারত, যিনি মোহমুক্ত হইয়া এই ভাবে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন। ১৫-১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ১৫-২০

হে নিষ্পাপ, আমি এই অতি গুহ্যকথা তোমাকে কহিলাম। যে কেহ ইহা জানিলে জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়। (অতএব তুমিও যে কৃতার্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?) ১৫-২০

পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

সংসার-বৃক্ষ ; পুরুষোত্তম-তত্ত্ব

সংসার বৃক্ষ। জ্ঞান বৃক্ষ উর্ধ্বমূল অশ্বত্থ-বৃক্ষস্বরূপ ; উহার মূল উর্ধ্বদিকে (পরব্রহ্ম) ; উহার শাখাসমূহ অধোদিকে বিস্তৃত ; বেদসমূহ উহার পত্র-স্বরূপ। মায়াবদ্ধ জীব ইহার প্রকৃত স্বরূপ জানে না, বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রদ্বারা মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া সংসার-প্রবৃত্তির আদি কারণ পরমেশ্বরের পরমপদ অন্বেষণ করা কর্তব্য। অভিমান, আসক্তি, কামনা ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইলে সেই পরমপদ লাভ হয়।

জীবের জন্মকর্ম। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, জীব আমারই সনাতন অংশ। উহা কর্মফলে সদসদ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করে। উহা দেহত্যাগ কালে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া উৎক্রান্ত হয় এবং স্বকর্মানুযায়ী নূতন স্থূল শরীর ধারণ করিয়া ঐ সূক্ষ্ম শরীর লইয়াই পুনরায় বিষয়সমূহ ভোগ করিতে থাকে।

আমিই সর্বকারণের কারণ। চন্দ্রসূর্যাদি সমস্তই আমার সত্তায় সত্তাবান্, আমার শক্তিতে শক্তিমান্। আমিই পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি। আমিই বেদসমূহে একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং আমিই আচার্যরূপে বেদান্তের অর্থ-প্রকাশক।

আমিই পরতত্ত্ব পুরুষোত্তম। লোকে ক্ষর (সর্বভূত, প্রকৃতিজড়িত জীব) ও অক্ষর (কূটস্থ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব) এই দুই পুরুষ প্রথিত আছে। আমি ক্ষরের অতীত এবং কূটস্থ হইতেও উত্তম, এই হেতু আমি পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত। আমাকে পুরুষোত্তম জানিলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। তখন জীব বুঝিতে পারে যে, আমিই নির্গুণ, আমিই সগুণ, আমিই বিশ্বরূপ, আমিই অবতার, আমিই আত্মা। এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব অতি গুহ্য। ইহা জানিলে জীব কৃতকৃত্য হয় ; সে সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করে।

এই অধ্যায়ে প্রধান আলোচনার বিষয় পুরুষোত্তম তত্ত্ব। এই হেতু ইহাকে পুরুষোত্তম-যোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

BANGLADARSHAN.COM

॥ষোড়শ অধ্যায়॥

॥দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগ॥

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১৬-১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।

দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ১৬-২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ১৬-৩

নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মযোগে তৎপরতা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জন, জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা (অক্রৌর্য), কু-কর্মে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, দ্রোহ বা হিংসা না করা, অনভিমান –হে ভারত, এই সকল গুণ দৈবী সম্পদ্ অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে। (অর্থাৎ যাঁহারা পূর্বজন্মের কর্মফলে দৈবী সম্পদ্ ভোগার্থ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদেরই এই সকল সাত্ত্বিক গুণ জন্মিয়া থাকে)। ১৬-১-২-৩

BANGLADARSHAN.COM

দম্ভো দর্পোভিহমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ১৬-৪

হে পার্থ, দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান আসুরী সম্পদ্-অভিমুখে জাত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই সকল রাজসিক এবং তামসিক প্রকৃতির লোকের ধর্ম। ১৬-৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব॥ ১৬-৫

দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের হেতু এবং আসুরী সম্পদ্ সংসার-বন্ধনের কারণ হয়। হে পাণ্ডব, শোক করিও না ; কারণ তুমি দৈবী সম্পদ্ অভিমুখে জন্মিয়াছ। ১৬-৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ১৬-৬

হে পার্থ, এ জগতে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার প্রানীর সৃষ্টি হয়। দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা সবিস্তার করিয়াছি, এক্ষণে আসুরী প্রকৃতির কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। ১৬-৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ১৬-৭

আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ জানে না যে, ধর্মে প্রবৃত্তিই বা কি আর অধর্ম হইতে নিবৃত্তিই বা কি, অর্থাৎ তাহাদের ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান নাই। অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার বা সত্য কিছুই নাই। ১৬-৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ১৬-৮

এই আসুর প্রকৃতির লোকেরা বলিয়া থাকে যে, এই জগতে সত্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সকলই অসত্য ; জগতে ধর্মাধর্মেরও কোন ব্যবস্থা নাই এবং ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাপক ঈশ্বর বলিয়াও কোন বস্তু নাই। ইহা কেবল স্ত্রী-পুরুষের অন্যোন্যসংযোগে জাত। স্ত্রী-পুরুষের কামই ইহার একমাত্র কারণ, ইহার অন্য কারণ নাই। (অথবা মতান্তরে, জগতের শাস্ত্রোক্ত কোন সৃষ্টি-পরম্পরা নাই। জগতের সকল পদার্থই মনুষ্যের কামনা-বাসনা তৃপ্ত করিবার জন্য। তাহাদের অন্য কোনও উপযোগ নাই)। ১৬-৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ১৬-৯

পূর্বোক্ত দৃষ্টি (নিরীশ্বরবাদীদিগের মত) অবলম্বন করিয়া বিকৃতমতি, অল্পবুদ্ধি ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয় ; তাহারা জগতের বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ১৬-৯

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১৬-১০

যাহা কখনও পূর্ণ হইবার নহে, এইরূপ কামনার বশীভূত হইয়া দম্ভ, অভিমান ও গর্বে মত্ত হইয়া, তন্ত্রমন্ত্রাদি দ্বারা স্ত্রী-রত্নাদি প্রাপ্ত হইব, অবিবেকবশতঃ এইরূপ দুরাশার বশবর্তী হইয়া অশুচিব্রত অবলম্বন করতঃ তাহারা কর্মে (ক্ষুদ্র দেবতাদির উপাসনায়) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ১৬-১০

BANGLADARSHAN.COM

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১৬-১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১৬-১২

মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপরিমেয় বিষয়-চিন্তা আশ্রয় করিয়া (যাবজ্জীবন নিরন্তর বিষয়চিন্তাপরায়ণ হইয়া) বিষয়ভোগনিরত এই সকল ব্যক্তি নিশ্চয় করে যে, কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ, এতদ্ব্যতীত জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই, সুতরাং ইহারা শত শত আশাপাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধপরায়ণ হইয়া অসৎ মার্গ অবলম্বনপূর্বক অর্থ-সংগ্রহে সচেষ্ট হয়। ১৬-১১-১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৬-১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৬-১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৬-১৫

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬-১৬

অদ্য আমার এই লাভ হইল, পরে এই ইষ্টবস্তু পাইব, এই ধন আমার আছে, এই ধন আমার পরে হইবে, এই শত্রুকে আমি পরাজিত করিয়াছি, অন্যান্যকেও হত করিব ; আমি সকলের প্রভু, আমিই সকল ভোগের অধিকারী, আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার তুল্য আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, মজা করিব –এই প্রকার অজ্ঞানে বিমূঢ়, বিবিধ বিষয়-চিন্তা বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে জড়িত, বিষয়ভোগে আসক্ত ব্যক্তিগণ অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ১৬-১৩-১৪-১৫-১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।

যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ ১৬-১৭

আত্মশ্লাঘাযুক্ত, অবিনয়ী, ধনমানের গর্বে বিমূঢ় সেই আসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ দম্ভ প্রকাশ করিয়া অবিধিপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞ করে। ১৬-১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৬-১৮

সাধুগণের অসূয়াকারী সেই সকল ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে। ১৬-১৮

BANGLADARSHAN.COM

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৬-১৯

এইরূপ দ্বেষপরবশ, ক্রূরমতি, নরাধম, আসুরপুরুষগণকে আমি সংসারে (ব্যাঘ্র-সর্পাদি) আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ১৬-১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ১৬-২০

হে কৌন্তেয়, এই সকল মূঢ় ব্যক্তি জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে না পাইয়া শেষে আরও অধোগতি (কৃমিকীটাদি যোনি) প্রাপ্ত হয়। ১৬-২০

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ১৬-২১

কাম, ক্রোধ এবং লোভ–এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ, ইহারা আত্মার বিনাশের মূল (জীবের অধোগতির কারণ), সুতরাং এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে। ১৬-২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ১৬-২২

হে কৌন্তেয়, নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটি (কাম, ক্রোধ ও লোভ) হইতে মুক্ত হইলে মানুষ আপনার কল্যাণ সাধনপূর্বক পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ১৬-২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ১৬-২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, তাহার শান্তি-সুখও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। ১৬-২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥ ১৬-২৪

অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতরাং তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া যথাধিকার কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও। ১৬-২৪

ষোড়শ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

দৈব ও আসুর সম্পদ্

শ্রীভগবান্ পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন, যে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে-ই জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়। কিন্ত নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, আসুরী প্রকৃতির লোক তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জানে না, তাহারা বিবিধ কামনার বশবর্তী হইয়া দম্ভাদি সহকারে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র দেবতাদির আরাধনা করে। কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া তাঁহারই ভজন-পূজন করেন। দৈব (সত্ত্বপ্রধান) ও আসুরী (রজস্তমোপ্রধান), এই দুই প্রকার স্বভাব বা সম্পদ্ লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে, এই দুই প্রকার স্বভাবের বিস্তারিত বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

BANGLADARSHAN.COM

দৈবী সম্পদ্। প্রথম তিনটি শ্লোকে ভয়াভাব, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা প্রভৃতি দৈবী প্রকৃতির ২৬টি গুণ নির্দেশ করা হইয়াছে। এইগুলি মোক্ষপথের সহায়। অর্জুন দৈবী সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তাঁহার শোকের কারণ নাই।

আসুর-প্রকৃতি লোকের স্বভাব। দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নির্দয়তা ও অজ্ঞান—এগুলি আসুরী সম্পদ্ অর্থাৎ রজস্তমোগুণাক্রান্ত লোকের স্বভাব। এ সকল বন্ধনের কারণ। আসুরী প্রকৃতির লোকের ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান নাই। ইহারা সততদম্ভ করিয়া বলে, আমি প্রভু, আমি ধনী, আমি মানী, আমি যজ্ঞ করি, দান করি, আড়ম্বর করি, ইহাদের 'আমিই' সব। এই মূঢ়মতি আসুর প্রকৃতির লোকগণ পুনঃ পুনঃ আসুরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করে।

আসুর স্বভাবের মূল কারণ। দম্ভ, দর্প, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসুর স্বভাবের যে সকল দোষ উল্লিখিত হইল, কাম ক্রোধ লোভ, এই তিনটিই উহার মূল কারণ। এই তিনটিই নরকের দ্বারস্বরূপ, এই তিনটি ত্যাগ করিতে পারিলেই স্বভাবের সংশোধন হইয়া শ্রেয়োলাভ হয়।

শাস্ত্রবিধির প্রয়োজনীয়তা। কি প্রকারে জীবন পরিচালনা করিলে কাম, ক্রোধ, লোভাদি জয় করিয়া নিজের পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও সমাজের হিতসাধন করা যায়, তাহাই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণপূর্বক ধর্ম ও লোকরক্ষার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রবিধি প্রবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে শাস্ত্রবিধির পরিবর্তন হয়, এইরূপ পরিবর্তন ব্যতীত সমাজ রক্ষা হয় না, উহাই যুগধর্ম ; শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে এদিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

এই অধ্যায়ে দৈব ও আসুর সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগযোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

॥ সপ্তদশ অধ্যায়॥

॥শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ॥

॥অর্জুন উবাচ॥

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১৭-১

অর্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া (অথচ) শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাগযজ্ঞ পূজাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিষ্ঠা কিরূপ ? সাত্ত্বিকী, না রাজসী, না তামসী ? ১৭-১

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ১৭-২

শ্রীভগবান্ কহিলেন, দেহীগণের সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, এই প্রকারের শ্রদ্ধা আছে, উহা স্বভাবজাত অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার-প্রসূত ; তাহা বিস্তারিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭-২

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ১৭-৩

হে ভারত, সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তি বা স্বভাবের অনুরূপ হইয়া থাকে। মনুষ্য শ্রদ্ধাময় ; যে যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেইরূপই হয়। ১৭-৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ১৭-৪

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করেন, রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যক্ষরক্ষদিগের পূজা করেন এবং তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতের পূজা করিয়া থাকে। ১৭-৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।

দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতা॥ ১৭-৫

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।

মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ১৭-৬

দম্ভ, অহঙ্কার, কামনা ও আসক্তিযুক্ত এবং বলগর্বিত হইয়া যে সকল অবিবেকী ব্যক্তি শরীরস্থ ভূতগণকে এবং অন্তর্যামিরূপে দেহমধ্যস্থ আমাকে কৃশ করিয়া (কষ্ট দিয়া) শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ অত্যুগ্র তপস্যাদি করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আসুরবুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। ১৭-৫-৬

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ১৭-৭

[প্রকৃতিভেদে] সকলেরই প্রিয় আহারও ত্রিবিধ হইয়া থাকে ; সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ ; উহাদের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ তাহা শ্রবণ কর। ১৭-৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ১৭-৮

সাত্ত্বিক আহার—যাহা আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচি এ সকলের বর্ধনকারী এবং সরস, স্নেহযুক্ত, সারবান্ এবং প্রীতিকর, এইরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। ১৭-৮

BANGLADARSHAN.COM

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।

আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ১৭-৯

রাজস আহার—অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিদাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপাদক আহার রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয়। ১৭-৯

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১৭-১০

তামস আহার—যে খাদ্য বহু পূর্বে পক্ব, যাহার রস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যাহা দুর্গন্ধ, পর্যুষিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, তাহা তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়। ১৭-১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১৭-১১

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ‘যজ্ঞ করিতে হয় তাই করি’ এইরূপ অবশ্য-কর্তব্য বোধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শান্তচিত্তে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ১৭-১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১৭-১২

কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং দম্ভার্থে (নিজ ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব বা ধার্মিকতা প্রকাশার্থ) যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ১৭-১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৭-১৩

শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য, অন্নদানবিহীন, শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞকে তামস-যজ্ঞ বলে। ১৭-১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৭-১৪

দেব, দ্বিজ, গুরু, বিদ্বান্ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, এই সকলকে শারীর তপস্যা বলে। ১৭-১৪

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৭-১৫

যাহা কাহারও উদ্বেগকর হয় না, যাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর এইরূপ বাক্য এবং যথাযথ শাস্ত্রাভ্যাস –এই সকলকে বাঙ্ময় বা বাচিক তপস্যা বলা হয়। ১৭-১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৭-১৬

চিত্তের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, বাক্-সংযম, আত্মসংযম বা মনসংযম এবং অন্যের সহিত ব্যবহারে কপটতারাহিত্য, এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে। ১৭-১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরচক্ষতে॥ ১৭-১৭

BANGLADARSHAN.COM

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যা যদি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। ১৭-১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৭-১৮

সৎকার, মান ও পূজা লাভ করিবার জন্য দম্ভ সহকারে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহলোকে যাহার ফল অনিত্য এবং অনিশ্চিত, তাহাকে রাজস তপস্যা বলে।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।

পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৭-১৯

মোহাচ্ছন্নবুদ্ধিবশে নিজের শরীরাদিগেও পীড়া দিয়া অথবা জারণ, মারণাদি অভিচার দ্বারা পরের বিনাশার্থ যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামস তপস্যা বলে। ১৭-১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ১৭-২০

“দান করা উচিত, তাই দান করি” এইরূপ কর্তব্য-বুদ্ধিতে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া অনুপকারী ব্যক্তিকে (অর্থাৎ প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া) যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে। ১৭-২০

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।

দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ১৭-২১

পরন্তু প্রত্যুপকারের আশায় অথবা স্বর্গাদি ফল কামনায় অতি কষ্টের সহিত যে দান করা হয়, তাহাকে রাজস দান বলে। ১৭-২১

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়েত।

অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৭-২২

অনুপযুক্ত দেশে, অনুপযুক্ত কালে এবং অনুপযুক্ত পাত্রে যে দান এবং (উপযুক্ত দেশকালপাত্রে প্রদত্ত হইলেও) সৎকারশূন্য এবং অবজ্ঞাসহকারে কৃত যে দান, তাহাকে তামস দান বলে। ১৭-২২

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ১৭-২৩

(শাস্ত্রে) 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিন প্রকারে পরব্রহ্মের নাম নির্দেশ করা হইয়াছে ; এই নির্দেশ হইতেই পূর্বকালে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে। ১৭-২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১৭-২৪

এই হেতু ব্রহ্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম সর্বদা 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ১৭-২৪

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ১৭-২৫

BANGLADARSHAN.COM

যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারা ফল কামনা ত্যাগ করিয়া 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক বিবিধ যজ্ঞ তপস্যা এবং দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। ১৭-২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।

প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ১৭-২৬

হে পার্থ, সদ্ভাব ও সাধুভাবে অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশার্থ সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয় ; এবং (বিবাহাদি) মঙ্গল কর্মেও সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ১৭-২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিচি চোচ্যতে।

কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ১৭-২৭

যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে স্থিতি অর্থাৎ নিষ্ঠা বা তৎপর হইয়া থাকাকেও সৎ বলে এবং এই সকলের জন্য যে কিছু কর্ম করিতে হয় তাহাও সৎ বলিয়া কথিত হয়। ১৭-২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ১৭-২৮

হে পার্থ, হোম, দান, তপস্যা বা অন্য কিছু যাহা অশ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদয় অসৎ বলিয়া কথিত হয়। সে সকল না ইহলোকে না পরলোকে ফলদায়ক হয়। ১৭-২৮

সপ্তদশ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ

ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, কার্যাকার্য-নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। কিন্তু অনেকে শাস্ত্র অমান্য না করিলেও অজ্ঞানতা বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রবিধির অনুবর্তন করে না, অথচ শ্রদ্ধাপূর্বক পূজার্চনাদি করে। ইহাদের নিষ্ঠা কিরূপ, সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক, ইহাই এক্ষণে অর্জুনের প্রশ্ন।

শ্রদ্ধা ত্রিবিধ। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, মনুষ্যের শ্রদ্ধা স্বভাবজাত অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার-প্রসূত ; সুতরাং যাহার অন্তঃকরণের যেরূপ সংস্কার তাহার শ্রদ্ধাও সেইরূপই হয়। সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে জীবের ত্রিবিধ স্বভাব হয় ; সুতরাং তাহার শ্রদ্ধাও স্বভাব-ভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক এইরূপ ত্রিবিধ হয়। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি দেবতার পূজা করে, রাজসিক প্রকৃতির লোক যক্ষরক্ষাদির পূজা করে, তামসিক প্রকৃতির লোক ভূতপ্রেতের পূজা করে।

ত্রিবিধ আহারাদি। শ্রদ্ধা যেরূপ ত্রিবিধ, সেইরূপ আহার, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও প্রকৃতিভেদে ত্রিবিধ হয়। ৭ম-২৩শ শ্লোকে এই সকল বর্ণিত হইয়াছে।

কর্মে ব্রহ্মনির্দেশ। ব্রাহ্মণাদি প্রজাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই প্রজারক্ষার জন্য যজ্ঞাদি কর্মেরও সৃষ্টি হইয়াছে। পরব্রহ্ম হইতে এ সকলের উদ্ভব। 'ওঁ তৎ সৎ' ব্রহ্মবাচক সঙ্কল্প। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কর্মই 'ওঁ' এই ব্রহ্মবাচক সঙ্কল্প করিয়া সম্পন্ন করা কর্তব্য। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি যে নিষ্কাম কর্ম করেন তাহাতে ব্রহ্মবাচক 'তৎ' এই সঙ্কল্প প্রযোজ্য। 'সৎ' শব্দে ব্রহ্মও বুঝায় এবং 'অস্তিত্ব' ও 'সাধুতা'ও বুঝায়। নিষ্কাম না হইলেও লোক-রক্ষার অনুকূল বিবাহাদি পবিত্র শুভকর্মে 'সৎ' শব্দ প্রযোজ্য।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রদ্ধাই যজ্ঞদানতপস্যাদি ধর্মকর্মের প্রাণস্বরূপ। শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হইলেই ঐ সকল কল্যাণকর সৎকর্ম বলিয়া উক্ত হয়। অশ্রদ্ধা-সহকারে কৃত যজ্ঞদানাদি যে কোন কর্ম, তাহা অসৎ কর্ম বলিয়া গণ্য। উহা কি ইহকালে কি পরকালে কুত্রাপি ফলদায়ক হয় না।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রদ্ধার স্বরূপ এবং উহার ত্রিবিধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

॥অষ্টাদশ অধ্যায়॥

॥মোক্ষযোগ॥

॥অর্জুন উবাচ॥

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।

ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১৮-১

অর্জুন কহিলেন–হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন, সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব কি, তাহা পৃথক্ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ১৮-১

॥শ্রীভগবান্ উবাচ॥

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ। ১৮-২

শ্রীভগবান্ বলিলেন–কাম্য কর্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন ; এবং সমস্ত কর্মের ফল-ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শিগণ ত্যাগ বলিয়া থাকেন। ১৮-২

BANGLADARSHAN.COM

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ১৮-৩

কোন কোন পণ্ডিতগণ (সাংখ্য পণ্ডিতগণ) বলেন যে, কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, অতএব ত্যাজ্য ; অন্য কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপঃকর্ম ত্যাজ্য নহে। ১৮-৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।

ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ॥ ১৮-৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর ; হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৮-৪

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ১৮-৫

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাজ্য নহে, উহা করাই কর্তব্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিদ্বান্‌গণেরও চিত্তশুদ্ধিকর। ১৮-৫

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ১৮-৬

হে পার্থ, এই সকল কর্মও কর্তৃত্বাভিমান ও ফল কামনা ত্যাগ করিয়া করা কর্তব্য। ইহাই আমার নিশ্চিত মত এবং ইহাই উত্তম মত। ১৮-৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।

মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ। ১৮-৭

স্বধর্ম বলিয়া যাহার যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে, সেই কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। মোহবশতঃ সেই কর্ম ত্যাগ করাকে তামসত্যাগ বলে। ১৮-৭

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ১৮-৮

কর্মানুষ্ঠান দুঃখকর মনে করিয়া কায়িক ক্লেশের ভয়ে যে কর্মত্যাগ করা হয়, তাহা রাজসত্যাগ। যিনি এই ভাবে কর্মত্যাগ করেন, তিনি প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ করেন না। ১৮-৮

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ১৮-৯

হে অর্জুন, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া, কেবল কর্তব্য বলিয়া যে বিহিত কর্ম করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া কথিত হয়। (অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ, কর্মত্যাগ নহে)। ১৮-৯

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১৮-১০

সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়শূন্য পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক ত্যাগী পুরুষ দুঃখকর কর্মেও দ্বেষ করেন না এবং সুখকর কর্মেও আসক্ত হন না। (অর্থাৎ রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া কেবল কর্তব্যবোধে কর্ম করিয়া থাকেন)। ১৮-১০

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১৮-১১

BANGLADARSHAN.COM

যে দেহ ধারণ করে তাহার পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা সম্ভবপর নয় ; অতএব যিনি (কর্ম করিয়াও) কর্মফল ত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বলিয়া কথিত হন। ১৮-১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১৮-১২

যাঁহারা ফল-কামনা ত্যাগ করেন না সেই অত্যাগী পুরুষগণের মৃত্যুর পরে অনিষ্ট, ইষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট-মিশ্র, তাঁহাদের কর্মানুসারে এই তিন প্রকার ফল লাভ হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীদের অর্থাৎ যাঁহারা কর্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন, তাঁহাদের কখনও ফল লাভ হয় না। (অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম করিলেও কর্মে আবদ্ধ হন না)। ১৮-১২

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৮-১৩

হে মহাবাহো, যে কোন কর্ম সম্পাদনের পক্ষে পাঁচটি কারণ সাংখ্য-সিদ্ধান্তে বর্ণিত আছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ১৮-১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৮-১৪

অধিষ্ঠান (স্থান), কর্তা, বিবিধ কারণ বা সাধন (যন্ত্র), কর্তার অনেক প্রকার চেষ্টা বা ব্যাপার এবং পঞ্চম কারণ দৈব। ১৮-১৪

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৮-১৫

মনুষ্য শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম করে, পূর্বোক্ত পাঁচটি তাহার কারণ। ১৮-১৫

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৮-১৬

বাস্তবিক অবস্থা এইরূপ হইলেও (অর্থাৎ পূর্বোক্ত পাঁচটিই কর্মের কারণ হইলেও) নিঃসঙ্গ আত্মাকে যে কর্তা বলিয়া মনে করে, তাহার বুদ্ধি শাস্ত্রাদি জ্ঞানের দ্বারা পরিমার্জিত না হওয়ায় সে প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পায় না। ১৮-১৬

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৮-১৭

যাঁহার 'আমি কর্তা' এই ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি কর্মের ফলাফলে আসক্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না এবং তাহার ফলে আবদ্ধও হন না। ১৮-১৭

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।

করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮-১৮

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা, এই তিনটি কর্মচোদনা অর্থাৎ কর্মপ্রবর্তক বা কর্মপ্রবৃত্তির হেতু। করণ, কর্ম, কর্তা, এই তিনটি কর্মসংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়। ১৮-১৮

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণুতান্যপি॥ ১৮-১৯

কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে, সে সকল যথাবৎ কহিতেছি শ্রবণ করে। ১৮-১৯

BANGLADARSHAN.COM

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ১৮-২০

যে জ্ঞানদ্বারা পরস্পর বিভক্তভাবে প্রতীয়মান সর্বভূতে এক অদ্বয় অব্যয় বস্তু (পরমাত্মতত্ত্ব) পরিদৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিবে। ১৮-২০

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্ বিধান।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১৮-২১

যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবের অনুভূতি হয় তাহা রাজস জ্ঞান। ১৮-২১

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।

অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৮-২২

তামস জ্ঞান তুচ্ছ একই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকে, উহার বাহিরে যায় না। যেমন—অনেক লোক আছে, যাহারা মৃত্তিকা, পাথর, বৃক্ষাদিকেই মনে করে ঈশ্বর, উহা ব্যতীত ঈশ্বরের অন্যবিধ স্বরূপ বা সত্তার ধারণা তাহাদের নাই। উহাই তাহাদের একমাত্র উপাস্য বস্তু। ইহা অযৌক্তিক তুচ্ছ তামস জ্ঞান। ১৮-২২

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।

অফলপ্রেপ্সু না কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ১৮-২৩

কর্মকর্তা ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক রাগদ্বেষ-বর্জিত হইয়া অনাসক্তভাবে অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়। ১৮-২৩

যৎ তু কামেপ্সু না কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ১৮-২৪

আর, ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া অথবা অহঙ্কার সহকারে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস কর্ম বলিয়া কথিত হয়। ১৮-২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।

মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥ ১৮-২৫

ভাবিফল কি হইবে, নিজের সামর্থ্য কতটুকু, প্রাণিহিংসাদি হইবে কিনা, পরিণামে কিরূপ হানি হওয়ার সম্ভাবনা –এইসকল বিচার না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস কর্ম বলিয়া কথিত হয়। ১৮-২৫

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ১৮-২৬

যিনি আসক্তিবর্জিত, যিনি 'আমি', 'আমার' বলেন না অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান ও মমত্ববর্জিত, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদশূন্য হইয়া নির্বিকার চিত্তে ধৈর্য ও উৎসাহ সহকারে কর্ম করেন, তাঁহাকে সাত্ত্বিক কর্তা বলে। ১৮-২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ১৮-২৭

বিষয়াসক্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শৌচাচারহীন, সিদ্ধিলাভে হর্ষান্বিত ও অসিদ্ধিতে শোকান্বিত –এরূপ কর্তাকে রাজস কর্তা বলে। ১৮-২৭

BANGLADARSHAN.COM

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধাঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ।

বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥ ১৮-২৮

যে অস্থিরমতি, অভদ্র, অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিনাশক, অলস, সদা অবসন্নচিত্ত ও দীর্ঘসূত্রী, তাহাকে তামস কর্তা বলে। ১৮-২৮

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ১৮-২৯

হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধির ও ধৃতিরও যে গুণানুসারে তিনপ্রকার ভেদ হয় তাহা পৃথক্ পৃথক্ সুস্পষ্টরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮-২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।

বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ১৮-৩০

হে পার্থ, কর্ম করা অথবা কর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকা (অর্থাৎ কর্মমার্গ বা সন্ন্যাস), কর্তব্য কি, অকর্তব্য কি, কিসে ভয়, কিসে অভয়, কিসে বন্ধ, কিসে মোক্ষ, এই সকল যে বুদ্ধিদ্বারা যথাযথরূপে বুঝা যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। ১৮-৩০

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ১৮-৩১

হে পার্থ, যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য যথার্থরূপে বুঝা যায় না, তাহা রাজসী বুদ্ধি। ১৮-৩১

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ১৮-৩২

হে পার্থ, যে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকাতে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল বিষয়ই বিপরীত বুঝে, তাহা তামসী বুদ্ধি। ১৮-৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ১৮-৩৩

যে অবিচলিত ধৃতিদ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমাধি বা সমদর্শনরূপ যোগবলে নিয়মিত হয়, তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি। ১৮-৩৩

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ১৮-৩৪

হে পার্থ, হে অর্জুন, যে ধৃতিদ্বারা মনুষ্য ধর্ম, অর্থ ও কামোপভোগেই লাগিয়া থাকে এবং সেই সেই প্রসঙ্গে ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহা রাজসী ধৃতি। ১৮-৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ১৮-৩৫

হে পার্থ, যে ধৃতিদ্বারা দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদ ছাড়িতে পারে না অর্থাৎ যাহাতে মনুষ্যকে এই সকল বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা তামসী ধৃতি। ১৮-৩৫

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ১৮-৩৬

হে ভরতর্ষভ, এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। ১৮-৩৬

BANGLADARSHAN.COM

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি-প্রসাদজম্॥ ১৮-৩৭

যে সুখে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশতঃ আনন্দ লাভ হয় (হঠাৎ নহে), যাহা লাভ হইলে দুঃখের অন্ত হয়, যাহা অগ্রে বিষের ন্যায়, পরিণামে অমৃততুল্য, যাহা আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। ১৮-৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ১৮-৩৮

রূপরসাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ যে সুখ উৎপন্ন হয় এবং যাহা অগ্রে অমৃতের ন্যায় কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য হয়, সেই সুখকে রাজস সুখ কহে। ১৮-৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৮-৩৯

যে সুখ প্রথমে এবং পরিণামেও আত্মার বা বুদ্ধির মোহজনক এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও কর্তব্যবিস্মৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে তামস সুখ বলে। ১৮-৩৯

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥ ১৮-৪০

পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা দেবগণের মধ্যেও এমন প্রাণী বা বস্তু নাই যাহা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণ হইতে মুক্ত। ১৮-৪০

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ১৮-৪১

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্মসকল স্বভাবজাত গুণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত হইয়াছে। ১৮-৪১

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ ১৮-৪২

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা—এই সমস্ত ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। ১৮-৪২

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ১৮-৪৩

পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, কার্যকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা, শাসন-ক্ষমতা, এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। ১৮-৪৩

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।

পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ১৮-৪৪

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যদিগের এবং সেবাত্মক কর্ম শূদ্রদিগের স্বভাবজাত। ১৮-৪৪

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতে তচ্ছৃণু॥ ১৮-৪৫

BANGLADARSHAN.COM

নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করে ; স্বকর্মে তৎপর থাকিলে কিরূপে মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে তাহা শুন। ১৮-৪৫

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮-৪৬

যাঁহা হইতে ভূতসমূহের উৎপত্তি বা জীবের কর্মচেষ্টা, যিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, মানব নিজ কর্মদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ১৮-৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং॥ ১৮-৪৭

স্বধর্ম দোষ-বিশিষ্ট হইলেও সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বভাব-নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া লোকে পাপভোগী হয় না। ১৮-৪৭

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।

সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ১৮-৪৮

হে কৌন্তেয়, স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে নাই। অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ কর্মমাত্রই দোষযুক্ত। ১৮-৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ১৮-৪৯

যিনি সর্ববিষয়ে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয় ও নিস্পৃহ, তিনি কর্মফল ত্যাগের দ্বারা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। ১৮-৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ১৮-৫০

হে কৌন্তেয়, এইরূপে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি যে প্রকারে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ; উহাই জ্ঞানের চরম অবস্থা। ১৮-৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ১৮-৫১

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ১৮-৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।

বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৮-৫৩

বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৈর্যসহ আত্মসংযমন করিয়া, শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া, রাগদ্বেষ বর্জন করিয়া, নির্জন স্থানে অবস্থিত ও মিতভোজী হইয়া, বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সর্বদা ধ্যানে নিরত থাকিয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং বাহ্য ভোগসাধনার্থ প্রাপ্ত দ্রব্যাদি বর্জন করতঃ মমত্ববুদ্ধিহীন প্রশান্তচিত্ত সাধক ব্রহ্মভাব লাভে সমর্ত হন। ১৮-৫১-৫২-৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমং সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮-৫৪

BANGLADARSHAN.COM

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে পর তিনি প্রসন্নচিত্ত হইয়া (নষ্ট বস্তুর জন্য) শোক করেন না, বা (অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য) আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হন এবং আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন। ১৮-৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮-৫৫

(যিনি) এইরূপ পরাভক্তিদ্বারা আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন, (তিনিই) বুঝিতে পারেন—আমি কে, আমার কত বিভাব, আমার সমগ্র স্বরূপ কি ; এবং এইরূপে আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া তদনন্তর (তিনি) আমাতে প্রবেশ করেন। ১৮-৫৫

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ১৮-৫৬

আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্বদা সর্বকর্ম করিতে থাকিলেও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়। ১৮-৫৬

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ১৮-৫৭

মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, সাম্য-বুদ্ধিরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া, সর্বদা আমাতে চিত্ত রাখ (এবং যথাধিকার স্বকর্ম করিতে থাক)। ১৮-৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।

অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ১৮-৫৮

আমাতে চিত্ত রাখিলে তুমি আমার অনুগ্রহ সমস্ত সঙ্কট অর্থাৎ কর্মের শুভাশুভ ফল অতিক্রম করিবে। আর যদি আমার কথা না শুন, তবে বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। ১৮-৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥ ১৮-৫৯

তুমি অহঙ্কারবশতঃ এই যে মনে করিতেছ আমি যুদ্ধ করিব না, তোমার এই সঙ্কল্প মিথ্যা ; প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধকর্মে প্রবর্তিত করিবে। ১৮-৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ১৮-৬০

হে কৌন্তেয়, মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজ স্বীয় কর্মে আবদ্ধ থাকায় তোমাকে অবশ হইয়া তাহা করিতে হইবে। ১৮-৬০

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮-৬১

হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্ব জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। ১৮-৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ১৮-৬২

BANGLADARSHAN.COM

হে ভারত, সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ লও ; তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও চিরন্তন স্থান প্রাপ্ত হইবে। ১৮-৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ১৮-৬৩

আমি তোমার নিকট এই গুহ্য হইতেও গুহ্য তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিলাম, তুমি ইহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর। ১৮-৬৩

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ১৮-৬৪

এখন সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরমশ্রেয়ঃসাধন আমার কথা শ্রবণ কর ; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই হেতু তোমাকে এই কল্যাণকর কথা বলিতেছি। ১৮-৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮-৬৫

তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি, তুমি আমাকেই পাইবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়। ১৮-৬৫

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮-৬৬

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও ; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। ১৮-৬৬

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ১৮-৬৭

যে তপস্যা করে না বা স্বধর্মানুষ্ঠান করে না, যে অভক্ত, যে শুনিবার ইচ্ছা রাখে না এবং যে আমাকে নিন্দা করে, এরূপ ব্যক্তিকে তুমি গীতাশাস্ত্র বলিবে না। ১৮-৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ১৮-৬৮

যিনি এই পরম গুহ্যশাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন, তিনি আমাকে পরাভক্তি করায় (অর্থাৎ এই কার্যে আমি ভগবানেরই উপাসনা করিতেছি এইরূপ মনে করায়) আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৮-৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ১৮-৬৯

মনুষ্যমধ্যে গীতা-ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়কারী আর কেহ নাই এবং পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় আর কেহ হইবেও না। ১৮-৬৯

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ১৮-৭০

আর যিনি আমাদের এই ধর্মসংবাদ (গীতাশাস্ত্র) অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার অর্চনা করিলেন, ইহাই আমি মনে করিব। ১৮-৭০

BANGLADARSHAN.COM

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।

সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥ ১৮-৭১

যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া শ্রবণ করেন, তিনিও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যবান্‌গণের প্রাপ্য শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হন। ১৮-৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ১৮-৭২

হে পার্থ, তুমি একাগ্রমনে ইহা শুনিয়াছ ত ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হইয়াছে ত ? ১৮-৭২

॥অর্জুন উবাচ॥

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ১৮-৭৩

অর্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমার কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান লাভ হইল, আমি স্থির হইয়াছি, আমার আর সংশয় নাই, আমি তোমার উপদেশ মত কার্য (যুদ্ধ) করিব। ১৮-৭৩

॥সঞ্জয় উবাচ॥

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥ ১৮-৭৪

সঞ্জয় বলিলেন—এইরূপ মহাত্মা বাসুদেব এবং অর্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষকর সংবাদ আমি শ্রবণ করিয়াছি। ১৮-৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।

যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং॥ ১৮-৭৫

ব্যাসদেবের প্রসাদে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেই আমি এই যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। ১৮-৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ১৮-৭৬

হে রাজন্, কেশব ও অর্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ বারংবার স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ হর্ষ হইতেছে। ১৮-৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ১৮-৭৭

হে রাজন্, হরির সেই অতি অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া আমার অতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে এবং বার বার হর্ষ হইতেছে। ১৮-৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ১৮-৭৮

BANGLADARSHAN.COM

যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই লক্ষ্মী, বিজয়, উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যবৃদ্ধি ও অখণ্ডিত রাজনীতি আছে, ইহাই আমার মত। ১৮-৭৮

অষ্টম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

মোক্ষযোগ

ত্যাগ ও সন্ন্যাস। শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলা হয়, কিন্তু বিচক্ষণেরা সর্বকর্মের ফলমাত্র ত্যাগকেই ত্যাগ বলেন ; সুতরাং যে ফলত্যাগী সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। কোন কোন মতে কর্মমাত্রই দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য, এ সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত মত এই যে, যজ্ঞাদি কর্ম ফলত্যাগ করিয়া করিলেই উহা চিত্তশুদ্ধিকর হয়, উহা একেবারে ত্যাজ্য নহে।

কর্মতত্ত্ব-বিশ্লেষণ। যে কোন কর্ম সম্পাদনের পক্ষে অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, নানাবিধ চেষ্টা এবং দৈব—এই সকল কারণ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যে মনে করে, কেবল 'আমিই' কর্ম করি, সে দুর্মতি প্রকৃত তত্ত্ব বুঝে না। যাহার 'আমি কর্তা' ভাব নাই, তিনি কর্মের শুভাশুভ ফলে আবদ্ধ হন না। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এই তিনটি কর্ম-প্রবৃত্তির হেতু এবং কর্তা, কর্ম, করণ, এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। তন্মধ্যে জ্ঞান, কর্তা ও কর্ম গুণভেদে ত্রিবিধ হয়। আবার কর্তার বুদ্ধি, ধৃতি এবং যে সুখলাভার্থ কর্ম করা হয় সেই সুখও গুণভেদে ত্রিবিধ। এইরূপ গুণভেদবশতঃই বিভিন্ন কর্তার বিভিন্ন কর্মের বিভিন্ন ফল হয়। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবই শ্রেষ্ঠ কর্তা ও মোক্ষদায়ক।

চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম বা স্বভাব-নিয়ত-কর্ম। সনাতন ধর্মের চাতুর্বর্ণ্যাদি ব্যবস্থা প্রকৃতির গুণভেদ অনুসারেই হইয়াছে। যাহার যে কর্ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই তাহার স্বভাবজ বা স্বভাবনিয়ত কর্ম বা স্বধর্ম। লোক সংগ্রহার্থ অনাসক্তচিত্তে স্বধর্ম পালনই ভগবানের প্রকৃত অর্চনা।

কর্মযোগে মোক্ষলাভ কিরূপে হয়। অবশ্য, কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ফলত্যাগ করিয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ম করিলে, তাহাতে বন্ধন হয় না। ইহাকেই নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি বলে। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ হইলে রাগদ্বেষাদি দূর হয়, তখন যোগী ব্রহ্মভূত হন। তখন ভগবান্ পুরুষোত্তমে পরাভক্তি জন্মে, পরাভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের সমগ্র স্বরূপ তত্ত্বতঃ উপলব্ধ হয় এবং সাধক তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তাঁহাকেই তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন।

শেষ উপদেশ। এইরূপে সর্ব কর্ম করিয়াও আমার ভক্ত কর্মযোগী আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। সুতরাং মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া সর্বদা আমাতেই চিত্ত রাখ এবং যথাধিকার স্বকর্ম করিতে থাক, তাহা হইলেই তুমি আমার প্রসাদে কর্মের শুভাশুভ ফল অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

শেষ অভয়বাণী—সর্বধর্মত্যাগ। সর্বশেষে আমার সর্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ কর। শাস্ত্রাদিতে মোক্ষলাভের নানা মার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, নানা বিধিনিষেধ আছে। ঐ সকল বিভিন্ন পথের গণ্ডগোলে না পড়িয়া, নানা ধর্মের নানা রূপ বিধি-নিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া তুমি সর্বতোভাবে আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় নাই।

উপসংহার। এই স্থলে গীতার উপদেশ শেষ হইল। অতঃপর গীতাজ্ঞানের অধিকারী, গীতাপাঠের ফল, গীতা ব্যাখ্যার ফল এবং গীতাশ্রবণের ফল বলিয়া শ্রীভগবান্ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি একাগ্রমনে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন কিনা এবং তাঁহার মোহ দূর হইল কিনা। তদুত্তরে অর্জুন বলিলেন—তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হইয়াছে, আমার আর সংশয় নাই, আমি তোমার বাক্য পালন করিব।

সঞ্জয় বাক্য। ধৃতরাষ্ট্র সমীপে পূর্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ বা গীতাশাস্ত্র বলিয়া সঞ্জয় বলিলেন—আমি ব্যাসদেবের প্রসাদে যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ বারংবার স্মরণ করিয়া আমার মুহুর্মুহুঃ হর্ষ হইতেছে। আমার নিশ্চিত মত এই যে, যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যে পক্ষে ধনুর্ধর পার্থ, সে পক্ষেই রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় ও অখণ্ডিত রাজনীতি আছে।

BANGLADARSHAN.COM

এই অধ্যায়ে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সার-সংগ্রহ করিয়া মোক্ষলাভ কিরূপে হয় তাহাই প্রধানতঃ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে মোক্ষযোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

॥ ওঁ তৎসৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ শান্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিশ্চাস্তু ॥

॥শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্য॥

॥ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

॥ঋষি উবাচ॥

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

ঋষি কহিলেন—হে সূত, পুরাকালে নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাসদেব-কর্তৃক গীতা-মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্তিত হইয়াছিল, আপনি তাহা যথাযথ বর্ণন-করুন। ১

॥সূত উবাচ॥

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্ঠং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুৎ গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২

সূত কহিলেন—ভগবন্, আপনি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; ইহা পরম গোপন বস্তু, সেই উত্তম গীতা-মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে সমর্থ ? ২

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥ ৩

কৃষ্ণই ইহা সম্যগ্‌রূপে জানেন, কুন্তীসূত অর্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপ জনক কথঞ্চিৎ অবগত আছেন। ৩

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সঙ্কীর্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্ বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥ ৪

অন্যান্য সকলে অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া তাহার লেশমাত্র কীর্তন করেন ; আমিও ব্যাসদেবের মুখ হইতে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই এস্থলে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। ৪

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫

সমগ্র উপনিষদ্‌রাশি গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অর্জুন বৎস এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, সুধীগণ তাহা পান করেন। ৫

সারথ্যমর্জুনস্যাদৌ কুর্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬

যিনি লোকত্রয়ের উপকারার্থ প্রথমে অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া এই গীতামৃত প্রদান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। ৬

সংসারসাগরং ঘোরং তর্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।

গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭

যে মানব ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুখে পার হইতে পারেন। ৭

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।

মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্॥ ৮

যে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও অভ্যাসদ্বারা গীতাজ্ঞান লাভ করে নাই, সে মূঢ় যদি মোক্ষ বাঞ্ছা করে, তবে বালকের নিকটও উপহাসাস্পদ হয়। ৮

যে শৃন্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।

ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৯

যাঁহারা অহর্নিশ গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্যজ্ঞান করিবে না, তাঁহারা নিঃসংশয়ে দেবস্বরূপ। ৯

গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জুনায় বৈ।

ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্॥ ১০

যে গীতাজ্ঞান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন, তাহাতে স্বগুণ অথবা নির্গুণ উৎকৃষ্ট ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১০

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছি তৈঃ।

ক্রমশ শ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্মণি॥ ১১

BANGLADARSHAN.COM

গীতার ভক্তিমুক্তিপ্রদান অষ্টাদশ (অধ্যায়রূপ) সোপান দ্বারা প্রেমভক্তি আদি কর্মে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়। ১১

সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।

শ্রদ্ধাহীনস্য তৎকার্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥ ১২

সাধুগণের গীতারূপ পবিত্র সলিলে স্নান সংসার মলনাশক, কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের ঐ কার্য হস্তি-স্নানের ন্যায় নিষ্ফল হয়। ১২

গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।

স এব মানুষে লোকে মোঘকর্মকরো ভবেৎ॥ ১৩

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করে নাই, মনুষ্যলোকে সে বৃথা কর্মকারী। ১৩

তস্মাদ্ গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।

ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্॥ ১৪

অতএব যে গীতাশাস্ত্র জানে না, তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই, তাহার জ্ঞান, কুলশীল ও মনুষ্য-দেহকে ধিক্। ১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।

ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্‌গৃহাশ্রমম্॥ ১৫

গীতার্থ যে না জানে তাহা অপেক্ষা অধম আর কেই নাই, তাহার মনুষ্য-দেহ, সদাচার, কল্যাণ, বিভব ও গৃহাশ্রমে ধিক্। ১৫

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।

ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্॥ ১৬

গীতাশাস্ত্র যে জানে না তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহই নাই ; তাহার অদৃষ্ট, প্রতিষ্ঠা, পূজা, মান-মহত্ত্বে ধিক্। ১৬

গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।

ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ॥ ১৭

গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সমস্তই নিষ্ফল, তাহার শিক্ষাদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশে ধিক্। ১৭

গীতার্থ-পঠনং নাস্তি নামমস্তৎপরো জনঃ।

গীতাগীতং ন যজ্‌জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্॥ ১৮

তন্মোঘং ধর্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্।

তস্মাদ্ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞান-প্রযোজিকা।

সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥ ১৯

যে গীতার্থ পাঠ করে নাই, তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই ; যে জ্ঞান গীতা-সম্মত নহে তাহা আসুর জ্ঞান ; তাহা নিষ্ফল, ধর্মরহিত এবং বেদবেদান্ত-বহির্ভূত, যেহেতু ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রদায়িনী ; গীতা সর্বশাস্ত্রের সারভূত ও বিশুদ্ধ, তাহার তুল্য আর কিছু নাই। ১৮-১৯

যোঽধীতে বিষ্ণুপর্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।

স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শক্রুভির্ন স হ্রীয়তে॥ ২০

যে ব্যক্তি একাদশী বা বিষ্ণুর পর্বদিবসে গীতা পাঠ করেন, তিনি স্বপ্নে, জাগরণে, গমনে বা অবস্থানে, কোন অবস্থাতেই শত্রু-কর্তৃক পীড়িত হন না। ২০

BANGLADARSHAN.COM

শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।

তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্॥ ২১

শালগ্রাম শিলার নিকটে, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ হয়। ২১

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।

যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ॥ ২২

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞ, তীর্থদর্শন বা ব্রতাদি দ্বারা সেরূপ প্রসন্ন হন না। ২২

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ॥ ২৩

যিনি ভক্তিভাবে গীতা পাঠ করেন, তিনি বেদ-পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র পাঠের ফল প্রাপ্ত হন। ২৩

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।

যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ॥ ২৪

যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শিলাময় দেবমূর্তির সমীপে, সাধুজনের সভাতে, যজ্ঞে বা বিষ্ণুভক্তের নিকটে গীতা পাঠ করিলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়। ২৪

গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।

ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ॥ ২৫

যিনি প্রতিদিন গীতাপাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি দক্ষিণাসহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করেন বলিতে হইবে অর্থাৎ ঐরূপ ফলপ্রাপ্ত হন। ২৫

যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্॥ ২৬

যিনি গীতার্থ শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন কিংবা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি পরম পদ লাভ করেন। ২৬

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্যা প্রিয়া ভবেৎ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে॥ ২৮

যিনি যথাবিধি ভক্তিভাবে পরিশুদ্ধ গীতা পুস্তক সাদরে দান করেন, তাঁহার ভার্যা প্রিয় হয় ; এবং তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করিয়া দয়িতাগণের প্রিয় হইয়া পরম সুখ ভোগ করেন, ইহাতে সংশয় নাই। ২৭-২৮

অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চনং গৃহে॥ ২৯

যে গৃহে গীতার অর্চনা হয়, তথায় অভিচারোদ্ভূত বা ভয়নক অভিশাপজনিত কোন দুঃখ উপস্থিত হয় না। ২৯

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ॥ ৩০

BANGLADARSHAN.COM

তথায় ত্রিতাপজনিত পীড়া, কোন প্রকার ব্যাধি, শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক ঘটে না। ৩০

বিস্ফোটকাদয়ো দেহে না বাধন্তে কদাচনঃ।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্॥ ৩১

গীতার্চনা বা পাঠ করিলে দেহে বিস্ফোটকাদি হয় না ; বরং উহাতে শ্রীকৃষ্ণচরণেই দাসত্ব ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ হয়। ৩১

জায়তে সততং সখ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ॥ ৩২

গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্মভোগের অধীন থাকিলেও সর্বজীবের সহিত সখ্যভাব লাভ করেন, তিনি সুখী ও মুক্ত হন, কর্ম তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। ৩২

মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা॥ ৩৩

মহাপাপ বা অতিপাপ করিলেও নলিনীদলগত জলের ন্যায় সেই পাপ গীতাধ্যায়ী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩৩

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ॥ ৩৫

অনাচার, অবাচ্য কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অস্পৃশ্য স্পর্শজনিত পাপসকল এবং জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয়জনিত যে কোন দোষই হউক না কেন, তাহা গীতা-পাঠমাত্রই বিনষ্ট হয়। ৩৪-৩৫

সর্বত্র প্রতিভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন॥ ৩৬

সকলের অন্ন ভোজন এবং সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠকারীকে তজ্জনিত পাপ স্পর্শ করে না। ৩৬

রত্নপূর্ণাং মহীং সর্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা॥ ৩৭

অন্যায়পূর্বক রত্নপূর্ণা মহী প্রতিগ্রহ করিলেও একবার মাত্র গীতাপাঠ দ্বারা সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ-স্ফটিকবৎ নির্মল হইয়া যায়। ৩৭

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবান্ অপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ববেদার্থদর্শকঃ॥ ৩৯

যাঁহার অন্তঃকরণ সর্বদা গীতায় অনুরক্ত থাকে, তিনিই সাগ্নিক, জাপক, ক্রিয়ান্বিত ও পণ্ডিত ; তিনিই দর্শনীয়, ধনবান্, যোগী ও জ্ঞানবান্ ; তিনিই যাজ্ঞিক, যাজক ও সর্ববেদার্থদর্শী। ৩৮-৩৯

BANGLADARSHAN.COM

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে।
তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥ ৪০

যে স্থানে গীতা-পুস্তক থাকে এবং নিত্য গীতাপাঠ হয় তথায় ভূতলের প্রয়াগাদি সমুদয় তীর্থই বিদ্যমান থাকে। ৪০

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্বদা।
সর্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ॥ ৪১
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদ-ধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে॥ ৪২

যাঁহার গীতাপাঠাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার জীবিতকালে ও দেহাবসানেও সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ ও যোগিগণ তাঁহার দেহরক্ষক হন ; বালগোপাল কৃষ্ণ, নারদ-ধ্রুবাদি পার্ষদ সহিত অবিলম্বে তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। ৪১-৪২

যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ॥ ৪৩

যে স্থানে গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হয়, তথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা সহ আনন্দে বিরাজ করেন। ৪৩

॥ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ॥
গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥ ৪৪

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।

গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥ ৪৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পার্থ, গীতার আমার হৃদয়, গীতাই আমার সারসর্বস্ব, গীতাই আমার অত্যুগ্র এবং অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ ; গীতা আমার উত্তমস্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু। ৪৪-৪৫

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহং।

গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥ ৪৬

গীতার আশ্রয়েই আমি থাকি, গীতাই আমার পরম গৃহ, গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করি। ৪৬

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।

অর্ধমাত্রাহরা নিত্যমনির্বাচ্যপদাত্মিকা॥ ৪৭

গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, ইহাতে সংশয় নাই ; গীতা অর্ধমাত্রারূপিণী, নিত্যা, অনির্বচনীয়পদস্বরূপিণী। ৪৭

গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।

কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৪৮

হে পাণ্ডব, আমি গীতার গুহ্য নামসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর ; ঐ নামসকল কীর্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৮

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।

ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥ ৪৯

BANGLADARSHAN.COM

অর্ধমাত্রা চিতা নন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।

বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥ ৫০

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্ধমাত্রা, চিতা নন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। ৪৯-৫০

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।

জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্॥ ৫১

যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে প্রত্যহ এই সকল নাম জপ করেন, তিনি ইহলোকে নিত্য জ্ঞানসিদ্ধি ও অন্তে পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫১

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণংতদর্ধপাঠমাচরেৎ।

তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২

গীতা সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হইলে অর্ধেক পাঠ করিবে, তাহাতে গোদানের ফললাভ হইবে, সন্দেহ নাই। ৫২

ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।

ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ৫৩

এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমযাগের এবং এক-ষষ্ঠাংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। ৫৩

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।

ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্॥ ৫৪

যিনি নিত্য দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় এক কল্পকাল বাস করিয়া থাকেন। ৫৪

একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।

রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্॥ ৫৫

যিনি ভক্তিভাবে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় গণরূপে চিরকাল বসতি করেন। ৫৫

অধ্যায়ার্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।

প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্॥ ৫৬

যিনি এক অধ্যায়ের অর্ধাংশ বা চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন, তিনি সূর্যলোক প্রাপ্ত হইয়া শত মন্বন্তর তথায় বাস করেন। ৫৬

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্।

ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।

চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা॥ ৫৭

যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বা অর্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বৎসর কাল চন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৭

BANGLADARSHAN.COM

গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।

স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্॥ ৫৮

যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা এক চরণের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫৮

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।

মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥ ৫৯

অন্তিমকালে গীতার্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাতকী ব্যক্তিও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৫৯

গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।

বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুণা সহ মোদতে॥ ৬০

যিনি গীতাপুস্তক সংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করেন। ৬০

গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।

গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্॥ ৬১

গীতার এক অধ্যায় সহযোগে মৃত্যু হইলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এবং পুনর্বার গীতাভ্যাস করিয়া উত্তমা মুক্তিলাভ করা যায়। ৬১

গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।

যদ্ যৎ কর্ম চ সর্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্তিমৎ।

তত্তৎ কর্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬২

সদ্‌গতি লাভ হয়। যে কর্মই অনুষ্ঠান করা হউক, তৎকালে গীতা পাঠ করিলে সই কর্ম নির্দোষ হইয়া সম্পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয়। ৬২

পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৩

যিনি পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ নরকস্থ থাকিলেও সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ৬৩

গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্বাদতৎপরাঃ॥ ৬৪

গীতাপাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করিয়া পিতৃলোকে গমন করেন এবং পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। ৬৪

গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৫

ধেনুপুচ্ছ (চামর) সহিত গীতাপুস্তক দান করিলে দাতা সেই দিনই সম্যক্‌রূপে কৃতার্থ হন। ৬৫

পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্॥ ৬৬

যিনি সুবর্ণ-সংযুক্ত করিয়া গীতাপুস্তক বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ৬৬

শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৭

BANGLADARSHAN.COM

যিনি শতখণ্ড গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ৬৭

গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুণা সহ মোদতে॥ ৬৮

গীতাদানের প্রভাবে দাতা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া সপ্তকল্পকাল বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে বাস করিতে পারেন। ৬৮

সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্॥ ৬৯

গীতার্থ সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা দান করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার অভীষ্ট প্রদান করেন। ৬৯

দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণ্যেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে॥ ৭০

হে ভারত, চাতুর্বর্ণ্য মধ্যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা পাঠ বা শ্রবণ করে না, সে প্রাপ্ত অমৃত হস্ত হইতে ফেলিয়া দিয়া বিষ ভক্ষণ করে। ৭০

জনঃ সংসারদুঃখার্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭১

সংসার-দুঃখার্ত ব্যক্তি গীতাজ্ঞান লাভ এবং গীতামৃত পান করিয়া ভগবানে ভক্তিলাভ করতঃ সুখী হইয়া থাকেন। ৭১

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভুভুজো জনকাদয়ঃ।

নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্॥ ৭২

জনকাদি রাজগণ গীতা আশ্রয় করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন। ৭২

গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ।

জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৭৩

গীতাপাঠে উচ্চ-নীচ ইতর-বিশেষ নাই, ব্রহ্ম-স্বরূপিণী গীতা সমভাবে সকলকেই জ্ঞান দান করেন। ৭৩

যোঽভিমানেন গর্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।

সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্॥ ৭৪

যে অভিমান বা গর্ববশতঃ গীতা নিন্দা করে, সে প্রলয়কাল পর্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে। ৭৪

অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।

কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৭৫

যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কারবশতঃ গীতার্থ অমান্য করে, সে কল্পক্ষয় পর্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে। ৭৫

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।

স শূকরভবং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি॥ ৭৬

যে ব্যক্তি সমীপে থাকিয়াও কথ্যমান গীতাব্যাখ্যা শ্রবণ না করে, সে অনেক বার শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৬

BANGLADARSHAN.COM

চৌর্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।

ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ॥ ৭৭

যে ব্যক্তি গীতা-পুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহার কিছুই সফল হয় না, তাহার গীতাপাঠও বিফল। ৭৭

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।

নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ॥ ৭৮

যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থ বিষয়ে যত্নবান্ হয়, উন্মত্তের বৃথাশ্রমের ন্যায় তাহার তাহাতে কোন ফল লাভ হয় না। ৭৮

গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।

নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ॥ ৭৯

গীতা শ্রবণ করিয়া সুবর্ণ, ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র পরমাত্মার প্রীতির জন্য নিবেদন করিবে। ৭৯

বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।

অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ॥ ৮০

গীতা-ব্যাখ্যাতাকে নানা দ্রব্য ও বস্ত্রাদি উপকরণ দ্বারা ভক্তি ও প্রীতিপূর্বক পূজা করিবে, তাহাতে ভগবান্ হরির প্রীতি জন্মিবে। ৮০

॥সূত উবাচ॥

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।

গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ॥ ৮১

সূত বলিলেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণোক্ত এই পুরাতন গীতা-মাহাত্ম্য গীতা পাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি যথোক্ত ফলভাগী হন। ৮১

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।

বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ॥ ৮২

যিনি গীতাপাঠ করিয়া গীতা-মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাঁহার গীতাপাঠে কোন ফল হয় না, তাঁহার পরিশ্রম বৃথা। ৮২

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতিঃ যঃ।

শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৩

যিনি এই মাহাত্ম্য সহিত গীতা পাঠ করেন এবং যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক উহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই পরম গতি প্রাপ্ত হন। ৮৩

শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।

তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্বসুখাবহম্॥ ৮৪

অর্থ সহিত গীতা শ্রবণ করিয়া যিনি মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, জগতে তাঁহার পুণ্যফল সর্বসুখাবহ হইয়া থাকে। ৮৪

॥ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদগীতা-মাহাত্ম্যম্ সমাপ্তম॥

BANGLADARSHAN.COM